

॥ শ্রীশুক-গৌরাদৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

—৪০ঃ—

শ্রীশুক উবাচ ।

সুখোপবিষ্টঃ পৰ্য্যঙ্কে বায়কৃষ্ণাকৃষ্ণানিতঃ ।

লোভে মনোরথান্ সৰ্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥১॥

১। অন্নয়ঃ শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ (অক্রুরঃ) পৰ্য্যঙ্কে সুখোপবিষ্টঃ [ততঃ] বায়কৃষ্ণাকৃষ্ণানিতঃ [সন্] পথি যান্ মনোরথান্ (কামান্) চকার হ [তান্] সৰ্বান্ লোভে ।

১। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন — (অনন্তর শ্রীমন্দ বাহিকৃত্য সম্পাদনের জন্ত নিজ ঘরের ভিতরে গেলে) পালঙ্কে সুখে উপবিষ্ট অক্রুর মহাশয় বায়কৃষ্ণ কতৃক অতিশয় সম্মানিত হয়ে পথে যা যা অভিলাষ করেছিলেন সে সব কিছুই প্রাপ্ত হলেন ।

যা সন্তো লীলয়েলীলা লোকং শোকমহর্গবে ।

তদ্ব্যাপারোইপি যঃ সৈবমীরয়েশ্যং স মে গতিঃ ॥ জীঃ ১ ॥

১। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ গীকাঃ সুখেত্যমর্থঃ—ততঃ শ্রীমন্দে তমানন্দ্য নকংকৃত্যায় স্বান্ত-
গ'ং প্রবিষ্টে সতি শ্রীরামকৃষ্ণ নিদেশেন সেবকপৰ্যাপিতপৰ্য্যঙ্কে সুখমসঙ্কোচমুপবিষ্টঃ পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং
তামূলগন্ধপুষ্পজলবাজন সেবকাদি সমাধানেনোরুমানিতশ্চ ততঃ সৰ্বান্ মনোরথান্ লোভে । তযোরপি
স্বান্তগ'ং প্রবিষ্টয়োঃ সম্মমে গতে সতি ক্রমেণ তন্ত্ৰং প্রাপ্তিভাবনয়া পূৰ্ণমাত্মনঃ মেনে । তেষামনবচ্ছেদঃ
বারয়তি - পথীতি । হ ফুটম্ । একান্তভক্তিয়োগাতেন প্রসিক্কা যথা স্মান্তথা ইত্যর্থঃ ; তত্ৰুক্তম্ — 'দেহ
ভুতাম্' (শ্রীভা ১০।৩৮।২৭) ইত্যাদি । তত্র দর্শনশ্চ সিদ্ধিঃ 'দর্শন কৃষ্ণম্' (শ্রীভা ১০।৩৮।২৮) ইত্যাদিনা
দর্শিতা; নমস্কারশ্চ রথান্তর্গমিতি, তত্রৈব হস্তপঙ্কজ-ধারণশ্চ কূপেক্ষণশ্চ চ জ্ঞেয়া । কৃষ্ণকর্তৃক-তদালিঙ্গনশ্চ
'ভগবাংস্তম্' (শ্রীভা ১০।৩৮।৩৬) ইতি, তৎকর্তৃক তাতেতি-সম্বোধনশ্চ ত্রগ্রে ভাবিতায়া নিশ্চিতত্বাং,
শ্রীসম্বর্ধনে কংসকূতে স্ববদ্বর্গ-তুঃখপ্রশ্নশ্চ চ, তেনাঞ্জলিগ্রহণপূর্বক - গৃহনয়নাভ্যাতিথাকরণশ্চ
সম্বর্ধনশ্চেতি । জীঃ ১ ॥

যে লীলা লোককে সদ্য শোকমহার্ণবে নিমজ্জিত করে দেয়, সেই ব্যাপারেও আমাকে যিনি যদৃচ্ছভাবে প্রেরণ করছেন, তিনিই আমার গতি। জী ১।

১। **শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদ :** ‘সুখোপবিষ্ট’ ইত্যাদি কথার অর্থ : অতঃপর অক্রুরকে আনন্দ দান করবার পর শ্রীনন্দমহারাজ রাত্রি-কৃত্যের জন্ত নিজের অন্তর মহলে প্রবেশ করে গেলেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে সেবকের দ্বারা পরিপাটি করে পাতা পালঙ্কে সুখে অসঙ্কোচে উপবিষ্ট হলেন, পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা তাশুল-গন্ধ-জল-ব্যাঞ্জন-সেবকাদি সমাধানের দ্বারা বহুত সম্মানিত হলেন অক্রুর। সুতরাং অক্রুর পথের মনোভিলাষ সবই লাভ করলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণও নিজেদের ঘরের মধ্যে চলে গেলে অক্রুরের সম্মুখ চলে গেল—তখন ক্রমশঃ সেই সেই মনোভিলাষ প্রাপ্তি ভাবনায় নিজেকে পূর্ণ মনে করতে লাগলেন অক্রুর। সেই সকল মনোভিলাষের নিরবিচ্ছিন্নতা ‘পাথি ইতি’ বাক্যে বারণ করা হল। পথে যে মনোভিলাষ করেছিলেন তাই প্রাপ্ত হলেন। হ—স্পষ্ট-রূপেই প্রাপ্ত হলেন, অর্থাৎ একান্ত ভক্তির যোগ্যরূপে যা প্রসিদ্ধ সেইরূপেই প্রাপ্ত হলেন। সেইরূপ বলতে কি বুঝা যায়? তা পূর্বে উক্ত হয়েছে, যথা—‘দেহভূতাম’ ইত্যাদি শ্লোকে (৩৮।২৭) — অর্থাৎ মথুরায় কংস সংবাদ থেকে শ্রীকৃষ্ণদর্শন পর্যন্ত অক্রুরের পথে যে মনোভিলাষ, উহাই দেহী জীবমাত্রের পুরুষার্থ।

অতঃপর নন্দালয়ে গোদোহণ স্থানে ‘দর্শনের’ সিদ্ধি দেখান হচ্ছে, ‘দর্শন কৃষ্ণম্’ অর্থাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করলেন শ্লোকে শ্রীভা° ১০।৩৮।২৮। পথে প্রণামের অভিলাষ ‘নমস্তু’ প্রণত হব (১০।৩৮।১৫) সিদ্ধি হল, ‘রথং তুর্গমবপ্লুতা’ অর্থাৎ রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে দণ্ডবৎ প্রণত হলেন শ্লোকে (১০।৩৮।৩৪)। হস্তপঙ্কজ ধারণ ও কুপা ঈক্ষণ অভিলাষ (১০।৩৮।১৬-১৯) সিদ্ধি হল, ‘ভগবাংস্তম্’ (১০।১৮।৩৬) শ্লোকে। আর কুপাঈক্ষণ সিদ্ধি হল ‘সানুক্রোশশ্মিতেক্ষণো’—(১০।৩৮।৩০) শ্লোকে। (১০।৩৮।২০) শ্লোকে অক্রুরের যে কৃষ্ণের মুখে ‘তাত’ সম্বোধন শোনার অভিলাষ তারও সিদ্ধির নিশ্চয় করা হয়েছে অগ্রে ১০।৩৯।৪ শ্লোকে, আরও সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধে যে অভিলাষ, যথা—কৃষ্ণগ্রজ বলদেব আমার নিকট কংসকৃত নিজবন্ধুবর্গের ছুঁথের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, ইহারও সিদ্ধির নিশ্চয়তা করা যায়, সঙ্কর্ষণ যে অক্রুরের অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক গৃহে নিয়ে আতিথ্যসংকার করলেন, তার পরিশিষ্ট রূপে। [এ সম্বন্ধে অন্য কথা শ্রীভাগবতে প্রমাণিত আছে যথা—“যথা সঙ্কল্পয়েদ্বদ্যুত্যা” ইত্যাদি (শ্রীভা° ১১।১৫।২৬) অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প আমার প্রতি মনোনিবেশপূর্বক মৎপর পুরুষ যে প্রকারে যে বিষয়ে সঙ্কল্প করেন, সেই প্রকারেই নিজ অভিষ্ট বস্তু লাভ করেন—এইরূপে তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।”]। জীঃ ১ ॥

১। **শ্রীবিষ্মব্যাধ টীকা :** নবত্রিংশে পুরীং যাতি প্রিয়ে গোপ্যোইতিবিহ্বলাঃ।

বিলেপুর্ঘমুনামগ্নোইক্রুরো বৈকুণ্ঠমৈক্কত ॥

১। **শ্রীবিষ্মব্যাধ টীকাবুবাদ :** এই ৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় কৃষ্ণ নথুরাপুরীতে যেতে নিলে গোপীগণ অতিশয় বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অক্রুর যমুনায় মগ্ন হয়ে বৈকুণ্ঠ দর্শন করলেন। বিঃ ১ ॥

কিমলভাং ভগবতি প্রসম্নে শ্রীবিকেতবে ।

তথাপি ভংপরা রাজব্, বহি বাঙুস্তি কিঞ্চন ॥ ২ ॥

সাম্যন্তবাসবঃ কৃতা ভগবাব্, দেবকীসুতঃ ।

সুহৃৎসু বৃভুং কংসসা পপ্রচ্ছাব্যচ্চিকীর্ণিতম্ ॥ ৩ ॥

২। অম্বয়ঃ [হে] রাজন্! শ্রীনিকেতনে ভগবতি প্রসম্নে [সতি জনস্ত] কিমলভাম্, তথাপি তংপরাঃ কিঞ্চন ন বাঙুস্তি হি ।

৩। অম্বয়ঃ [অথ] দেবকীসুতঃ ভগবান্ শায়ন্তনাশনং (সম্ব্যাকালীনং ভোজনং) কৃতা সুহৃৎসু কংসস্ত বৃষ্টিং (আচরণং) অগ্নাং চিকির্ষিতং (সঙ্কলিতং ভাবী আচরণং) পপ্রচ্ছ জিজ্ঞাসিতবান্ ।

২। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর বক্ষদেখে আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসম্ন হলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবৎ শ্রবণ-কীর্তন-দর্শনাদি ছাড়া অগ্ন কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না ।

৩। মূলানুবাদঃ অতঃপর সাক্ষ্য ভোজন সেরে এসে দেবকীসুত ভগবান্ সুহৃদগণের প্রতি কংসের ব্যবহার এবং তাঁর মনের সঙ্কল্প কি, তা অক্রুরকে জিজ্ঞাসা করলেন ।

২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : নমন্তান্ ধর্মার্থাদি মনোরথান্ ন চকার । তত্রাহ—কিমিতি । ভগবত্তাদেব শ্রিয়ঃ প্রেয়সীরূপায়া হৃদি রেখারূপায়াঃ নিকেতনে আশ্রয়ে । কিঞ্চনেতি পূর্বমুদ্বিষ্টং, ভগবৎপ্রসাদময়-তত্ত্বংপ্রকারং বিনা যৎকিঞ্চিদন্যমিত্যর্থঃ, ‘দেহং ভূতামিয়ানর্থঃ’ ইত্যাদেঃ ; হে রাজন্নিতি স্বয়ং জ্ঞায়ত এবতি ভাবঃ ॥ জী° ২ ॥

২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ধর্ম অর্থাদি অভিলাষ কেন-না করলেন? এরই উত্তরে—কিম্ ইতি ।

ভগবতি শ্রীবিকেতবে—ভগবৎস্বরূপ হওয়া হেতু প্রেয়সীরূপা ও হৃদয়ে রেখারূপা সর্বসম্পদ অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ প্রসম্ন হলে কি অলভ্য, তথাপি কিঞ্চন—কিছুই, অর্থাৎ পূর্ব উদ্বিষ্ট ভগবৎপ্রসাদময় সেই সেই অভিলাষ বিনা যৎকিঞ্চিং অগ্ন কিছুই চায় না, কারণ জী°মাত্রেরই ইহাই পুরুষার্থ । হে রাজন্—এই সম্বোধনের ধ্বনি, এ তো তোমার জানাই আছে । জী° ২ ॥

২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নমু কথমক্রুরেণ কেবলং কৃষ্ণদর্শনস্পর্শনাদাবেব মনোরথাঃ কৃতাঃ ন তু পারমেষ্ঠ্যসামুজ্যাদৌ তত্রাহ—কিমলভ্যমিতি ॥ ২ ॥

২। বিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা অক্রুর কেন কেবল কৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শনই অভিলাষ করলেন, ব্রহ্মার পদ কিস্বা সামুজ্যাদি মুক্তি ইচ্ছা করলেন না—এরই উত্তরে, কিম্ অলভ্য । বি° ২ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : শায়ন্তনাশনং কুত্বেতি—ষাদন্ত্যামপি দ্বিভোজনমুপানয়নাং পূর্বং সম্যাক্ষম্ননিয়ম ইতি ন মর্যাদাবিকল্পম্ । দেবকীসুত ইতি—তদ্বাবমানো ব্যঞ্জয়ন্নিত্যর্থঃ । অতএব সুহৃৎসু

শ্রীভগবাবুবাচ ।

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ ।

অপি স্বজ্জাতিবন্ধুনামনময়ান্নময় ॥ ৪ ॥

৪। অন্বয়ঃ : শ্রীভগবাবুবাচ—[হে] তাত ! [হে] সৌম্য ! স্বাগতং (সুখেন আগতং) আগত কচ্চিৎ ? বঃ (যুগ্মকং) ভদ্রং অস্তু (ক্ষেমং অস্তু) স্বজ্জাতিবন্ধুনাং অনমীবং (অশুভরহিতং) অনাময়ং (আরোগ্যং) অপি (কিং অস্তু) !

৪। মূল্যাবুবাদঃ : শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন হে তাত ! হে সৌম্য ! আপনাদের মঙ্গল তো ? আগমন সুখে হয়েছে তো ? সুহৃদ, জ্ঞাতি এবং বন্ধুগণ সুখে নিরোগ অবস্থায় আছেন তো ?

যাদবেষু বৃত্তিং বর্তমানাং চেষ্টাম্ বৃত্তমিতি পাঠে তৃতীয়াম্ তথাত্মদৃষ্টিকীর্তিতমধ্যবসীযমানা ভাবিনী চেষ্টা তদপি পশ্বেত্ব । যদ্বা, পাঠদ্বয়েইপি চেষ্টামাত্রম্, যতোইচ্ছান্তারণ-লক্ষণং চিকীর্ষিতং, স্বয়ং কৰ্ত্তৃমিষ্টমিত্যর্থঃ । ততশ্চ তদোষস্থাপনায়ৈব তৎপ্রশ্নঃ ইতি ভাবঃ । অত্র যদিপি তদগ্রজকর্তৃর্হেনৈব তেন তৎপ্রশ্নঃ পূর্বস্তুাবিতস্তথাপি নিজানুজ্ঞাসীকারাপেক্ষয়া ক্ৰণং তুফীং স্থিতস্তাগ্রজস্ত প্রতিনিধীয়মানানুজবচনমগ্রজস্তৈব প্রতিপন্নম্ ॥ জী°৩ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : সায়ন্তবাসনং কৃদ্ধা—কৃষ্ণ সদ্ধাকালের আহার করলেন । দ্বাদশীতেও দুইবার খাওয়া উপনয়নের পূর্বে যথার্থ ধর্ম-নিয়ম, তাই ধর্মের মর্যাদা ইহাতে লঙ্ঘন হল না । দেবকীস্মৃত—এই বাক্যের ধ্বনি, দেবকীস্মৃত ভাব নিজেতে প্রকাশ করে (অত্রুরকে জিজ্ঞাসা করলেন) । অতএব সুহৃৎসু—যাদবদের প্রতি বৃত্তিং—কংসের বর্তমান আচরণ, ‘বৃত্তং’ পাঠে, অতীত-আচরণ জিজ্ঞাসা করলেন । অব্যক্তিকীর্তিতম্—তথা অন্য যা বর্তমানে সঙ্কল্প করছে, সেইভাবে আচরণ, তাও জিজ্ঞাসা করলেন । অথবা ‘বৃত্তং’ ও বৃত্তিং দুপাঠেই অর্থ আচরণ মাত্র, যেহেতু অব্যং—কৃষ্ণমারণ লক্ষণ আচরণ যা ‘চিকীর্ষিতম্’ কংস নিজে করতে ইচ্ছুক । যদিও পূর্বে পথে ৩৮।২৩ শ্লোকে অত্রুরাভিলাষে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব-মুখে কংসচরণ জিজ্ঞাসা ; তথাপি এখানে নিজ অনুজমুখে সেই জিজ্ঞাসা অঙ্গীকার অপেক্ষায় রামের ক্ৰণকাল মৌনধারণ । চূপ করে থাকা অগ্রজের প্রতিনিধিত্বকারী অনুজের বচন অগ্রজের বচন রূপেই প্রতিপন্ন । জীঃ ৩ ॥

৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : হে তাতেতি=পিতৃব্যতয়া পিতৃতুল্যত্বম্ ; হে সৌম্যেতি—সাদৃশ্যত্বাৎ তত্রাপি গৌরবাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ । অতএবাগত ইতি বহুত্বং ব ইতি চ । আগত ইত্যেকবচনাস্তপাঠো বহুত্ব । ভদ্রং ক্ষেমমস্তু যুগ্মকমিত্যাশীঃপ্রশ্নে সদাচারানুসারাং কিংবা দৈন্ত্যেনাগতস্ত তস্য সমাশ্বাসনার্থম্ । অনমীব অনাময়মিতি দ্বাভ্যাং ক্রমেণ সামান্যবিশেষত্বঃস্বাভাবপ্রশ্নঃ । অন্যত্রৈঃ । যদ্বা, আগতা ইত্যাস্ত্যাব্যস্ত তত্র তদাগমনস্ত সিক্যা তদনুমোদনেন তং সম্ভোষয়তি এতদেবাগ্রেইভিব্যাজয়িষ্যতি । দিষ্টোভ্যত্র কচ্চিৎ স্বাগতং, কিং সুখেনাগতমিতি প্রশ্নঃ । জীঃ ৪ ॥

৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : হে তাত পিতৃব্য হওয়া হেতু পিতৃতুল্য । হে সৌম্য !

কিমূ লং কুশলং পৃচ্ছে এপ্রমাণে কুলাময়ে ।

কংসে মাভুলনাম্মিহ দ্বাবাং বস্তং প্রজাসু চ ॥৫॥

৫। অন্নয়ঃ : অন্ন (হে অক্রুর) নঃ (অস্মাকং) কুলাময়ে (কুলস্থ রোগরূপে) মাভুল নাম্মিহ কংসে এপ্রমাণে (বর্দ্ধমান সতি) নঃ স্বানাম্ (অস্মজ্জাতীনাং) বঃ (যুস্মাকং) তং প্রজাসু চ কিমূ কুশলং পৃচ্ছে (পৃচ্ছামি) ।

৫। মূলানুবাদঃ : হে অক্রুর। আমাদের কুলের রোগরূপ, নাম মাত্রেরি মাভুল কংসের বাড়িবাড়ন্ত অবস্থায় আমাদের জ্ঞাতিদের ও তার প্রজাদের কুশল প্রশ্ন আর কি করবার আছে ?

— ধার্মিক হওয়া হেতু এই সম্বোধন, এর মধ্যেও আবার এ সম্বোধনে গৌরবাতিশয় ব্যঞ্জিত। — তাই মূলে ‘আগতা’ এবং পরে ‘ব’ এইরূপ গৌরবে বহুবচন। ‘আগতঃ’ এইরূপ এক বচনান্ত পাঠও বহুস্থানে আছে। ভক্তঃ—আপনাদের মঙ্গল তো? প্রশ্নে। —এরূপ আশীর্বাদ সদাচার অনুসারে কিম্বা দৈন্যের সহিত আগত অক্রুরকে আশা ভরসা দেওয়ার জন্য। অনন্যায় অবাময়ম্, — সুখে নিরোগ অবস্থায় আছেন তো? ‘পাপ-অভাব’ ও ‘আরোগ্য’ এ দুটি পদের দ্বারা ক্রমে সামান্য ও বিশেষ দুঃখ-অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন। আগতাঃ—[শ্রীধর—মঙ্গল মত আগমন হয়েছে তো?] অথবা, যার আসার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। সেই অক্রুরের নন্দালয়ে সন্ধ্যাবেলায় আগমনের সিদ্ধিতে ‘স্বাগত’ বলে উহাকে অনুমোদন করত তাকে সম্ভট করলেন। ইহাই অগ্রে ৭ শ্লোকে অভিযুক্ত হয়েছে, দিষ্ট্যা ইতি—এই পদের অর্থ এখানে ‘কচ্চিৎ স্বাগতং’ অর্থাৎ সুখে আগমন হয়েছে কি? জী° ৪ ॥

৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : শ্বে সূহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ বন্ধবোহিসপিণ্ডান্তেষাং কিমনমীং পাপাভাবঃ। অনাময়মারোগ্যাক। বি° ৪ ॥

৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাদঃ : স্বজ্ঞাতি—‘শ্বে’ সূহৃদগণ, ‘জ্ঞাতি’ সপিণ্ড অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ অন্তর্গত জ্ঞাতি। বন্ধু—অসপিণ্ড। এঁরা কি অনন্যায়—পাপ-অভাব অর্থাৎ নিপ্যাপ অবস্থায়, অনাময়ম্—নিরোগ অবস্থায় আছেন তো? বি° ৪ ॥

৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : কুলাময় ইতি অনাময়স্ত বিশেষতঃ প্রশ্নে স্ব তাৎপর্য্য দর্শয়তি : তদনুপহতিরেবানাময়তয়া পৃষ্টিতি ভাবঃ। নামমাত্রৈব মাভুলে বস্ততন্তাময়ে, যতোইসৌ নাগন্তকঃ। ন ত্বেকস্ত, কিন্তু সর্বশ্রেষ কুলশ্রেষ্ঠতন্তুনাশনমেবোচিতম্ ; তথাপ্যোতাবস্তং কালং মাভুলনাম্মৈবাসাবুপেক্ষিত ইতি ভাবঃ। তস্য প্রজাসু প্রজানাং। যদা, তদনুজাদিরূপাসু চৈধমানাসু। জী° ৫ ॥

৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবাদঃ : কুলাময়ে কংসে—[কুল+আময়ে] কুলের রোগরূপ কংসের এপ্রমাণে—বাড়িবাড়ন্তে। ৪ শ্লোকের ‘অনাময়’ অর্থাৎ আরোগ্য থাকা সম্বন্ধে পুনরায় বিশেষভাবে প্রশ্নে কৃষ্ণের নিজ তাৎপর্য দেখান হয়েছে। — কংসের দ্বারা আক্রান্ত না হওয়াই ‘অনাময়’, প্রশ্নটা এই উদ্দেশ্যেই। মাভুলনাম্মিহ—নামমাত্রেরি মাভুল, আসলে তো রোগবিশেষ, যেহেতু এতো বাইরে

আহা অস্মদভূক্তুরি পিত্রোদ্ব্যয়োঃ ।

যাদ্ধাতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধাতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৬ ॥

৬। অস্ময়ঃ অহো (খেদে) অস্মৎ (মং হেতোঃ) আয্যোঃ (মান্যয়োঃ) পিত্রোঃ ভূরি বজিনং (দুঃখম্) অভূৎ । যদ্ধাতোঃ তয়োঃ পুত্রমরণং যদ্ধাতোঃ [তয়োঃ] বন্ধনং অভূৎ ।

৬। মূল্যাবাদঃ হায় হায়, আমার নিমিত্তই মান্য পিতামাতার প্রচুর দুঃখ ভোগ হল, আমার নিমিত্তই তাঁদের পুত্রগণের অকাল মৃত্যু হল ও নিজেদের কারাবন্ধন ঘটল ।

থেকে আসা কিছু নয়, কুলের মধ্যেই জন্ম (যেমন রোগ দেহের মধ্যেই জন্ম) । কেবল একজনের পক্ষে যে রোগ তাই নয় কিন্তু কুলের সকলের পক্ষেই, কাজেই একে নাশ করাই উচিত ছিল, তথাপি এতকাল যে উপেক্ষা করেছি। তা ঐ ‘মাতুল’ নামটা আছে বলেই, এরূপ ভাব। তৎপ্রজাস্থ চ—কংসের প্রজাদেরও অথবা, এই কংসের অনুজাদিকপ জনদের ‘এধমানাস্থ’ বাড় বাড়ন্ত অবস্থায় (কুশল প্রশ্ন আর কি করবার আছে) । জী° ৫ ॥

৫। শ্রীবিষ্মবান্ধ টীকা : কুশলপ্রশ্নোপি নাতিসঙ্গত ইত্যাহ—কিথিত । অঙ্গ ! হে অক্রূর ! পৃচ্ছে পৃচ্ছামি । নঃ কুলাময়ে অস্মৎকুলস্থ রোগরূপে কংসে নঃ স্বানাং অস্মজ্জাতীনাম্ ॥ বি° ৫ ॥

৫। শ্রীবিষ্মবান্ধ টীকানুবাদ : কুশল প্রশ্ন করাটাও খুব একটা-যুক্তিসঙ্গত হয় না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, কিম্বু ইতি । অঙ্গ—হে অক্রূর, পৃচ্ছে—জিজ্ঞাসা করি কি ? নঃ কুলাময়ে—আমাদের কুলের রোগরূপে কংসের বাড় বাড়ন্ত অবস্থায়—নঃ স্বানাম্ —আমাদের জ্ঞাতীদের । বি° ৫ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ তো° টীকা : অস্মিদিতি পঞ্চমী হেতৌ, বহুবচনক্বে, অস্মদোদ্ব্যয়োশ্চেতি স্মরণাৎ । যদ্ধাতোরিতি পৌনরুক্ত্যনুতাপস্বভাবেনাঐকহেতুতা-বিবক্ষয়া চ । জী° ৬ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ তো° টীকানুবাদ : অস্মৎ ইতি—আমার জন্মই, এই ‘অস্মৎ’ শব্দের পঞ্চমী বহুবচন প্রয়োগ কৃষ্ণের একা-র সম্বন্ধেই—এক্ষেত্রে গৌরবে বহুবচন । অথবা, ‘অস্মৎ’ আমাদের জন্মই, এক্ষেত্রে বহুবচন বলদেবাদি অপেক্ষায় । যাদ্ধাতোঃ—[যৎ=যস্ম] যার কারণে, এই কথাটা পুনরায় বলা হল, অনুতাপের স্বভাবে, এবং একমাত্র নিজেকেই পিতার দুঃখের নিমিত্তরূপে বলবার ইচ্ছায় । জী° ৬ ॥

৬। শ্রীবিষ্মবান্ধ টীকা : অস্মৎ অস্মন্তঃ মন্তঃ পুত্রাং বজিনং দুঃখং তবৈব কিং তত্রাহ যোহ-হমেব হেতুস্তস্মাৎ । বি° ৬ ॥

৬। শ্রীবিষ্মবান্ধ টীকানুবাদ : অস্মৎ—বহুবচন, বলদেবাদি অপেক্ষায় তদ্বিত প্রত্যয়ে ‘অস্মন্তঃ’ অর্থাৎ পুত্র আমার থেকে । অথবা, এই ‘অস্মৎ’ শব্দটি গৌরবে বহুবচন, ‘মন্তঃ’ ‘আমার’ থেকে । পুত্র আমার থেকে বৃজিবং—দুঃখ হচ্ছে । এতে কি হয়েছে, এরই উত্তরে, যাদ্ধাতোঃ—যেহেতু আমি পুত্র হয়েও তাঁদের পুত্র মরণের কারণ হয়েছি, তাই তাঁদের খঃছ । [শ্রীবলদেব—‘অস্মৎ পিত্রোঃ’

দিষ্ট্যা দ্য দর্শনং স্নাতাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্ ।

সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥৭॥

৭। অবয়বঃ [হে] সৌম্য ! [হে] তাত ! অতঃ দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) মহ্যং (মম) স্নাতাং (জ্ঞাতীনাং) বঃ (যুগ্মকং) কাঙ্ক্ষিতং দর্শনং সঞ্জাতং, তব অগমন-কারণং বর্ণ্যতাং ।

৭। মূল্যাবুবাদঃ হে সৌম্য ! হে তাত ! আজ যে জ্ঞাতি আপনার এই গোপন দর্শন সম্ভব হ'ল, সে আমার ভাগ্যবশেই । আপনার দর্শন আমার বহুকাল বাঞ্ছিত । আপনার আগমনের কারণ সবকিছু খুলে বলুন ।

আমাদের নির্দোষ পিতামাতার দুঃখ বহুত হয়েছে, আমিই তার হেতু —আমার নিমিত্তই তাঁদের সব কিছু দুঃখ] । বি ৬ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ তদেব সতি যদন্ত বো দর্শনং সমাগৈকান্তিকং জাতং, তদ্বিষ্ট্য । কীদৃশানাং স্নাতাম্ ? কংসস্ত পরজাতবাদম্নিহ্বাত্ত ভোজরাজহেপি মমৈব জ্ঞাতীনামিতার্থঃ, মদীয়ধনরূপাণামিতি বা । যদ্বা, আশং সর্বনামতম্ । স্বেষামাত্মীয়ানামিতার্থো বা । কীদৃশং দর্শনং কাঙ্ক্ষিতম্ ? ততস্তাবং প্রিয়ত্বেনৈব যদি তত্রত্যৈকস্মাত্মীয়শ্চ দর্শনং ভবেৎ, তদা তস্মারণযুক্তিঃ সিদ্ধ্য-তীত্যভিপ্রায়েণেতি ভাবঃ । অত্রৈতাবতী বিবক্ষা—অত্রত্যা মাতাপিত্রাদয়স্তত্র তেভ্যোহপি পরমস্নিহ্বা ইতি তদনুমতিং বিনা তত্র গন্তং ন শক্লোমি, তথা প্রকটেষপি তেষু মহাপরাধেষুপেক্ষিতস্য মাতুল-নান্নস্তস্য সহসা জিহ্বাসয়াভিগমনে তমেব কারণীকর্তৃমিচ্ছামি । তস্মাদবদি তাদৃশোহপেক্ষিতঃ কচ্ছিদায়াতি ততস্তদনুরোধেন তেষামনুমতিং লভে, তেন সহ যুক্ত্যা চ তস্যৈব তৎকারণত্বমুস্তাবয়ামি । তদৈব তস্মা-রণং নীতিপদবীমারোহতীতি অতো হে তাত । তবাগমনকারণং তাবদ্বর্ণ্যতাং, তস্মিন্ জ্ঞাতে সত্যায়তীং চিন্তাং করিষ্যাম ইতি ভাবঃ ॥ জী ৭ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ কৃষ্ণ বললেন এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও যদি আজ আপনার দর্শনং সংজাতং —এই গোপন দর্শন সম্ভব হ'ল, তা আমার অদৃষ্টবশেই । স্নাতাং—জ্ঞাতীদের । কিরূপ জ্ঞাতীদের ? এরই উত্তরে, কংস ভোজবংশীয় উগ্রসেনের ছদ্মবেশধারী দ্রুমিলদৈত্যের থেকে জাত হওয়া হেতু ও খরতর হওয়া হেতু ভোজবংশ জাত হ'লেও আমার জ্ঞাতি নয়, যতুবংশ জাত অক্রুরাদিই আমার জ্ঞাতি, তাঁদেরই দর্শন কাঙ্ক্ষিত । বা, মদীয় ধনস্বরূপদের দর্শন । অথবা, 'স্নাতাং' পদটি আশংপ্রয়োগ—সর্বনাম 'স্ব' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন 'স্বেষাং', এতে 'স্নাতাং' অর্থ 'আত্মীয়দের' । কাঙ্ক্ষিতম্ দর্শনং—জ্ঞাতীদের দর্শন আমার আকাঙ্ক্ষিত । কিরূপ দর্শন আকাঙ্ক্ষিত ? এরই উত্তরে তাবং প্রিয়তাবশেই আগত একজন মথুরাস্থ আত্মীয়ের যদি দর্শন হয়, তদা কংসের মারণ-যুক্তি সিদ্ধ হতে পারে, এই অভিপ্রায়েই জ্ঞাতীদের দর্শন ইচ্ছা করছিলাম । এখানে এতদূর পযুক্ত বক্তব্য—এখানকার মাতাপিতাদি সেখানকার মাতাপিতাদি থেকে পরমস্নিহ্ব । সুতরাং এঁদের অনুমতি

শ্রীশুক উবাচ ।

পূষ্টো ভগবতে সর্বং বর্ণয়ামাস মাপ্রবঃ ।

বৈরাবুবন্ধং যদুযু বসুদেববোধোদায়ম্ ॥ ৮ ॥

৮। অন্নয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—মাধবঃ (মধোঃবংশজঃ অক্রুরঃ) পৃষ্টঃ (কৃষ্ণেন জিজ্ঞাসিতঃ সন্) যদুযু (যদুকুল জাতেযু) [কংসজ] বৈরাবুবন্ধঃ (শক্রতায়্যাঃ আচরণং) [তথা] বসুদেববোধোদায়ম্—[এতং] সর্বং ভগবতে বর্ণয়ামাস ।

৮। মূল্যাবুদাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—কৃষ্ণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে মধুবংশজাত অক্রুর যদুকুল জাত জনদের প্রতি কংসের অবিচ্ছেদ্য শত্রুতা ও বসুদেবকে বধের উদ্যম, এ সব কিছুই তাঁকে খুলে বললেন ।

বিনা সেখানে যেতে পারব না, এ কারণে, তথা প্রকাশ্যেও উপেক্ষিত মাতুল নামক জনকৃত (অর্থাৎ কংসকৃত) মহাপরাধাদি উপলক্ষে সহসা মারণের ইচ্ছায় তার সম্মুখে গমন হেতু এই মথুরা আগত জনকেই সহায় করতে ইচ্ছা করছিলাম । সুতরাং যদি তাদৃশ অপেক্ষিত কেউ এসে গেল, তা হলে তার অনুরোধে এখানকার পিতামাতাদির অনুমতি লাভ করব, এবং তার সহিত যুক্তি করে ঐ কংসের মরণ কারণ উদ্ভাবন করব । তখনই কংস-মারণ কৌশল আবিষ্কার হবে । অতএব হে তাত ! আপনার আগমন কারণ সবকিছু খুলে বলুন । সেইসব জানবার পর ভবিষ্যৎ চিন্তা করব, এরূপ ভাব । জী^৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কাক্ষিকতমিতি যদেব কারণীকৃত্য তত্র গতা কংসং হনিষ্যামীতি ভাবঃ । বি^৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদাদঃ কাক্ষিকতম্—আমার অভীষ্ট ছিল কোম এক আত্মীয়ের দর্শন, যাকে সহায় করে মথুরা গিয়ে কংসকে হত্যা করব । বি^৭ ॥

৮। শ্রীজীব বৈ তো টীকা : পৃষ্ট ইতি যুগ্মকম্ । ভগবত ইতি ভগবন্তঃ জ্ঞাপয়িতুমিত্যর্থঃ ; তাদর্থ্যে চতুর্থী । তন্মারণং তদভীষ্টমিতি তদর্থমেব বর্ণয়ামাস, ন স্বার্থমিত্যর্থঃ । ভগবতেতি পাঠঃ কচিং, যতো মধুবংশজঃ স্বপক্ষবাদিত্যর্থঃ । সর্বং কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—বৈরেতি সাক্ষেন । বৈরাবুবন্ধঃ তৎসাতত্যম্ । জীঃ ৮ ॥

৮। শ্রীজীব বৈ তো টীকাবুদাদঃ ‘পৃষ্ট ইতি’ (৮.৯) দুটি শ্লোকে মথুরায় কংসের অত্যাচার সব কিছু বললেন । অক্রুর জিজ্ঞাসিত হয়ে ভগবতে—ভগবানকে জানাবার জন্য বর্ণন করলেন—এখানে ভগবানের প্রশ্নের নিবৃত্তির জহুই বর্ণন, নিজের স্বার্থে নয়, অতএব তাদর্থ্যে চতুর্থী । ‘ভগবতঃ’ পাঠও কচিং দেখা যায় । মাপ্রবঃ—অক্রুর মধুবংশজ হওয়া হেতু কৃষ্ণের স্বপক্ষ, তাই ভগবতঃ—ভগবানের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে কংসের অত্যাচার সব কিছু বললেন । সর্বং—সব কিছু কি বললেন ? এরই উত্তরে বলা হল, ‘বৈরাবুবন্ধন’ ১ই শ্লোকে । বৈরাবুবন্ধন—শত্রুতার অর্থশুভা । জী^৮ ॥

৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : মাধবঃ মধুবংশভবঃ । বি^৮ ॥

৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদাদঃ মাপ্রবঃ—মধুবংশজাত । বিঃ ৮ ॥

যৎসন্দেশা যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রমিতঃ স্বয়ম্ ।

যদুক্তং বারাদেবাস্য স্বজ্ঞানবকদুন্দুভেঃ ॥ ৯ ॥

৯। অর্থঃ : যৎসন্দেশঃ (যঃ ধনুযাগচ্ছদা সন্দেশ যন্ত সঃ) যদর্থং (চানুর মুষ্টিকাদিভিঃ যাতনার্থং) বা স্বয়ংদূতঃ সংপ্রমিতঃ (কৃষ্ণনয়নার্থ কৃষ্ণসমীপং প্রেরিতঃ) [তথা] নারদেন আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবাং) অথ শ্রীকৃষ্ণস্য) স্বজ্ঞান যৎ উক্তং (বর্ণিতং তৎ সর্বং বর্ণয়ামাস ইতি পূর্বেনাশ্রয়ঃ) ।

৯। মূলানুবাদ : ধনুর্যজ্ঞ ছলে প্রেরিত এই সংবাদ বহনকারী অক্রুর যে কংস প্রেরিত দূত, চানুরাদির দ্বারা কৃষ্ণ বধ কর্মই যে কংসের অভিপ্রায় এবং বসুদেব থেকে সর্বাবতারাৱতারাৱই যে বৃষ্ণরূপে জাত, নারদমুখে এই কথা শুনেই যে অক্রুর কংসের দ্বারা প্রেরিত, এই সব বৃত্তান্ত অক্রুর কৃষ্ণের নিকট বর্ণন করলেন ।

৯। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : যৎসন্দেশঃ স্বয়মাত্মনাইক্রুরো দূতস্তেন সংপ্রমিতো যদর্থং বা, তৎসন্দেশঃ তমর্থকং বর্ণয়ামাস । সম্প্রতি বৈরসাতত্যা দৌ হেতুঃ—যজ্ঞকমিতি । তচ্চেতি পূর্ববৎ । অতঃপুঃ । তত্র সন্দেশো হরিবংশানুসারেণ বাচ্যঃ । নন্দগোপৈরিতিাদিকঃ পূর্বোক্ত এব জ্ঞেয়ঃ যদর্থমিতি যশ্চানুরাদিভির্ভাতনমেবার্থো যত্র তাদৃশং যথা স্মৃতাং, প্রেমিত ইতি যোজ্যম্ । অতঃপুঃ চক্রাঃ সর্বৈ গোপালাঃ সপরিগ্রহাঃ ॥ কংসাজ্ঞয়া সমুচিতং করমাদায় বার্ষিকম্ । সমুদ্রস্তস্ত কংসস্ত ভবিষ্যতি ধনুর্মহঃ ॥ তদুদ্রক্ষ্যথঃ সমুদ্রকং স্বজ্ঞানেন সমেষ্যথঃ । পিতরং বসুদেবকং সততং দুঃখভাজনম্ ॥ দীনং পুত্রবধশ্রান্তং যুগ্মমথ সমেষ্যথঃ । সততং পীড়্যমানকং কংসেনাশুভবুদ্ধিনা ॥ দশান্তে শোষিতঃ বৃদ্ধঃ দুঃখঃ শিথিলতাক্তম্ । কংসস্ত ভয়সন্ত্রস্তং ভবভ্যাকং বিনা কৃতম্ ॥ দহমানং দিব্যারাত্রৌ সোৎকর্ষেণাস্তুরাশ্রয়না । তাকং দ্রক্ষ্যসি গোবিন্দ পুত্রৈরমৃদিতস্তনীম্ ॥ দেবকীং দেবসঙ্কশাং সীদন্তীং বিহতপ্রভাম্ । পুত্রশোকেন শুগন্তীং স্বদর্শনপরায়ণাম্ ॥ বিয়োগশোকসমুদ্রাং বিবংসামিব সৌরভীম্ । উপপ্লুতেক্ষণাং দীনাং নিত্যং মলিনবাসসম্ ॥ স্বর্ভানুবদনগ্রস্তাং শশাঙ্কসা প্রভামিব । তদুদ্রক্ষ্যনপরাং নিত্যং তবাগমনকাক্ষিণীম্ । তৎপ্রবৃদ্ধেন শোকেন সীদন্তীং বৈ তপস্বিনীম্ । তৎপ্রভাবেবকুণ্ডলাং স্বয়া বাল্যে বিযোজিতাম্ ॥ অরূপজ্ঞাং তব বিভো বক্তৃশ্রাসান্দুবর্জসঃ । যদি হ্যং জনয়িষ্য সা দেবকী পরিতপাতে । অপত্যার্থো নু কন্তুস্যা বরং হেবানপত্যতা ॥ কিঞ্চ 'তদুদ্রক্ষ্য শক্রসমঃ পুত্রো যস্যোঃ স্বসদৃশো গুণৈঃ । পরেষামপ্যভয়দো ন সা শোচিতুমহতি ॥ বৃদ্ধো তবাগ পিতরো পরভৃত্যত্মাগতো । ভৎস্যেতে তৎকৃতে তেন কংসেনাশুভবুদ্ধিনা ॥ যদি তে দেবকী মাতা পৃথিবীভাষ্যধারিণী । তাং শোকসলিলে মগ্নামুভারয়িতুমহসি ॥ তকং বৃদ্ধং প্রিয়সুতং বসুদেবং সুখোচিতম্ । পুত্রযোগেন স যোজ্য কৃষ্ণ ধর্ম্মমবাপ্যসি ॥ যথা নাগঃ সুদুর্বৃত্তো দমিতে যমুনাহুদে । বিগ্লম্ কৃতঃ শৈলো যথা বৈ ভূধরস্তুরা ॥ দর্পোৎসিদ্ধস্ত বলবানরিষ্টোইপি নিপাতিতঃ । পরপ্রাণহরঃ কেশী দুষ্টোইয়া চ হয়ো হতঃ ॥ এতেনৈব প্রযত্নেন বৃদ্ধাবৃদ্ধ্য । দুঃখিতৌ যথা ধর্ম্মমবাপ্যেধি তৎ কৃষ্ণ পরিচিন্ত্যতাম্ ॥ নিভৎসামানো যৈদৃষ্টঃ পিতা তে কংস সংসদি । তে সর্বৈ চক্ররাজাণি নেত্রৈ-

দুঃখাধিতা ভূম ॥ গভাবকৃন্তনাদীনি দুঃখানি চ বহুতশি । মাতা তে দেবকী কৃষ্ণ কংসস্য সহতেবশা ॥
ইত্যাদি ॥ জী° ৯ ॥

৯। শ্রীজীব বো° তো° টীকাবুবাদ : যৎসান্দেশোন্নয়ন—যে খবর কংসের দ্বারা দৌত্যকর্মে নিযুক্ত অক্রুরের সহিত সংপ্রমিত—প্রেরিত, যদর্থংবা—সেই সংবাদ ও তার অর্থ বর্ণন করলেন, যথা—বৈরাগ্যবদ্ধ ইত্যাদি, সম্প্রতি অখণ্ড শত্রুতা প্রভৃতিতে হেতু যদুক্তং—যা পূর্বে দশমের ৩৬ অধ্যায়ে কংস অক্রুরের নিকট বলেছেন । [শ্রীস্বামিপাদ—‘যৎ’ ধন্যুজ্ঞ ছিলে ‘সন্দেহ’ যার, সেই কংসের নিজের দ্বারা প্রেরিত ‘যদর্থং’ চাণুরাদির দ্বারা মারণের জ্ঞাত । ‘অসা’ কৃষ্ণের কাছে বর্ণন করলেন, ‘স্বজন্ম’ বসুদেব হতে কৃষ্ণের জন্ম ।] এই টীকার ‘সন্দেহ’ বাক্যটি হরিবংশানুসারে বলাই সমীচীন । ‘নন্দগোপৈঃ’ ইত্যাদি, পূর্বোক্ত (১০।৩৬।৩১) সন্দেহ, যথা—‘রাজার জ্ঞাত উপহারের সহিত সজ্জিত নন্দাদি গোপগণের সহিত কৃষ্ণরাম দুজনকে এখানে নিয়ে এস’, যদর্থং—এই পূর্বোক্ত শ্লোকেই চানুরাদি দ্বারা কৃষ্ণকে বধ করার প্রয়োজনে-যে কংস কতৃক দূতরূপে সে প্রেরিত হয়েছে, তা বর্ণন করলেন ।

অন্ত যা কিছু শ্রীকৃষ্ণের নিকট অক্রুরের আবেদন বাক্য, তা শ্রীবৈশম্পায়ন শ্রীহরিবংশে বলেছেন, যথা—হে তাত ! নিজপুরী মথুরায় সকলে মিলে সুখে চলুন । ব্রজের সকল গোপকেই আত্মীয় পরিজন সহ যেতে হবে, সমুচিত বার্ষিক কর নিয়ে, ইহাই কংসের আদেশ । মহাধুমধাম করে তার ধন্যুজ্ঞ হবে । সেই উৎসব স্বজনদের সহিত দেখে আসুন । দীন, পুত্রবধ বিষয়ে অবসন্ন, হৃৎখভাজন, অশুভবুদ্ধি কংসের দ্বারা সতত পীড়িত, হৃৎখে শুকিয়ে লোলচর্ম, মরণদশা প্রাপ্ত, আপনাদের বিচ্ছেদ ভয়ে দিবারাত্রি উৎকণ্ঠার আলায় অন্তরে অন্তরে দন্ধ বৃদ্ধ পিতা বহুদেবকে একবার দেখে আসুন । পুত্রমুখে স্তনদান সুখে চিরবঞ্চিতা, বিনষ্ট প্রভাবা, অবসাদগ্রস্তা, পুত্রশোকে কৃশতাপ্রাপ্তা, আপনার দর্শনে অত্যাশক্তা, আপনার বিচ্ছেদে শোক-সন্তপ্তা, বৎসহারা গাভীর মতো ভীতসন্ত্রস্ত নয়না, দীনা, নিত্য মলিন বসনা, রাহুবদন গ্রন্থ চন্দ্রের প্রভার মতো মলিনা, আপনার দর্শনপরা, নিত্য আপনার আগমন আকাঙ্ক্ষিনী, আপনার থেকে উদ্ভূত গোকে দীপ্তিহীনা তপস্বিনী, আপনার প্রভাব সম্বন্ধেই অসুখী, আপনার সহিত বাল্যেই বিচ্ছেদ সম্পাদনকারিণী, আপনার শঙ্খচক্রাদিযুক্তরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনা দেবাস্ত্রনা সদৃশ মাতা দেবকীকে একবার দেখে আসুন তো । যদি আপনাকে জন্ম দিয়ে সেই দেবকী পরিতাপ গ্রস্তা হয়, তা হলে সম্ভাবনের কি প্রয়োজন ছিল, বরং তার সম্ভাবনহীনা হয়ে থাকাই ভাল ছিল । আরও, আপনার মতো ইন্দ্রসম, গুণে অতুলনীয়, অত্নেরও অভয়দ পুত্র যার, সে শোচা হতে পারে না । আপনার বৃদ্ধ আত্ম পিতামাতা পরের ভৃত্যভাবে থাকা উচিত হয় না । আপনার নিমিত্তেই তো অশুভবুদ্ধি কংসের দ্বারা তাঁরা তিরস্কৃত হচ্ছেন । যদি পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা দেবকী যদি আপনার মাতা হন, তবে শোকসলিলে নিমগ্না তাঁকে উদ্ধার করা আপনার উচিত । হে কৃষ্ণ ! বহুদেবের সেই জ্যেষ্ঠ মৃত প্রিয়পুত্রদের সমালয় থেকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে সুখোচিত ভাবে মিলন করিয়ে দিন । যেমন আপনি কালিয় হুদে হুদবৃত্ত কালিয় নাগকে দমন করেছিলেন, গোবর্ধন পর্বত উৎপাটিত করে বাম হস্তে ধারণ করেছিলেন, দর্পে উদ্ধত বলবান অরিষ্টা-

শ্রুতাক্রুরবচঃ ক্রমাৎ বলশ্চ পরবীরহা ।

প্রহস্য নন্দঃ পিতরং রাজা দিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥ ১০ ॥

১০। অশ্বমুঃ পরবীরহা মহাবল শক্রহননকারী কৃষ্ণঃ বলঃ চ অক্রুরবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য পিতরং নন্দঃ রাজা (কংসেন) আদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ (জ্ঞাপয়ামাসতুঃ) ।

১০। মূলানুবাদঃ মহাবল শক্রবিনাশন কৃষ্ণ-বলরাম অক্রুরের কথা শুনে অর্থত্যাগক হাসিতে মুখ ভরিয়ে পিতার নিকট গিয়ে রাজা কংসের নিমন্ত্রনের কথা নিবেদন করলেন ।

স্বরূপে দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করে যাতে ধর্মলাভ করতে পারেন, তা আপনার বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত । দুর্ভাগ্য কংসের ভৎসনা শ্রবণে সভাস্থ সকলে আপনার পিতার দুঃখে অশ্রুমোচন করছে । আপনার মাতা দেবকীও কংসের অধীন হয়ে গর্ভচ্ছেদনাদি বহু দুঃখ সহ্য করেছে ।” জী° ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ ষঃ ধনুর্মখছদ্মা সন্দেশো যস্য যদর্থং চানুরাদিভির্ঘাতনার্থম্ । বি° ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ যৎ সান্দ্রশো ইতি—ধনুর্যজ্ঞ ছলে প্রেরিত সংবাদ বহনকারী অক্রুর যদর্থং—চানুরাদির দ্বারা ঘাতন প্রয়োজনে প্রেরিত । [বশুদেব থেকে সর্বাবতারা-বতীরই যে কৃষ্ণরূপে জন্ম, ইহা নারদমুখে শুনেই যে অক্রুর কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন এইসব বৃত্তান্ত বর্ণন করলেন অক্রুর । —শ্রীবলদেব । বি° ৯ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাঃ * শ্রুত্বা প্রহস্মেতি—প্রহস্য পিতরং বিজজ্ঞতুরিতি চাষয়ঃ । পূর্ববত্ৰ স্বাভীষ্টলাভাৎ । উত্তরত্রাবজ্ঞা-জ্ঞাপনে তচ্ছঙ্কাসঙ্কোচনায়েতি জ্ঞেয়ং, যতঃ পরঃ শত্রুর্ঘো বীরো মহাবিক্রমঃ তং হন্তীতি তথা সঃ । বিজ্ঞাপনে হেতুঃ—পিতরমিতি । অতএব রাজাদিষ্টমেব, ন শক্রঃ রোক্তমগদপীত্যর্থঃ । কিঞ্চ, রাজ্ঞেতি, রাজাজ্ঞায়াস্তাদৃশ্যাস্তথৈব বক্তৃমুচিতত্বাৎ ; যদ্বা, উত্তরত্র প্রহস্মেত্যত্র হেতুঃ—পিতরং স্নেহপরবশমিত্যর্থঃ । বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনম্—পরবীরহতি, কংসহননার্থমিত্যর্থঃ । বিজজ্ঞ-তুরিতান্তত্বভূত-ণ্যর্থঃ । বিজ্ঞাপনং পিতৃসম্মিধানামাগত্য ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ১০ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকানুবাদঃ এখানে অশ্বমু দু প্রকার হতে পারে—‘শ্রুত্বাপ্রহস্য’ এবং ‘প্রহস্য পিতরং’ বিজজ্ঞতুঃ । প্রথম অশ্বমু অর্থ হচ্ছে—অক্রুরের কথা শুনে কৃষ্ণ হাসলেন, এখানে হাসির কারণ অভীষ্টলাভ—তার অভীষ্ট ৭ শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে, যদ্বা মথুরা থেকে কোনও আত্মীয় এলে তার সঙ্গে কংসের মারণযুক্তি হতে পারতো, সেই অভীষ্টলাভ হেতু, হাসলেন । দ্বিতীয় অশ্বমু অর্থ—হাসতে হাসতে পিতাকে নিবেদন করলেন কংসের আদেশ—কংসের আদেশের প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাপনের দ্বারা পিতার ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে এই (প্র + হস্য) অবজ্ঞানুচক হাসি । বিজ্ঞাপনে হেতু—তিনি যে পিতা — অতএব রাজার কর-উপায়নাদি নিয়ে আসারূপ আদেশ টুকুই মাত্র নিবেদন করলেন—অক্রুরোক্ত অন্তসব কথা কিন্তু নিবেদন করলেন না । আরও রাজা—তাদৃশ রাজ-আজ্ঞা একরূপ ভাবেই অর্থাৎ পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকেই বলা উচিত । অথবা, পরের অশ্বমু—হাসতে হাসতে

গোপান্ সমাদিশৎ সোহপি গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ ।

উপায়নানি গৃহীক্সং শকটানি চ ॥১৯॥

যাস্যামঃ শ্চো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্ ।

দ্রক্ষ্যামঃ স্মমহং পর্ব যান্তি জ্ঞানপদাঃ কিল ।

এবম্যামোষয়ং ক্ষত্রা বন্দগোপঃ স্বগোকুলে ॥২০॥

১৯। অন্নয়ঃ সঃ (নন্দঃ) অপি গোপান্ সমাদিশৎ (আজ্ঞাপয়ামাস) [যৎ] সর্বগোরসঃ গৃহ্যতাম্ উপায়নানি গৃহীক্সং শকটানি চ যুজ্যন্তাং ।

২০। অন্নয়ঃ শ্চো আগামিনি দিবসে) মধুপুরীং যান্তামঃ রসান্ (স্বতাদীন) নৃপতেঃ (রাজঃ) [করান্] দাস্যামঃ, স্মমহং পর্ব (যজ্ঞকর্ম) দ্রক্ষ্যামঃ, জ্ঞানপদাঃ (জনপদবাসিনঃ) যান্তি কিল (তত্র গচ্ছন্তি) নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ক্ষত্রা (রক্ষকেন) এবং আঘোষয়ং ।

২১। মূল্যাবাদঃ নন্দমহারাজও গোপগণকে আদেশ করলেন, দই-দুধ-মাখনাদি বস্তুসকল গুছিয়ে নেও, উত্তম উত্তম বস্তু ভেট নিয়ে নেও ও শকটসকলে বলদ জুড়ে দেও ।

২২। মূল্যাবাদঃ আগামীকাল আমরা মথুরা যাব। রাজাকে দেয় কর দই-দুধ প্রভৃতি প্রদান করব। আর সেখানে এক মহাযজ্ঞোৎসব দর্শন করব। গ্রামের লোক সকলেই দেখতে যাচ্ছে, আমাদের সংশয় কি? —ব্রজনগরের চৌকীদার দিয়ে এই ঘোষণা করে দিলেন নন্দমহারাজ।

পিতাকে নিবেদনের হেতু—পিতার প্রতি স্নেহপরবশতা। হাসতে হাসতে বিজ্ঞাপনে প্রয়োজন পরবিরহা—তিনি যে শত্রুহননে মহাবলশালী, তা জানানো। ইহা কংস-হননে প্রয়োজন। —এই যে নিবেদন, তা পিতার নিকটেই গিয়ে হল। জী ১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাঃ প্রহস্যোতি স্বনৃত্যমপি নিমন্ত্য স্বাস্তিকমানেতুযুপক্রমতে যুযাক রাজেতর্থস্য ত্রোতকোইয়ং প্রহাসঃ রাজাদিষ্টঃ ধর্ম্মখোৎসবনিমন্ত্রণং বিজ্ঞাপয়ামাসতু ন তু রহস্যম্ । বি° ১০ ।

১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ প্রহস্য ইতি—[প্র+হস্য] নিজ যত্নে আমাদের আপনাদের রাজা নিজের নিকটে নিমন্ত্রণ করে নেওয়ার উপক্রম করছেন, এই অর্থত্রোতক এই হাসি। রাজা দিষ্টঃ - রাজার আদেশ, ধর্ম্মযজ্ঞ উৎসবের নিমন্ত্রণ পিতাকে নিবেদন করলেন—এর মধ্যে যে রহস্য আছে তা বললেন না । বি° ১০ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ সোহপীতি - স্বপুত্র পালনব্যগ্রহেন প্রসিদ্ধঃ শ্রীনন্দোহপীতার্থঃ; ইন্দ্রমথভঙ্গবৎ তন্ত্ৰৈব বিজ্ঞাপন-মোহনতয়া পরবশীভূয়োতি ভাবঃ । এবং সর্বেষামপি বিপ্রতিপত্তিন্ জাতেতি জ্ঞেয়ম্ । শ্লেষণেণ শ্রীবল্লবেন্দ্রোহপি বত তত্রাসম্মতো নাভুং, কিন্তু সমাদিশদিত্তি শ্রীবাদ-রায়ণেব্রজযোষিত্তাবময়শোকব্যঞ্জতা । জী° ১১ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ সোহপি — নিজ পুত্র পালন-ব্যগ্রহণে প্রসিদ্ধঃ

গোপ্যাস্তদুপশ্রুত্যা বভূবুধ্যিতা ভূশম্ ।

রামকৃষ্ণো পুরীং নেতুয়ক্রুরং ব্রজমাগতম্ ॥১৩॥

১৩। অন্নয়ঃ তদ্ (তদা) তাঃ (শ্রীকৃষ্ণক জীবনাঃ) গোপাঃ রামকৃষ্ণো পুরীং নেতুং অক্রুরং ব্রজং আগতঃ উপশ্রুত্যা (আকর্ণ্য) ভূশম্ ব্যথিতাঃ বভূবুঃ ।

১৩। মূলানুবাদঃ : তখন কৃষ্ণরামকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রুর এসেছে, এ ঘোষণা শোনামাত্রই তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকজীবনা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ ভীষণ দুঃখিতা হলেন। — (শ্রীবিষ্ণু-শ্রীবলদেব অনুসারে) ।

শ্রীনন্দও। 'ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ' বিষয়ে কৃষ্ণের নিবেদন মোহনতার মতোই এখন পুত্রের নিবেদন-মোহনতায় পরবশ হয়ে নন্দ গোপগণকে আদেশ করলেন। সুতরাং সকলেরই সন্দেহ কিছু হল না। অর্থাৎ—শ্রীবল্লবেন্দুও হয় হয় কৃষ্ণের ব্রজ ছেড়ে যাওয়া সম্বন্ধে অসম্মত হলেন না—এইরূপে এখানে শ্রীশুক-দেবের ব্রজরমণীভাবময় শোক-ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাচ্ছে 'অপি' শব্দের ধ্বনিত। জী° ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : সোহপি নন্দঃ । বি° ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : সোহপি - নন্দও । বি° ১১ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : যাস্তাম ইতি পত্ন্যৈবমিত্যর্কেন শৃঙ্খলা। যাস্তি জানপদা

ইত্যভয়োক্তিঃ ; কিল প্রসিদ্ধো ॥ জী° ১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : 'যাস্তামঃ ইতি' ছন্দোইন পত্ন্যের সহিত 'এবং ইতি' অর্থ পদের বন্ধনি। যাস্তি জনপদাঃ — গ্রামবাসিগণ সকলেই যাচ্ছেন — এ হল অভয় বাণী। জী° ১২ ॥

১২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : রসান্ যুতাদীন নৃপতেঃ করান্ । জানপদা ইতি সর্বজনপদবাসিনশ্চ যাস্তীত্যতোইস্মাকমত্র কা বিপ্রতিপত্তিরিতি ভাবঃ । ক্ষত্রা ব্রজনগররক্ষাধিকারিণা ॥ বি° ১২ ॥

১২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : রসান্ — যুতাদি, রাজাকে দেয় কর। জানপদাঃ — গ্রামবাসিগণ সকলেই তা দেখতে যাচ্ছে, কাজেই আমাদের সংশয় কি? এরূপ ভাব। ক্ষত্রাঃ — ব্রজনগরের চৌকীদার ॥ বি° ১২ ॥

১৩। শ্রীজীব বৈঃ তো° টীকাঃ : উপশ্রুত্যা কস্যাপি কুতশ্চিৎ কথ্যতো মুখাচ্ছ্রুত্বা, সাক্ষাতিস্তু কস্যাপি তৎকথনাশঙ্ক্যে, ভূশমত্যাং দুঃখিতাঃ ; পরমদুঃখাত্মকমপি মরণং সুখং মেনিরে ইত্যর্থঃ । অতীতৈঃ । যদ্বা, তাঃ স্বভাবসিদ্ধ-প্রেয়সীভাবাঃ, তদাঘোষণাত্রাং শ্রুত্বা ভূশং ব্যথিতাঃ । অতীতস্ত সাধনসিদ্ধপ্রেয়সী-ভাবাস্তৌ নেতুমাগতমক্রুরমুপশ্রুত্যা ভূশং ব্যথিতা ইতি যোজ্যম্ ; কিন্তু তাসামপীযং ব্যথা তদ্বির-হভীত্যাং জাতা, তত্র গতস্ত তস্তানিষ্টশঙ্কয়া তু ন জাতা, 'তাসাং মুকুন্দঃ' (শ্রীভা ১০।৩৯।২৪) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণাং । তদগমনে পরমধীর শ্রীমদ্রন্দোপনন্দাদিসর্ববৃদ্ধবৃন্দ-সম্মতিরেব তত্র কারণম্, অতীত্যা

সদ্য এব তাসামন্তর্ধানং শ্রাদ্ধিতী লীলাশক্তিরেব তাদৃশক্ষুতিমরৌৎসীদিতি জ্ঞেয়ম্। বিরহভীতিরপি ন সর্বকালিকী, তত্রাসাবর্বকালিকস্থিতিনিশ্চয়েন। নন্দমুহুরিতি শ্রীমন্নন্দনন্দনভেনৈব নিশ্চেষ্মাগত্যাং, তাসাং মুকুন্দ ইত্যাদিকশ্রাশঙ্কাময়মাত্রত্যাং, অত্থা তথাপি প্রাপ্তভূমেব ত্যাং, আশামাত্র-জীবাভূত্যাং। প্রোষিতপ্রেয়সীনামেবমপি তাদৃশবস্থা পরমানুরাগস্বভাবেনৈব জ্ঞেয়া। জী°১৩॥

১৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ উপশ্রুত্যা—এখানে-ওখানে বলাবলি হতে থাকলে কারুরও মুখ থেকে শুনে। সাক্ষাৎ তাদিকে সেই কথা বলা কারুরও সাধ্যে কুলায় নি। ব্যাখ্যিতা ভূশম্—অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন—এতটা দুঃখিতা যে মৃত্যু পরমদুঃখাত্মক হলেও উহাই এখন সুখ-কর মনে হতে লাগল। [শ্রীধর-গোপ্যস্তাঃ—কৃষ্ণজীবনা গোপীগণ তদা সেই অক্রুর-আগমন লোকপরম্পরা শুনে।] অথবা, ১৩ শ্লোকের প্রথমচরণের অর্থ ও ব্যাখ্যা এরূপ করণীয়। তাঃ—স্বভাবসিদ্ধা প্রেয়সীভাবা গোপীগণ তদ্—১২ শ্লোকের নন্দের সেই ঘোষণা শোনামাত্রই ভূশম্, ব্যাখ্যিতাঃ মরণাধিক দুঃখ প্রাপ্ত হলেন। এদের থেকে ভিন্ন জাতীয় সাধনসিদ্ধা প্রেয়সীভাবা গোপীগণ, অক্রুর রামকৃষ্ণকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জ্ঞাত এসেছে; এই ভীষণ কথা শুনেই মরণাধিক দুঃখ প্রাপ্ত হলেন, কিন্তু এই গোপীদেরও এই দুঃখ কৃষ্ণবিরহ-ভীতি থেকেই জাত হল মথুরাগত প্রিয়র অনিষ্ট আশঙ্কায় যে জাত হল, তা নয়। ইহা বুঝা যায় পরের ২৪ শ্লোকের তাঁদেরই উক্তি থেকে, যথা “হে অবলাগণ, শ্রীকৃষ্ণ যদিও পিতাদের অনুগত, তা-হলেও পুরনারীগণের বশীভূত ও হান্ধবিলাসে মুগ্ধ হয়ে পড়ে সে কি আর এই গ্রাম্য নারীদের নিকটে ফিরে আসবে।” কৃষ্ণের এই মথুরা-গমন বিষয়ে পরমধীর শ্রীমন্নন্দ-উপনন্দাদি সর্ববৃদ্ধবৃন্দের সম্মতিই কারণ, ইহা জেনেই তাঁরা জীবনধারণ করলেন; অত্থা এই গোপীদের সদ্যই তিরোধান ঘটে যেত। — লীলাশক্তিই তাঁদের মধ্যে তাদৃশ অনিষ্ট আশঙ্কা ক্ষুতি ঠেকিয়ে রাখলেন, এরূপ বুঝতে হবে। বিরহভীতিও সর্বকালের জ্ঞাত নয়, এরূপ মনে করলেন—মথুরায় অল্পকাল স্থিতি নিশ্চয় হওয়া হেতু। ১২ শ্লোকের গোপীবাক্যে বুঝা যাচ্ছে, তাঁরা কৃষ্ণকে নন্দপুত্র বলেই নিশ্চয় করে রেখেছেন, এই হেতু ২৪ শ্লোকে যে বললেন পুরনারীরা মুকুন্দকে বশীভূত করে রেখে দিবে, ইহা আশঙ্কা মাত্র হওয়া হেতু—তাঁরা জীবনধারণ করলেন—আশঙ্কামাত্র না হয়ে পরে দেখা গেল, তাঁরা কৃষ্ণকে সত্যই মথুরায় রেখেই দিয়েছেন, তথাপি গোপীগণ বাঁচলেন আশা-মাত্র সম্বল করে—আগে বলাও আছে, ‘আশামাত্র জীবাভূত হল’ তাঁদের। বিদেশস্থিত প্রেয়সীদের ‘আশা মাত্র জীবাভূত’ এরূপ অবস্থা পরমানুরাগ স্বভাবেই হয়, বুঝতে হবে। জী°১৩॥

১৩। শ্রীবিষ্মব্রাহ্ম টীকাঃ তত্ৰতা তাঃ প্রসিদ্ধাঃ কৃষ্ণকজীবনা গোপ্যঃ অক্রুরমাগতমুপশ্রুত্যা। বি°১৩॥

১৩। শ্রীবিষ্মব্রাহ্ম টীকাবুবাদঃ তৎ—তদা। তাঃ—প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকজীবনা গোপীগণ অক্রুরের আগমন-বার্তা লোক পরম্পরা শুনে। [শ্রীবলদেব-রামকৃষ্ণকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রুর এসেছে, এ-কথা লোক পরম্পরা শোনামাত্রই ব্যাখ্যিতা।]। বি°১৩॥

কাশ্চিৎ তৎকৃতহস্তাপসন্নানমুখশ্রিয়ঃ ।

অংসদুকূলবলয়-কেশগ্রন্থাশ্চ কাশ্চব ॥১৪॥

১৪। অর্থঃ : তৎ (তদা) কাশ্চিৎ তৎকৃত হস্তাপসন্নানমুখশ্রিয়ঃ 'তেন শ্রবণেন কৃতঃ যঃ হস্তাপঃ তেন যঃ শ্বাসঃ তেন স্নানান মুখশ্রীর্ঘাসাং তাঃ বভূবুঃ' কাশ্চন্ (গোপাঃ) অংসদুকূলবলয়কেশগ্রন্থাঃ চ (অংসন্তঃ দুকূলাদয়ঃ যাসাং তথাভূতাঃ বভূবুঃ) ।

১৪। মূলানুবাদ : এই দুঃখের লক্ষণ ৫টি শ্লোকে বলতে গিয়ে প্রথমে 'কাশ্চিৎ' 'কাশ্চিৎ' পদে যথাক্রমে ভদ্রাদি ও শ্যামলাদির কথা বলা হচ্ছে—

সেই ঘোষণা শ্রবণ মাত্রেই বিনা অর্থানুসন্ধানে কোনও কোনও গোপরমণীর হস্তাপোখ দীর্ঘশ্বাসে মুখশ্রী স্নান হয়ে গেল। আর কোনও কোনও গোপরমণীর অঙ্গের কুশতায় বসন-বলয় এবং কবরীবন্ধ খুলে পড়ে যেতে লাগল।

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তত্র রাসদর্শিতপ্রেমতারমোনাসামুত্তরোত্তরমবস্থা বৈশিষ্ট্যমাহ— কাশ্চিদিতি ত্রিভিঃ। যতপাত্র পূর্বোক্তায়া এব ব্যাখ্যায়া লিঙ্গবর্ণনমিতি তদুপশ্রবণস্ত স্বরূপমাত্রেনৈব, ন হস্তাশ্চ তদনু- ধ্যানেতাদি অর্থানুসন্ধানার্থকাললব-বিলম্বজাত তদনুধ্যানাদিকার্যদ্বারেতি বোধয়তি। অসদিত্যেকৈ তু কার্যাদিনির্দেশাৎ, তংসহযোগাচ্চ তৎকৃতভোবাদিতং গম্যমিতি, শ্রবণমাত্র জ্ঞাহাদত্র চ, তত্র চার্খানু- সন্ধানানন্তরাণ্যপি কৈমুতোন গম্যমানীতি। এবং সতি প্রথমদ্বয়মুত্তমং, প্রায়ো নিত্যসিদ্ধঞ্চ স্বাভাবিক- হাদ্ধাৎ। উত্তরং কনিষ্ঠং, প্রায়ঃ সাধনসিদ্ধঞ্চ, তাদৃশহাভাবাৎ। অত্র চ প্রথমে দ্বয়ে উত্তরোত্তরং শ্রেষ্ঠ্যমুত্তরে তু নূনহমিতি জ্ঞেয়ম্। অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে—তত্রৈকাসাং ভদ্রাদীনাং সহসা শ্বাস- বৈবর্ণ্যো আহ— কাশ্চিদিত্যেকেন। শ্বাসেন স্নানানঃ সন্তো বিবর্ণীভূতাঃ মুখশ্রিয়স্তিলকাদয়োহপি, কিং পুনর্বর্ণা যাসাং তাঃ; তৎকৃতহস্তাপাদি-পরপরত্রাপি গমাং, পূর্বপূর্বাবস্থাশ্চ। অথ কাশাশ্চিৎ শ্যামলাদীনাং সহসা কাশামপ্যাহ— অংসদिति। জী° ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে যে প্রেমতারতম্য দেখান হয়েছে সেই লক্ষণ অনুসারে এখানে কৃষ্ণপ্রেমসীদের উত্তরোত্তর অবস্থা বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে, কাশ্চিৎ ইতি (১৪, ১৫, ১৬) তিনটি শ্লোকে। যদিও এখানে পূর্বোক্ত ১৩ শ্লোকের মতোই এই 'কাশ্চিৎ' কোনও কোনও গোপীর 'হস্তাপ'-এর কারণরূপে নন্দকৃত ঘোষণাকেই স্বতঃই পাওয়া যায়, তথাপি অত্যধিক প্রয়োগ হল 'তৎকৃত' অর্থাৎ ঘোষণাকৃত, তাতে বুঝা যায়, এই শ্রেণীর গোপীপ্রেমের সেই অবস্থায় (ঐ ঘোষণা) শ্রবণের স্বরূপ লক্ষণের দ্বারাই হস্তাপ জাত হয়, অন্য কিছু বিনা অপেক্ষায়, গুনবার সঙ্গে সঙ্গে হস্তাপ উপস্থিত হয়। এমন নয় যে একটি সময় নিয়ে ও সম্বন্ধে চিন্তা লাগিয়ে বুঝে নিলেন বাপারটা, তৎপর দুঃখিত হলেন—যা পরের ১৫ শ্লোকে 'অন্যাশ্চ' পদে অন্যশ্রেণীর

অত্যাশ্চ তদবুধ্যাবনিবৃত্তাশেমবৃত্তয়ঃ ।

ভাভ্যজাবম্মিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥১৫॥

১৫। অম্বয়ঃ : অত্যা চ (গোপ্যঃ) তদবুধ্যাননিবৃত্তাশেষ বৃত্তয়ঃ (তন্তু ত্রীকৃষ্ণস্ত 'অবুধ্যানেন' নিরন্তর চিন্তয়া নিবৃত্তাঃ 'অশেষাঃ' চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) আত্মলোকঃ (স্বস্বরূপং) গতাঃ (প্রাপ্তা জীবমুক্তাঃ) ইব ইমং (সাক্ষাদবর্তমানমপি) লোকং (দেহদৈহিকং সর্বমেব) ন অভ্যজান্ন (ন অনুসন্দধুঃ) ।

১৫। মূল্যাবাদঃ চন্দ্রাবল্যাদির প্রেমের অবস্থা বলা হচ্ছে —

প্রিয়তমের মথুরা গমন সম্বন্ধে নিরন্তর ধ্যানে অত্ম কোন কোন গোপবর্ণীর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার থেমে গেল। স্বস্বরূপ প্রাপ্ত জীবমুক্ত জনের মতো সম্মুখে বর্তমান দেহদৈহিক সব কিছুই জ্ঞান-হারা হয়ে গেলেন।

গোপীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই ১৪ শ্লোকের 'স্রংসং' ইত্যাদি অর্ধ শ্লোকে 'কাঞ্চন' পদে যে গোপীদের কথা বলা হল, তাঁদের বসনভূষণাদি খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল—এর দ্বারা 'হস্তাপের' কার্যাদি নির্দেশ করা হল—এইরূপে হস্তাপের সহিত এই 'বসনাদি খোলার' যোগ দেখা যায়—এ হেতু 'তৎকৃত' বাক্যের সহিত 'স্রংসং' পদ অধিত, এরূপ বুঝা যায়। কাজেই এই 'বসনাদি খোলা' যে শ্রবণমাত্রেরই ঘটে যায়, তা পাওয়া যাচ্ছে, কাজেই এখানেও যে অর্থ অনুসন্ধানের অবসরের প্রয়োজন যে পড়ে না, তা পাওয়া যাচ্ছে, কৈমুতিক হয়েই। এরূপ যদি সিদ্ধান্ত দাঁড়াল, তা হলে 'কাশ্চিৎ' এবং 'কাঞ্চন' পদে যে গোপীদের কথা বলা হল, তাঁরা সকলেই উত্তম ও নিত্য-সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত, স্বাভাবিক হার্ষ থাকায়, এরূপ বুঝতে হবে। পরে ১৫ শ্লোকে 'অত্যাশ্চ' পদে যে গোপীদের কথা বলা হল, তাঁরা কনিষ্ঠ, প্রায় সাধনসিদ্ধ, স্বাভাবিক হার্ষ না থাকায়।

এই প্রথম দুই 'কাশ্চিৎ' ও 'কাঞ্চন'-র মধ্যে পরে পরে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 'কাঞ্চন' শব্দে যে গোপীদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের থেকে 'কাশ্চিৎ' পদের গোপীরা শ্রেষ্ঠ, এরূপ বুঝতে হবে। অতঃপর ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—এক শ্রেণী ভদ্রাদির সহসা শ্বাসবৈবর্ণ্য সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—'কাশ্চিৎ' ইতি অর্ধ শ্লোকে। শ্বাসপ্লাব—ঘোষণা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তপ্তনিঃশ্বাসে এই গোপীদের মুখশোভা তিলকাদি পর্যন্ত স্নান হয়ে গেল, গায়ের বর্ণের কথা আর বলবার কি আছে। ঐ ঘোষণাকৃত হস্তাপাদি অবস্থা পরে পরেও অন্য গোপীদের সম্বন্ধে জাত হয়, বুঝতে হবে। তথা 'ইন্দ্রিয় ব্যাপারের নিবৃত্তি' আগের আগের গোপী সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'কাঞ্চিৎ' কোনও কোনও গোপীর (শ্রমলাদির) সহসা অঙ্গ-কুণ্ডলা জাত হয়। সেই কুণ্ডলা বলা হচ্ছে, 'স্রংসং' ইতি। জী' ১৪॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ ব্যথালিঙ্গানি পঞ্চভির্বর্ণয়ন্তাস্তু ভদ্রাদীনাং শ্বাসবৈবর্ণ্যো আহ—কাশ্চিৎ। তেন শ্রবণেন কৃতো যঃ সন্তাপস্তম্মাচ্চ যঃ শ্বাসন্তেন স্নানা মুখশ্রীর্ধাসাঃ তাঃ শ্রমলা-দীনাং সহসা কার্শ্যমপ্যাহ—স্রংসং। বি' ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ মনোব্যথার লক্ষণ পাঁচটি শ্লোকে (১৪-১৮) বলতে গিয়ে প্রথমে সেই গোপীসকলের মধ্যে ভদ্রাদির 'তপ্ত শ্বাসজনিত মুখ-মলিনতা' বলা হচ্ছে, কাশ্চিৎ ইতি।

সেই ঘোষণা শ্রবণ হেতু যে সম্ভাপ, তার থেকে যে শ্বাস, তার দ্বারা শ্বাস মুখশ্রী যাদের সেই ভদ্রাদি। এর উপর আবার শ্বাসমাল্যাদির অঙ্গের যে ক্লেশতা উপস্থিত হল, তাই বলা হচ্ছে, 'সংসং' বলয়াদি খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল ইত্যাদি কথায়। ॥বি° ১৪॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ অথ চন্দ্রাবল্যাঙ্গীনাং কাসাঞ্চিদর্থানুসন্ধানে বিচ্ছেদভীত্যা তদাবেশানন্তরং প্রণয়মাহ অত্যাশ্চেতি। পূর্বাসামপ্যনুধ্যানে সত্ত্ব এতদুক্তি-বৈশিষ্ট্যার্থম্। আত্মলোকং স্ব স্বরূপং প্রাপ্তা জীবনুক্তা ইবেতি দেহাদ্যজ্ঞানমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। অত্বেতিঃ। যদ্বা, তস্য শ্রীকৃষ্ণগমনস্তানু-ধ্যানং 'কথমসৌ যাস্ততি, কথং বা তত্র স্থাস্ততি, কথঞ্চ বয়ং জীবম?' - ইত্যাদি-লক্ষণা নিরন্তরচিন্তা, তেন নিবৃত্তাশেষ-বৃত্তয়ঃ। ইমং সাক্ষাদবর্তমানমপি লোকং দেহদৈহিকং সর্বমেব ॥ জী° ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদঃ অতঃপর কোনও প্রকার অন্যবিষয় অনুসন্ধানে কৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদ এসে যেতে পারে, এই ভয়ে যাঁরা কৃষ্ণাবেশ-অব্যবহিত প্রেমমত্ত অবস্থায় থাকে সেই চন্দ্রাবল্যাঙ্গির কথা বলা হচ্ছে এখানে, অন্যাশ্চ ইতি। পূর্বে যাঁদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের থেকে এঁদের বৈশিষ্ট্য এই 'অনুধ্যানে' অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানে, তাই এখন এই উক্তি। আত্ম-লোকং গতা ইব - স্ব স্বরূপ প্রাপ্তা জীবনুক্তার মতো, এখানে দৃষ্টান্ত দেহজ্ঞান মাত্রে। [অন্য-কিছু শ্রীস্বামিপাদ] অথবা, সেই কৃষ্ণের মথুরা-গমনের অনুধ্যাবৎ - কি করে আমাদের প্রিয়তম চলে যাচ্ছেন, কি করেই বা সেখানে থাকবেন? কি করেই বা আমরা বাঁচবো? ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত নিরন্তর-চিন্তা এর দ্বারা নিবৃত্ত অশেষ মনের ধর্ম। ইমং - এই সম্মুখে বর্তমান থাকা অবস্থাতেও লোকং - দেহদৈহিক সবকিছুর অনুসন্ধান নেই। জী° ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ চন্দ্রাবল্যাঙ্গীনাং প্রণয়মপ্যাহ - তস্তানুধ্যানে ধ্যানধারণা নিবৃত্তা অশেষাশ্চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ। ইমং লোকং দেহদৈহিকপদার্থা সর্বমেব আত্মলোকং পরমাত্মস্বরূপং প্রাপ্তা ইবেতি দেহাদ্যজ্ঞানমাত্রেন দৃষ্টান্তঃ। নহাশ্বাদাংশেইপি - কাচকাঞ্চনয়োরিব ব্রহ্মাশ্বাদপ্রেমা-শ্বাদয়োস্তুল্যাত্মনোচিত্যাং ॥ বি° ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রেমের অবস্থাও বলা হচ্ছে, তদনুধ্যাব ইতি। ধ্যানপ্রবাহের দ্বারা নিবৃত্ত হয়ে যায় এঁদের চক্ষু প্রভৃতির অশেষ বৃত্তি। ইমংলোকং - দেহদৈহিক পদার্থ সবকিছু ভুল হয়ে যায়, আত্মলোকং গতা ইব - পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত জনের মতো - এখানে দৃষ্টান্ত দেহাদি অজ্ঞান মাত্রে, আশ্বাদন অশে নয় - কাচ-কাঞ্চনের তুলনার মতো ব্রহ্ম-আশ্বাদ ও প্রেমাশ্বাদের মধ্যে তুল্যতা চিন্তন অনুচিত। বি° ১৫ ॥

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্ ।

শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্ধামচরিতানি চ ॥১৭॥

চিন্তয়ন্ত্য মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ ।

সম্মতাঃ সঙ্গাশঃ প্রাচুরশ্চ মুখ্যোহ্যুত্যাশয়াঃ ॥১৮॥

১৭-১৮ । অর্থঃ : [গোপ্যঃ] মুকুন্দস্য সুললিতাং গতিং (ব্যক্তভাবং), চেষ্টাং, স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্, শোকাপহানি নর্মাণি, প্রোদ্ধামচরিতানি চ চিন্তয়ন্ত্যঃ ভীতাঃ বিরহকাতরাঃ অশ্রুমুখ্যঃ অত্যাশয়াঃ তাঃ সঙ্গাশঃ সম্মতাঃ (যুথৈযুথৈঃ সঙ্গতামিলিতাঃ) শোচুঃ (শোকপ্রকর্ষেন উচুঃ) ।

১৭-১৮ । মূল্যবুদ্ধি : সুললিত মুহূর্মুহু ব্যক্তভাব-গোপনমণীদের সহিত শ্রীমুকুন্দের চেষ্টা তাঁদের প্রতি স্নিগ্ধ হাসাবলোকন, অমুতাপ-অপহারী পরিহাসভঙ্গী ও গাঢ়মুরাগে উত্তম সৌরত-লীলা স্মরণ করতে করতে ভীতা, ভাবীবিরহব্যাকুল, অশ্রুমুখী, কৃষ্ণচিত্তা এই গোপীগণ যুথৈযুথে বদ্ধ হয়ে এসে মিলিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন ।

সংযুজা” মিত্যাদি বাক্যানি স্মরণ্যঃ সাম্যগেব মুমূহুঃ । পূর্বাস্তদ্রূপসৈব ধ্যানধারণৈব মুমূহুঃ । এতাস্ত তদ্বাচোইপি স্মরণেনাপি সাম্যগেব মুমূহুরিতি পূর্বতঃ প্রেমবৈশিষ্ট্যবতো জ্ঞেয়াঃ । বি° ১৬ ॥

১৬ । শ্রীবিষ্মবান্ধ টীকাবুদ্ধি : শ্রীরাধাদি গোপীগণের প্রণয়তিশয় বলা হচ্ছে, স্মরণ্য ইতি, গৌরে ইতি । সম্প্রতি শূরবংশ-সম্ভান বলে অভিমান করত যিনি মথুরা যেতে ইচ্ছা করছেন, সেই কৃষ্ণের (অমুরাগ) — ইহা গোপীদের পক্ষপাতী শুকের প্রণয়-উক্তি । অবুরাগস্থিত্যতিরিতাঃ — অমুরাগ-ব্যঞ্জক যে মুহূর্হাসি তার সহিত কথিত চিত্রপদা — বিষয়জনক পদ সম্মিলিত গিরঃ — বাক্যানিচয়, যথা “তোমাদের সহিত আমার যে নিরবদ্য মিলন, তোমরা যে একনিষ্ঠভাবে আমাতে সবকিছু নিবেদন করেছ, এ ঋণ আমি কখনও-ই শোধ করতে পারব না ।” ইত্যাদি বাক্যসকল স্মরণ করত এই ব্রজরমণীগণ সংমুগ্ধবুঃ — সাম্যরূপে মোহ প্রাপ্ত হলেন । পূর্বগোপীগণ কৃষ্ণরূপের ধ্যানধারণার দ্বারা ‘মুমূহুঃ’ মোহপ্রাপ্ত হন । আর এই রাধাদি গোপীগণ শুধু ‘মুমূহুঃ’ নয় ‘সংমুমূহুঃ’ অর্থাৎ সাম্যরূপে মোহপ্রাপ্ত হন, তাও আবার তাঁর বাক্য স্মরণমাত্রই ধ্যানধারণার প্রয়োজন হয় না — এইরূপে পূর্বের থেকে এঁদের প্রেমবৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করা হল বি° ১৬ ॥

১৭-১৮ । শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকা : পুনশ্চ কিং জাতমিতি শঙ্কাসংস্কার-প্রাবল্যেন লক্ষ-বাহ্যঃ পরমোৎকর্ষা শ্রীব্রজেশ্বরপুরদ্বার এবাগতাঃ সমানহুঃখেন সর্ব্বাঃ সংহত্যা ক্রন্দন্ত্যো বিলেপু-রিতাহ — গতিমিতি দ্বাভ্যাম্ । গতিং ব্রজপ্রবেশনির্গমনাদিসময়েষু স্বয়মুৎকর্ষাভিমুগ্ধদৃষ্টাং, তত্রৈব চেষ্টাং সমিতিঃ সহ নানাবিলাসরূপাং, তত্র চাত্মনঃ প্রতি নিগূঢ়ঃ সন্মোহে হাসাবলোকনং, ত্রয়াণামেব বিশেষণং সুললিতামিতি । স্নিগ্ধত্বত্র তু লিঙ্গব্যাভ্যয়ঃ । অত্র স্ত শব্দার্থস্ত পরাং কোটিং তা এব জানন্তীতি, নাসৌ ব্যাখ্যাতুং শক্যতে । এবং লব্ধেপি স্নিগ্ধহাসাবলোকে তদঙ্গসঙ্গপ্রাপ্তাববিশেষ্যে

শেষু তদনুতাপহারীণি নর্মানি, তৎপ্রাপ্তিব্যঞ্জক-পরিহাসভঙ্গী, ততো নর্মানৈব সঙ্কেতিতে কুঞ্জাদৌ প্রোদ্ভাসচরিতানি, গাঢ়ানুরাগোদ্ভটসৌরতলীলাশ্চ ।

চিন্তয়ন্ত্যাহা হন্ত তত্তদস্মাকং সম্প্রতি বিচ্ছিন্নমিতি সানুতাপং ভাবয়ন্ত্যঃ; অতএবাত্তর্জিলিপুং মুখখণ্ডমেব তুণ্ডং যাসাং তদ্বিধাঃ সত্যঃ যতঃ স্বভাবেনৈব নিমেষব্যবহিতেইপি ভীতা, অধুনা তুপসেনে মহাবিরহেণ বিহ্বলাঃ । তত্র সর্বত্র হেতুঃ—অচ্যুতে স্থিতঃ তন্ময়হাং । স এব বা, আশয়ো যাসাং তাঃ । অচ্যুতেতি তেনাপি তদপরিত্যাগাপেক্ষয়া । সজ্জনঃ মিলনেইপ্যবাস্তুরসজ্জভেদাৎ, প্রকর্ষণে শোকপ্রকর্ষণ-ত্বেনোচ্চঃ । অত্র সর্বাসামপোকবচনক্ষুণ্ণিত্তদানীমিতি তবাস্ত্বকহৃদয়তাপ্রাপ্তেঃ । কদাচিদিখিলমুখ্যা বাক্যং শৃণ্বতীনাংমতাসাং তন্মাত্রস্থানুমোদনেনোপচারাদনুকরণাৎ পূরণাচ্চ । এতচ্চ তাসাং পরিবেদনং প্রাদৌষিক-ঘোষণামারভ্য তৎপ্রস্থানপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ পুনরায় কি হল ? শব্দাসংস্কার প্রাবল্যে লব্ধ-বাহু গোপরমণীগণ পরমোৎকর্ষায় শ্রীব্রজরাজ নন্দের পুরদ্বারে আগত হয়ে সকলে সমান দুঃখে একস্থানে জড় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে - গতিং ইতি দুইটি শ্লোকে । গতিং - বনে গমন ও বন থেকে ফিরে আসার সময়ে কৃষ্ণের স্বাভাবিক উৎকর্ষার সহিত যুগ্মমুখ ব্যক্ত-ভাব, চেষ্টাং—সখীস্থানীয় ঐ গোপরমণীদের সহিত নানাবিলাসরূপ চেষ্টা, ও সেখানেই নিজের প্রতি নিগূঢ় হলেও স্নিগ্ধ হাসাবলোকন (স্মরণ করতে করতে) । এখানে 'বাক্ত-ভাব' 'চেষ্টা' 'অবলোকন' এই তিনেরই বিশেষণ 'মূললিতঃ' পদটি 'মূল' শব্দার্থের অসংখ্য ভাব এই ব্রজরমণীগণই জানেন, কিন্তু উহা ব্যাখ্যার যোগ্য নয় । এদপ হলেও ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হচ্ছে - কৃষ্ণের স্নিগ্ধহাসি-অবলোকন পেলেও তাঁর অঙ্গঙ্গ প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতে পারলেন না, অবিশ্বাসিনী গোপীরা অতঃপর অনুতপ্ত হলেন, নিজজনের এই শোক - অনুতাপ অপহাবি—অপহারী নর্মানি—অঙ্গঙ্গ-প্রাপ্তি-ব্যঞ্জক পরিহাসভঙ্গী । অতঃপর ঐ পরিহাস-ভঙ্গীতেই সঙ্কেতিতে কুঞ্জাদিতে প্রোদ্ভাসচরিতানি—গাঢ়ানুরাগে উদ্ভট সৌরতলীলা (এই সব স্মরণ করতে করতে অশ্রু মোচন করতে লাগলেন গোপীরা) ।

চিন্তয়ন্ত্যাহা — হায় হায়, আমাদের সঙ্গে প্রিয়তমের সেই সেই কটাক-প্রেমালাপাদিময় সুখের দিন ফুরিয়ে গেল, গোপীগণ অনুতাপের সহিত এইরূপ ভাবে লাগলেন । অতএব অশ্রুযুগ্মাঃ— তাঁরা কাজলধোঁয়া নয়নজলে মুখ মাখামাখি করে ফেললেন কারণ স্বভাবতঃই তাঁরা কৃষ্ণের নিমেষমাত্র বিরহেই ভীতা । এখন তো এই নিকটে উপস্থিত মহাবিরহে বিহ্বলা । তথায় সর্বত্র হেতু অচ্যুতশয্যাঃ — অচ্যুতের কাছে চিত্ত যাদের একান্তভাবে পড়ে আছে তন্ময়তা হেতু, বা অচ্যুতই একমাত্র আশ্রয় যাদের সেই গোপীগণ । এই অচ্যুত পদটি ব্যবহার হল এই অপেক্ষায়, যথা—যিনি প্রীতিবশতাত্তণ থেকে কখনওই চ্যুত হন না, সেই তাঁর দ্বারাও হায় হায় তাঁরা পরিত্যক্ত হল । সজ্জনঃ— যুগ্মবদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন - যেহেতু মিলনেও অবাস্তুর যুগ্ম ভেদ বর্তমান থাকে । প্রোচ্চঃ—[প্র+উচ্চঃ] 'প্র' প্রকর্ষণে অর্থাৎ শোকবিহ্বলভাবে বললেন ! এখানে সকলেরই একই বাক্য ক্ষুণ্ণি হল

গোপা উচুঃ ।

অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া

সংযোজ্য মৈত্ৰ্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।

তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিঘ্নবজ্জ্যপার্থকং

বিক্রীড়িতং তেহর্ভকচর্চিতং যথা ॥১৯॥

১৯। অন্নয়ঃ গোপাঃ উচুঃ, অহো বিধাতঃ! তব কচিং দয়া ন [অস্তি] মৈত্ৰ্যা-প্রণয়েন [চ] দেহিনঃ সংযোজ্য অকৃতার্থান্ (অপ্রাপ্ত ভোগান্) তান্ চ বিঘ্নবজ্জি (বিঘ্নোজয়সি) অর্ভক চেষ্টিতং যথা [তথা] তে [তব] বিক্রীড়িতং (বিবিধ চেষ্টিতং) অপার্থকং (অপগত 'অর্থঃ' ফলং যতঃ তৎনিষ্ফল-মিত্যর্থঃ) ।

১৯। মূল্যবানুবাদঃ কৃষ্ণের মিলনের মতোই বিচ্ছেদেও কোনও অণু হেতু দেখতে না পেয়ে বিধাতাকেই দোষ দিচ্ছেন—

হা বিধাতঃ! তোমার দয়ার লেশমাত্রও নেই। তুমি দেহীগণকে সখ্যতায় ও প্রণয়ে পরস্পর মিলন ঘটিয়ে অপ্রাপ্ত-ভোগ অবস্থাতেই বিরহ ঘটায়। বালকের মতো তোমার এই নিষ্ফল চেষ্টার যে কি প্রয়োজন, তা আমরা বুঝতে পারছি না।

রামকৃষ্ণ তাঁদের তাদানুপ্রাপ্তি হেতু। কি করে একপ হল? এরই উত্তরে, কদাচিৎ অখিলমুখ্যা শ্রীরাধার বাক্য শ্রবণপরা অণু গোপীদিগেতে সেই বাক্যের অনুমোদনে আরোপ হেতু ও সেই বাক্য অনুকরণে পূরণ হেতু হল। এই যে তাঁদের অনুতাপ, তা সন্ধ্যাকালে ঘোষণা আরম্ভ থেকে কৃষ্ণের শ্রবণ পর্যন্ত, একরূপ বুঝতে হবে ॥ জী° ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ এবং মুচ্ছাদিসঞ্চারিগ্রন্থা এব রাত্রিঃ গময়িত্বা পুনশ্চ কিং জানামীতি শঙ্কাসঞ্চারিসংস্কারপ্রাবল্যেন লব্ধবাহানুসন্ধানাঃ পরমোৎকর্ষা প্রাতঃব্রজরাজপুরদ্বার এব আগতাঃ ভাবিবিরহবন্ধেন সাম্যাং সর্বাং সংহতা বিলেপুরিত্যাহ—গতিমিতি। নিমেষবিরহতোইপি ভীতাঃ সম্প্রতি তু ভাবিনা মহাবিরহেণ বিহ্বলাঃ সমেতাঃ যুথৈর্যুথৈঃ সংগত্যা মিলিতাঃ ॥ বি° ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবানুবাদঃ এইরূপে মুচ্ছাদি নামক যে প্রেমের সঞ্চারিতাব (প্রেমতরঙ্গ), তাতে অভিভূত হয়ে রাত্রিবাণন করত, পুনরায় কি-না জানতে পারবো, এইরূপে শঙ্কা-রূপ সঞ্চারি-সংস্কারের প্রাবল্যে বাহ্য অনুসন্ধানে ফিরে এলে পরমোৎকর্ষায় প্রাতঃকালে ব্রজরাজের পুরদ্বারে আগতা গোপীগণ ভাবিবিরহভাবে সকলের সাম্যতা হেতু এক জায়গায় জড় হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গতিমিতি। নিমেষমাত্রের বিরহে যাঁরা ভীতা, সেই গোপীগণ এখন ভাবী মহাবিরহে বিহ্বল হয়ে পড়ে সজ্জশঃ সম্মেতাঃ—যুথৈর্যুথে বদ্ধ হয়ে এসে মিলিত হয়ে বলতে লাগলেন। বি° ১৭-১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গতাবিব বিচ্ছেদেহপি কমপাত্তহেতুমনালোচয়ন্ত্যো বিধাতারমেব তত্র হেতুং মনানাস্তমেবাক্রোশন্ত্য আহঃ—অহো ইতি ত্রিভিঃ। অহো খেদে। হে বিধাতরিত্তি সৰ্ব্ব' স্বমেব বিদধাসীতি ভাবঃ। অতঃ সৰ্বেষুপি জীবেষু দয়াঃ কৰ্ত্তৃমহ'স্তপি তব কশ্মিংশি-
দয়া নাস্তি। বিধাতৃহমেব দৰ্শয়ন্ত্যো নির্দয়ত্বঞ্চ দৰ্শয়ন্তি—সংযোজ্যেত্যাদিনা। দেহিনঃ দেহাভিমানবশে-
নেতন্ততো বৰ্ত্তমানানপি জীবান্ অকস্মাদগ্ৰোহন্ত্যং মৈত্ৰ্য্যাপি কেবলঃ, তথা প্রণয়েন চ সংযোজ্যেতি
বিধাতৃহং দৰ্শিতম্। এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতো নিজগুণাদিরাহিত্যং সূচিতম্। অপ্যর্থে চকারঃ। সংযোজ্যাপি
অকৃতার্থানপি বিযোজয়সি, বিবিধচেষ্টিতমপার্থকমপগতো অর্থো হেতুপ্রয়োজনং যন্তেতি; কেন হেতুনা
কিমর্থং সংযোজয়সি অকৃতার্থানপি? পশ্চাৎ কেন হেতুনা কিমর্থং বা বিযোজয়সি? ইতি নাবগচ্ছাম
ইত্যর্থঃ; হেতো প্রয়োজনে চ সতি সংযোজিতানাংকস্মাদ্বিযোজনমযুক্তমেবেতি ভাবঃ। অপার্থক্যে
দৃষ্টান্তঃ—অৰ্ভকেতি। চেষ্টিতং যথা হেতুং প্রয়োজনঞ্চ বিনা কেবলং মোঢ়াদেব, তদ্বদিত্যর্থঃ। অহন্তৈঃ।
তত্র হিতাচরণেন তৎকৃতপ্রীত্যা স্নেহেন সম্বন্ধাদিকৃতপ্রীত্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, স্বয়ং মৈত্ৰ্য্যোপলক্ষিতঃ সন
প্রণয়েন মিথো বিশ্বকপ্রেম্ণা সহ সংযোজ্যেতি যোজ্যম্॥ জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদ : শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের মতো বিরহেও কোনও এক
অন্য 'হেতু' আলোচনা করতে করতে বিধাতাকেই এ সম্বন্ধে হেতু মাননা করত তার সম্বন্ধেই অভিযোগ
প্রকাশ করতে করতে গোপীরা বলছেন—অহো ইতি তিনটি শ্লোকে। অহো খেদে। হে বিধাতঃ—
সবকিছুই তুমিই ঘটিয়ে থাক, একুপ ভাব। অতএব জীব মাত্রেরই দয়া করতে যোগ্য হয়েও
তোমার কোনও-ই দয়া নেই। তোমার মিলন-সংঘটনকারী রূপটি দেখাতে দেখাতেই নির্দয় রূপটি
তুলে ধরো—ইহাই বলা হচ্ছে, সংযোজ্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ হে বিধাতা, তুমি প্রণয়সূত্রে মিলন
ঘটিয়েই অমনি আবার বিরহে ডুবিয়ে দেও। দেহিনঃ—দেহাভিমানবশে ইত্যন্তত ভ্রাম্যমান হলেও
জীবদিকে অকস্মাৎ পরস্পরে কেবল সখ্যতায়, তথা প্রণয়ে মিলন ঘটিয়ে ঘটকরূপটি দেখাও।—এই
রূপে শ্রীকৃষ্ণমিলনে গোপীদের নিজ-গুণরাহিত্য সূচিত হল দৈন্তে। 'চ' কারের অর্থ এখানে 'অপি'
—'সংযোজ্যাপি' মিলন ঘটিয়েও 'অকৃতার্থান্অপি' অপ্রাপ্ত-ভোগ অবস্থাতেই বিরহ ঘটানো। অপার্থক্য—
নিষ্ফল বিক্রীড়িতং—বিবিধ চেষ্টা তোমার এই বিবিধ নিষ্ফল চেষ্টার কি প্রয়োজন? কি কারণে
কি প্রয়োজনেই বা মিলন ঘটানো নিষ্ফল হলেও? পশ্চাৎ কি কারণে কি প্রয়োজনে বা বিরহ ঘটানো,
এ বুঝতে পারছি না। এই নিষ্ফলতার দৃষ্টান্ত, অৰ্ভক ইতি। যথা বালক কারণ ও প্রয়োজন বিনা
কেবল মূঢ়তা হেতুই এটা-ওটা কাজ করে বেড়ায়, সেইরূপ হে বিধাতা, তুমি করে বেড়ানো। [শ্রীশ্যামি-
পাদ—'মৈত্ৰ্য্য' হিতাচরণের দ্বারা ও 'প্রণয়েন' স্নেহের দ্বারা মিলন ঘটিয়ে তৎপরই 'অকৃতার্থান্'
অপ্রাপ্ত-ভোগ অবস্থাতেই জীবদের বিরহ ঘটানো] এই টীকার 'হিতাচরণ' পদের অর্থ, হিতাচরণকৃত
প্রীতিতে মিলন, আর 'স্নেহেন' পদের অর্থ, স্ত্রী-পুত্র এরূপ সম্বন্ধাদিকৃত প্রীতিতে মিলন। অথবা,
মৈত্ৰ্য্য-স্বয়ং হিতাচরণের দ্বারা সূচিত হয়ে 'প্রণয়েন' পরস্পর বিশ্বক (গাঢ়) প্রেমে মিলন
ঘটিয়ে থাক। জী° ১৯ ॥

যন্তুঃ প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলারূতঃ

মুকুন্দবক্তৃঃ সুকাপালমুদ্রসম্ ।

শোকাপানোদস্মিতালেশমুন্দরঃ

কারোমি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্ ॥২০॥

২০। অম্বয়ঃ : যঃ তং অসিতকুন্তলারূতঃ সুকাপালং উন্নয়ং শোকাপানোদস্মিতালেশমুন্দরং (শোকম্ দূরিকরোতি ইতি তথা স চার্সৌ 'স্মিতালেশঃ' মন্দহাসঃ তেন সুন্দরং) মুকুন্দবক্তৃঃ 'প্রদশ্য' [পুনস্ত্য] পারোক্ষ্যং (অদৃশ্যতাং) কারোমি [অতঃ] তে (তব) কৃতং 'কর্ম' অসাধু ।

২০। মূলানুবাদঃ : হয়তো হোক-না সাধারণ জীবজগতের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার, কিন্তু এই যে আমাদের প্রতি করছ, এ তো গর্হিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে বিধাতা! সুষমামণ্ডিত গণ্ডদেশ, ঈষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত অধরবিশ্ব ও উহার রক্তিম আভাচ্ছুরিত দম্পপঙ্ক্তিতে অতি শোভন, কুটিল কুন্তলারূত মুকুন্দের মুখখানি তুমি বেশ করে আমাদের দেখিয়ে নিয়ে তৎপর চোখের আড়াল করে দাও। তোমার এ কর্ম নিশ্চয়ই অতি নিন্দিত।

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ কৃষ্ণস্য সঙ্গতাবিব বিচ্ছেদেইপি কমপাত্যং হেতুমনালোচয়ন্ত্যো বিধাতারমেব দুষয়ন্তি—অহো ইতি। হে বিধাতরহো আশ্চর্য্যং তবাপ্যেবমগ্ণায় ইতি ভাবঃ। কোইসৌ তব কচিদপি ন দয়েত্যেব এব। নহু, কথমেবং নিশ্চিন্তুধে তত্রাহঃ। মৈত্র্যা সখ্যেন যঃ প্রকৃষ্টো নয়ঃ মনঃপ্রাণবুদ্ধাদীনাং পরস্পরপ্রাপণং তেন দেহিনঃ সংযোজ্য তাংস্চ অকৃতার্থান্ অপ্ৰাপ্ততত্ত্বোগানেব বিঘ্নবজ্জি বিযোজয়সি। এবার্থে চকারঃ। নচ তত্ত্বিযোজনান্তব কিঞ্চিং শ্রয়োজনমন্তীতাহঃ—অপগতো-র্থঃ ফলং যতন্তুং অতন্তব চেষ্টিতমর্ভকচেষ্টিতং যথেন্তি। ত্বমতিবালিশ এবেন্তি ভাবঃ ॥বি°১৯॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : কৃষ্ণের মিলনের মতোই বিচ্ছেদও কোনও অগ্নি হেতু দেখতে না পেয়ে গোপরা বিধাতাকেই দোষ দিচ্ছেন, অহো ইতি। হে বিধাতা! আহো—আশ্চর্য্য তোমারও এরূপ অগ্নয়, এরূপ ভাব। কি সে অগ্নয়? এরই উত্তরে, তোমার এক ফোটাও দয়া নেই, ইহাই অগ্নয়। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কি করে এরূপ নিশ্চয় করলে? এরই উত্তরে, 'মৈত্র্যা' সখ্যাতায় যে প্রণয়ঃ [প্র+নয়ঃ] প্রকৃষ্ট 'নয়' অর্থঃ মন-প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতির পরস্পর প্রাপ্তি, সেই রূপে জীবদের মিলন ঘটিয়ে পুনরায় অকৃতার্থান্—সেই ভোগপ্রাপ্তি না হতেই বিঘ্নবজ্জি—বিরহ ঘটিয়ে দেও। বি°১৯ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ : ভবতু বা সামান্যতন্তব তাদৃশং চরিতং, বিশেষতত্ত্বিদং গর্হিতমিত্যাহঃ—যন্তুমিতি। প্রকষণেণ রসানুভবপূর্বকং দর্শয়িত্বা অসিতৈঃ কুন্তলৈঃ কুটিলালকৈরারূতং শ্রীললাটোপরিভাগে ভ্রমরবনিপাতেন ব্যাণ্ডমিত্যাদ্বাংগস্য শোভা, সুকাপালমিতি পার্শ্বদ্বয়স্য, উন্নয়মিতি মধ্যস্য, শোভেন্তি মধুরস্মিতেন বিকসদধরবিশ্ব-তদাকর্ণ্যচ্ছুরিত-শ্রীমদন্তপঙ্ক্তিমাদুর্ঘ্যাভ্যামন্তর্ভাগস্তাপি

সূচিত। শোকাশ্চাৰ্ত্তানাং সৰ্বেষাং, তত ইদৃশস্য তদ্বক্তৃস্য পৰোক্ষতাচরণান্তব কৰ্ম্মাসাধেব। অতএব
 শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘সারঃ সমস্তগোষ্ঠস্য বিধিনা হরতা হরিম্। প্রহৃতং গোপযোষিতং নিযুগ্মেন তুরাশ্চনা।’
 ইতি। অত্ৰৈতৈঃ। যদ্বা, যন্তুং মুকুন্দস্য সৰ্বভূঃখ-মোচকত্বেন তন্নামধেয়স্য বক্তৃং প্রকর্ষণে দর্শয়িত্বা
 পারোক্ষ্যং করোষি, তস্য তে তব কৃতমসাধেব; চাতুৰ্ভাগ্যমিত্যাদিবং স্বার্থে শৃঙ্। আস্তাং তাবন্মৈত্রী-
 প্রণয়পূর্বক-তদীয়সংযোগস্য বিযোজনং নাম, তদর্শনমাত্রস্থাপি গর্হিতম্, কিমুত তৎপ্রকৃষ্টদর্শনস্তেত্যর্থঃ।
 প্রকর্ষমেব দর্শয়ন্তি—অসিতेत্যাদি-বিশেষণৈঃ ॥ জী° ২০ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : হয়তো হটক-না সাধারণ জীবজগতের প্রতি তাদৃশ
 ব্যবহার, কিন্তু এই যে আমাদের প্রতি করছ, এতো গর্হিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যন্তুং ইতি।

প্রদর্শ্য—‘প্র’ প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ রসানুভবের সহিত দেখিয়ে—অসিতকুন্তলাবৃত্ত—কুঞ্চিত
 কেশদামে ‘আবৃত্ত’ অর্থাৎ শ্রীললাটের উপরিভাগে ভ্রমরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, এইরূপে মুখের
 উর্ধ্বভাগের শোভা, সুকোপাল—সুন্দর গাল, এতে মুখের পার্শ্বদেশের শোভা, উল্লসম্—উন্নত নাসিকা,
 মুখের মধ্যদেশের শোভা, স্নিতলেশ—মধুর ঈষৎ হাসিতে বিকশিত অধরবিশ্ব ও তার লাল
 আভাচ্ছুরিত অতিশোভন দন্তপঙ্ক্তির মাধুর্যসিন্ধু দ্বারা মুখের অন্তর্দেশের শোভা সূচিত হল।

শোকাপনোদ—এই মুখমণ্ডল আত্মসকলের দুঃখহারী—সুতরাং ইদৃশ সেই মুখকমল চোখের আড়াল
 করে দেওয়ারূপ আচরণ হেতু তোমার কর্ম অসাধুই বটে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘নিযুগ্ম তুরাশ্চ
 মিলনহারী বিধি সমস্ত গোষ্ঠের সার হরিকে গোপীযোষিতদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।’ [আর
 যা কিছু স্বামিপাদ—মুকুন্দের মুখকমল একবার মাত্র দেখিয়েই পুনরায় তা চোখের আড়াল করে
 দেও, অতএব তোমার এ কর্ম নিন্দনীয়।] অথবা, যে তুমি সর্বভূঃখমোচক নামধেয় মুকুন্দের মুখ-
 কমল ভালভাবে দেখিয়ে চোখের আড়াল করে দেও, সেই তোমার কর্ম অসাধু নিশ্চয়। তাবং
 মৈত্রীপ্রণয় ঘটাবার পর তদীয় সংযোগের ভঙ্গ করণের কথা থাকতে দেও, তাঁর দর্শনমাত্রেরও ভঙ্গকরণ গর্হিত,
 তাঁর প্রকৃষ্ট দর্শন ভঙ্গকরণ যে গর্হিত কর্ম সে আর বলবার কি আছে? দর্শন যে প্রকর্ষযুক্ত তা
 বলা হয়েছে ‘অসিত’ ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা ॥ জী° ২০ ॥

২০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : সর্বপিতামহস্য মম নার্ককতুল্যত্বমিতি চেতুর্হি ত্ব লোকানাম-
 ভদ্রকারীত্যাঙ্কঃ—যো বিধাতাপি ভূত্বা হং মুকুন্দবক্তৃং শোকস্থাপনোদো যস্মাত্তেন স্নিতলেশেন সুন্দরং
 প্রদর্শ্য তস্য পারোক্ষ্যং অদৃশ্যং করোয়্যতস্তব কৃতং কর্ম অসাধু অভদ্রং নিন্দ্যমিত্যর্থঃ ॥ বি° ২০ ॥

২০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : সর্বপিতামহ আমাকে বালকের সঙ্গে তুলনা করা উচিত
 নয়, বিধাতার এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় গোপীগণ বলছেন, তুমি জীবলোকের দুঃখদানকারী। — এই
 আশয়ে বলা হচ্ছে, যঃ—বিধাতা হয়েও তুমি মুকুন্দের মুখকমল, যার থেকে সকল অনুষোচনা দূরী-
 ভূত হয়, সেই স্নিতলেশ সুন্দর মুখখানি ভালভাবে দেখিয়ে নিয়ে চোখের আড়াল করে দেও, অতএব
 তোমার কৃতকর্ম অসাধু নিন্দিত ॥ বি° ২০ ॥

ক্রুরস্তমক্রুরসমাখ্যায়্য স্ম ন-

শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরাসে বতাজ্জবং ।

যৌবকাদেশেহখিলসর্গসৌষ্ঠবং

ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্য বয়ং মধুদ্বিমঃ ॥২৪॥

২৪। অর্থঃ : [হে বিধাতঃ] ক্রুরঃ হং অক্রুর-সমাখ্যায়্য (অক্রুর নাম্না সমাগত সন্) নঃ (অস্মাকম্) দত্তং (ত্বয়ৈব পুরা প্রদত্তং) চক্ষুঃ অজ্জবং হরসে হি (নিশ্চিতং) বত যেন [চক্ষুঃ] বয়ং মধুদ্বিমঃ (কৃষ্ণস্ব) একদেশে (নেত্রবজ্রাদৌ) ত্বদীয়ং অখিল সর্গ-সৌষ্ঠবং (সমগ্রং সৃষ্টি-নৈপুণ্যম্) অদ্রাক্ষ্য (দৃষ্টবতঃ) ।

২৪। মূল্যাবাদ : আচ্ছা যদি বিধাতা প্রশ্ন তোলেন, অক্রুরই মথুরাপুরী নিয়ে যাচ্ছে, আমি তো নই, এরই উত্তরে গোপীগণ বলছেন—

হেবিধাতঃ ! ক্রুরঃ তুমিই অক্রুর নামে সমাগত হয়ে ঠিক অজ্জের মতো হরণ করে নিয়ে যাচ্ছ তোমারই দত্ত আমাদের চক্ষু, যার দ্বারা মধুসূদনের মুখনেত্রাদি একদেশে তদীয় অখিল সৃষ্টিরসৌষ্ঠব দেখছিলাম ।

২৪। শ্রীজীব বৈ° তৌ° টীকা : হি এব স্বমেব করোষি । বত খেদে । তথা শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেহপি 'অহো গোপীজনস্তাস্ম দর্শয়িত্বা মহানিধিম্ । উৎকৃতাশ্রিত্য নেত্রাণি বিধাত্রা করুণাশ্রনা ॥' ইতি । যথাস্থঃ পাপাপাপমজানন্ জনো দত্তমপি হরতি তদ্বদিত্যর্থঃ । কিন্তু হং সর্বজ্ঞোহপি অজ্জায়স ইতি পরমহুংখদানমাত্রতাংপর্য্যবেশন ততোহপি পাপবৈশিষ্ট্যমিতি ভাবঃ । কথং চক্ষুহৃতম্ ? তত্রাহঃ - যেনেতি, ত্বদীয়মখিলসর্গসৌষ্ঠবঃ মধুদ্বিম একদেশেইদ্রাক্ষেতি - ত্বদীয়নেত্র-বজ্রাদি-সৌন্দর্য্যামৃতার্ণবকলাংশাংশ এব পদ্মচন্দ্রাদি সৌন্দর্য্যং পর্য্যাপ্তমপগম্যমেত্যর্থঃ । অতোহনভিক্রুরেণাত্মপ্রবর্তমানস্ত তস্মাত্রবিষয়স্ত চক্ষুষ-স্তকরণেন চক্ষুষ এব হরণম্ । তত্র মধুদ্বিম ইতি যোগাপদোপাদানং 'নারায়ণ সমো গুণৈঃ' ইতি বাক্যাৎ, সর্ববীতিশয়ি-গুণশালিহেনৈব তৎপর্য্যায়স্তেত্যর্থঃ । যদ্বা, মধিব মধু, তদিতর-সর্বপ্রাকৃতাপ্রাকৃত-বাহুনীয়ঃ, তস্মৈ ছেপ্ত তদীয়ানাং তদ্বরতীতি তস্মেতি । যদ্বা, মধুপুরীপতিত্বাং তৎসমশীলত্বাচ্চ কংস এব মধু, তদ্বিধ ইতি তং হবা তদ্রাজ্যে লব্ধে পুনরত্রাগমনং দুর্লভমিতি ভাবঃ ॥ জী° ২১ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ° তৌ° টীকাবুবাদ : হি - 'এব' নিশ্চয়ে, তুমিই হরণ কর । বত - খেদে । শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেরূপই আছে—'অহো করুণায়া বিধাতা এই গোপীজনদের এক মহানিধি দর্শন করিয়ে আজ তাঁদের নয়ন উপরিয়ে নিয়ে গেল।' অজ্জবং—যেমন পাপপুণ্য বিষয়ে অজ্জজন দিয়েও কেড়ে নেয় কোন বস্তু, সেইরূপ । কিন্তু তুমি সর্বজ্ঞ হয়েও অজ্জের মত কাজ কর, সুতরাং পরমহুংখদান মাত্র তাৎপর্য হওয়া হেতু অজ্জের কর্ম থেকেও পাপবৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে, এরূপ ভাব । চক্ষু কি করে হৃত হল, ? এরই উত্তরে, 'যেন ইতি ।' যে চক্ষুদ্বারা ত্বদীয়ম্—তদীয় অখিল সৃষ্টিরসৌষ্ঠব মধুদ্বিমঃ—মধুসূদনের একদেশে অদ্রাক্ষ্য - একদেশে দেখছিলাম, অর্থাৎ তদীয় চক্ষু-মুখকমল প্রভৃতির সৌন্দর্য্যামৃত-

ন নন্দসূবুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ

সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত ।

বিহায় গেহান্ স্বজ্ঞানান্ সুতান্ পতীং-

স্তদাসাম্যাক্কাপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥২২॥

২২। অর্থঃ : গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীন্ বিহায় অন্ধা (সাক্ষাৎ) তদাস্য উপগতা (সামিপ্যেন প্রাপ্তাঃ) বত ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ নন্দসূবুঃ স্বকৃতাতুরাঃ (স্বকৃতেন পরিত্যাগেন) 'আতুরা' (রোগেনৈব পীড়িতাঃ) নঃ (অস্মান্) ন সমীক্ষতে (ন পশ্যতি) [যতঃ অসৌ] নবপ্রিয়ঃ (নবং নবং শ্রিয়ং যস্য সঃ)।

২২। মূলানুবাদঃ : উদাসীন বিধাতাকেই বা কি দোষ দিব? আমাদের পরমাত্মীয়, জীবনৈক হেতু শ্রীনন্দসূবুও তো ঐরূপই, এই আশয়ে গোপীগণ বলছেন—

হে সখীগণ! আমরা গৃহ-স্বজন-পুত্র-পতি সমস্ত ত্যাগ করত যার দাসী হয়েছি, সেই ক্ষণভঙ্গুর-সৌহার্দ, নবপ্রিয় নন্দসূবু হায় হায় তাঁর নিজেরই কৃত প্রাণাস্তি-দশায় উপস্থিত আমাদেরকে চেয়েও দেখছে না।

সিন্ধুর কলার অংশের অংশেই দেখছিলাম, পদ্মচন্দ্রাদির সৌন্দর্যসম্পূর্ণ ভাবে। অতএব অকুটি হেতু অস্ত্র বিষয়ে যেতে অনিচ্ছুক আমাদের চক্ষুসম্বন্ধে কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, উঁহার হরণে চক্ষুরই হরণ হল। এখানে মধুদ্বিষঃ পদের অর্থ নিজানন্দদ্বারা বিষানন্দ ও মোক্ষানন্দ হিকারী বৃক্ষ। — তাই যোগ্য পদটিই এখানে ব্যবহার হয়েছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধে 'নারায়ণসম গুণৈঃ' বাক্য থাকা হেতু, সর্বাতিশয়ি গুণশালিক্রমে 'মধুদ্বিষঃ' পদটি 'নারায়ণ' পদের পর্যায়ভুক্ত। অথবা রসস্বরূপ কৃষ্ণের মধুরী মধুর মতো, তাই বলা হল 'মধু' — কৃষ্ণ হলেন মধুস্বরূপ, এই মধুস্বরূপ কৃষ্ণ ছাড়া যে সর্বপ্রাকৃত-অপ্রাকৃত বস্তু বাঞ্ছনীয়, তার নিরন্তর জন্য 'দ্বৈষ্টি' দ্বেষকারী অর্থাৎ তদীয় জনের ঐ বাঞ্ছনীয় বস্তু যিনি হরণ করেন, সেই কৃষ্ণের একদেশে দেখছিলাম। অথবা, কংস মধুরীপতি হওয়া হেতু ও মধুদৈত্য সমস্বভাব হওয়া হেতু কংসই মধু, এই মধুর দ্বেষকারী কৃষ্ণ—তাই তাকে হত্যা করে তার রাজ্যলাভ করলে পুনরায় কৃষ্ণের এই ব্রজে আগমন হুল্লভ হবে, এরূপ ভাব। জী° ২১॥

২১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নবক্রুরঃ কৃষ্ণঃ পুরীং নয়তি নাহমিতি চেত্তব্রাহ্মঃ ক্রুরস্বঃ বিপরীতলক্ষণয়া অক্রুরস্য সমাখ্যায়। নান্না নথৈবং কতুর্মহ্যঃ শক্লোতীতি ভাবঃ। তথা দত্তাপহারিণোপি ক্রুরোইসীত্যাহঃ—উইয়েব দত্তং চক্ষুস্বমেব হরসে। যথাইজ্ঞঃ পুণ্যপাপে অজানন্ দত্তমপি হরতি তদং কৃষ্ণঃ হরামি ন যুগ্মচ্চক্ষুরিতি চেত্তব্র। কৃষ্ণহরণাদেবাস্মাকমাক্ষ্যাক্ষহরণমিত্যাহঃ যেন চক্ষুষা মধুদ্বিষঃ কৃষ্ণস্বৈকদেশে বক্তৃনেত্রাদৌ স্বীয়মখিলমৃষ্টেঃ সৌষ্ঠবমদ্রাস্ত তেন কিমহ্যং পশ্যামঃ অতোইক্ষা এব ভবিষ্যামঃ ॥বি° ১১॥

২১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : আচ্ছা, যদি বিধাতা প্রশ্ন তোলেন অক্রুরই মধুরাপুরী

নিয়ে যাচ্ছে, আমি তো নই, এরই উত্তরে গোপীগণ বলছেন—ক্রুরন্তমক্রুর সমাখ্যায়—ক্রুর তুমিই বিপরীত লক্ষণ গ্রহণ করত অক্রুর নাম নিয়ে এসেছ—অন্ত কেউ একপ গর্হিত কাজ করতে পারে না। তথা দত্ত-অপহারীরূপেও ক্রুর তুমি, এই আশয়ে বলছেন—তুমিই চক্ষু দিয়েছ, তুমিই হরণ করছ। পূর্বপক্ষ, হে গোপীগণ তোমাদের এখানে অভিযোগ, যেকপ অজ্ঞজন পুণ্যাপাপ বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু স্বদত্ত বস্তুও কেড়ে নেয়, সেইরূপ আমি স্বদত্ত বস্তু তোমাদের চক্ষু কেড়ে নিচ্ছি,—নিয়ে তো যাচ্ছি কৃষ্ণ, তবে চক্ষু বলই কেন? বিধাতার একপ প্রশ্নের আশঙ্কায় গোপীগণ বলছেন—অন্ধ হয়ে যাওয়া হেতু কৃষ্ণ হরণে চক্ষু হরণই তো হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'যেনৈক' ইত্যাদি—যে চক্ষু তারা মধুসূদন কৃষ্ণের একদেশ—মুখ-নেত্রাদিতে স্বদীয় অশ্লিষ্ট সৃষ্টির সৌষ্ঠব আদ্রাঙ্ক—দেখছিলাম, সেই চক্ষু দিয়ে অন্ধ বস্তু কি আর দেখব। অতএব অন্ধই হয়ে যাব। বি° ২১ ॥

২২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : উদাসীনঃ বিধাতারঃ কিং নিন্দামঃ পরমাত্মীয়াঃ স্বজীবনৈক-
হেতুঃ শ্রীনন্দসুহৃদেব তথাবিধ ইত্যাহঃ—নেতি। নন্দসুহৃদব্রহ্মকুমারভেনাপাশ্রয়ঃ সমীক্ষণযোগ্যঃ, কিং
পুনরস্মাভিস্তাদৃশ-প্রেমবন্ধনং সৌহৃদ্যার্থঃ। ন সমীক্ষতে নাপেক্ষতে, অপৃষ্টেব দূরপ্রস্থানোচ্চমাং।
সমীক্ষিত ইতি চ ব্যাখ্যানেইপি সম্প্রতিপেক্ষায়া অদর্শনাদিতি ভাবঃ; অতো দূরমৌলদহেন জাতহেইপি
ক্ষণভঙ্গসৌহৃদ এবাসৌ। সমীক্ষায়াং হেতুবিশেষমাহঃ বিহায়েতি। গেহাদীনা যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠীমহম্।
অক্সা সাক্ষাৎ, স্বদেহার্পণাদিনা দাসীভমূপ সামীপ্যেন প্রাপ্তাঃ ইতি দাস্তবিশেষঃ সূচিতঃ। তদুপগতাবেব
হেতুঃ—স্বকৃতাভূতা ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। যথা, সম্প্রতি সমীক্ষায়াং বিশেষতো হেতুতরমাহঃ স্বকৃতেন
পরিভাগেনাতুরাঃ, রোগেণৈব পীড়িতাঃ ন, কেবলং ন সমীক্ষতে, কিঞ্চ নবপ্রিয়োইসৌ সর্বান ব্রজজনান্
বিহায় অক্রুরেণ সমবাসীযতাং বাজ্য গমন দর্শনারবপ্রিয় এবাসৌ সম্প্রতি মাধুরীভিরেব প্রীতিং
বিধান্তীত্যর্থঃ ॥ জী° ২ : ॥

২২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : উদাসীন বিধাতাকে বা কি দোষ দিব, আমাদের
পরমাত্মীয় জীবনৈক হেতু শ্রীনন্দসুহৃদই তো তথাবিধ, এই আশয়ে বলছেন, নেতি নন্দসুহৃদ—এই
পদের ধ্বনি, নন্দসুহৃদ গোপের পুত্র বলে গোপকন্যা আমাদের চেয়েচেয়ে দেখবার যোগ্য। এর মধ্যেও
আবার আমাদের সহিত তাদৃশ প্রেমবন্ধন থাকা হেতু, চেয়ে চেয়ে দেখবার যোগ্য তো বটেই, এমন
যে নন্দসুহৃদ সেও আমাদের প্রতি উদাসীনের মতো ব্যবহার করছে। সমীক্ষতে বঃ—আমাদের চেয়েও
দেখছে না, আমাদের অপেক্ষাও করছে না। দূরপ্রস্থানের উচ্চম বিষয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশও
দিয়ে না। 'সমীক্ষিত' ধরে ব্যাখ্যা করলে—আমাদের চেয়ে দেখবেন, এই জগুই তো ঘর থেকে
বেরিয়ে এসেছিলাম, সম্প্রতি তো আমাদের জগু কোনও অপেক্ষাই দেখা যাচ্ছে না, একপ ভাব।
অতএব দূর মৌহার্দে বন্ধ, একপ জানা থাকলেও, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ—এর মৌহার্দ-
ক্ষণভঙ্গর। এই প্রীতির সহিত দর্শন বিষয়ে হেতু-বিশেষ বলা হচ্ছে—আমরা-যে গৃহ স্বজন,
সন্তান ও পতি ছেড়ে দিয়ে এসে তোমার দাসী হয়েছি। এখানে গৃহাদির পর পর

মুখং প্রভাতা রজনীময়মাসিঃ

সত্যা বভূবুঃ পুরযামিতাং ধ্রুবম্ ।

যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পাতঃ

পাসান্ত্যাপাদোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥২৩॥

২৩। অময়ঃ [অতঃপর সের্বীমুচুঃ হে সখি।] ইয়ং রজনী পুরযোষিতাং ধ্রুবম্ সূচ্যং আশিষঃ সত্যাঃ বভূবুঃ যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য (সম্যক্ প্রকারেণাশ্রজনাঙ্কিতয়া প্রবিষ্টস্য ব্রজস্পাতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপাদোৎকলিতস্মিতাসবম্ ('অপাদেন' নেত্রপ্রাস্তেন 'উৎকলিত' উজ্জ্বলিতম্, স্মিতমেব 'আসবো' রসো যস্মিন তং মুখং পাসান্তি !

২৩। মূলানুবাদঃ হায় হায় একি অদ্ভুত! আমাদের দুর্ভাগ্য, আর মথুরা অঙ্গনাদের সৌভাগ্য মুগ্ধপংখি ফলবান হচ্ছে, এই আশয়ে বলছেন—

মথুরা-অঙ্গনাদের পক্ষে অত্যাচার রজনী হুপ্রভাত, আর আমাদের পক্ষে দুঃখদ প্রভাত। তাঁদের বিপ্লবদ্রোহ আশীর্বাদ সফল হল, আর আমাদের হল বিফল। যেহেতু তাঁরা আজ পুরীপ্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণের অপাক উৎকলিত মুগ্ধ-মধুর হাসিধারা মাদকদ্রব্য স্বরূপ মুগ্ধচন্দ্র নিজ কটাক্ষ-রসনায় আশ্বাদন করবে।

শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিগ্রাহ্য। অন্ধা-সাক্ষাৎ। দাস্যম্, উপগতা-সান্নিধ্যের সহিত দাস্য প্রাপ্ত হয়েছি, এতে দাস্যবিশেষ সূচিত হয়েছে। এই উপগতিতে হেতু স্বকৃতভাবুরা ইতি (স্বামিপাদ-তৎকৃত মিষ্টি মুগ্ধ হাসিধারা স্বাধীনতা হীন হয়ে পড়লেও আমাদের সে চেয়ে চেয়ে দেখছে না। এই কৃষ্ণ হল নবপ্রিয়, অতএব তাঁকে আমরা বারণ করব আমাদের ছেড়ে মথুরা যেতে।]

অথবা, 'বিশেষভাবে সম্প্রতি চেয়ে চেয়ে না দেখা' বিষয়ে অত্যাচার হেতু বলছেন—কৃষ্ণের স্বকৃত পরি-
ত্যাগের দ্বারা আতুরাঃ—রোগে পীড়িত। আমাদের কেবল-যে চেয়ে দেখছে না, তাই নয়, উপরন্তু নবপ্রিয় এ সর্বব্রজজনকে পরিত্যাগ করে অক্রুরের সঙ্গে আত্মীয়তার ছল করে মথুরা চলেছেন—এই প্ৰমদ-দর্শন-সুখের জন্য এই নবপ্রিয় কৃষ্ণ এখন মাদুরী ওকাশের দ্বারা পথের সকলের প্রীতিবিধান করবেন, একরূপ অর্থ ॥ জী° ২২ ॥

২২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ হস্ত হস্তাশ্রয়প্রেমাস্পদহাদমজীবনৈকহেতুঃ কৃষ্ণ এবান্যানুপেক্ষতে বিধাতারঃ কিমিতি দুষ্যাম ইত্যাহর্নেতি। অতিপ্রবলঃ প্রেমা কথমনেন ছিন্ন ইত্যাত আছঃ—ক্ষণমাতে নৈব ভঙ্গো যস্ত তথাভূতঃ সৌহৃদ্যঃ যস্ত সং, সৌহৃদ্যঃ নৈবমতঃ কর্তব্যঃ শত্রোতীতি ভাবঃ। হস্ত হস্ত যস্ত কৃতে আতুরাঃ প্রাণান্তিমদশাপন্নো অপ্যামান্ ন সমাগীক্ষতেইপি এতা কৃদিহা স্মিয়ন্তাং নাম অহন্ত মথুরাং গতা সুখং লভে ইত্যস্ত নিশ্চয় ইতি ভাবঃ। বয়স্ত বিহায়েত্যাদি যদাস্ত্যর্থঃ পত্যাধীনপাত্যাজান্ সোধিমাংস্ত্যাকৃতি তত্র হেতুঃ নবা এব প্রিয়া যস্ত সং। বয়মধুনা পুরাতন্যোইভূম যতস্তমাদিতি ভাবঃ। তস্মাৎস্বয়মেনোভয়লোকত এব ভ্রংশিতা ইতি ধ্রুনি ॥ বি° ২২ ॥

২২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : হায় হায় যিনি আমাদের প্রেমাস্পদ, আর সেই হেতু আমাদের জীবনৈক হেতু, সেই কৃষ্ণই আমাদের উপেক্ষা করছে, বিধাতাকে আর কি দোষারোপ করব, এই আশয়ে নেতি। অতি শ্রবল প্রেমা কি করে এ ছিন্ন করল, এই আশয়ে বলছেন—ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ—এতো দেখছি ক্ষণমাত্রেরই ভাঙ্গবার মতো ঠুনকো সৌহৃদ, প্রকৃত সৌহৃদ তো ছিন্ন করা যায় না, এদপ ভাব। হায় হায়, নিজেরই কৃত আতুরাঃ—প্রাণান্তিদশায় উপস্থিত হলেও আমাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরা কঁাদতে কঁাদতে মরে যায় তো যাক, আমি তো মথুরায় গিয়ে সুখ লাভ করি, একপই তার নিশ্চয়, একপ ভাব। আমরা ঘর-পতি-পুত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করত তাঁর কিস্করী হলাম—যাঁর কিস্করী হওয়ার জন্য পতি প্রভৃতিকেও ত্যাগ করলাম, হায় হায় সেই আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, এখানে হেতু বর্ষপ্রায়ো—নবই এর প্রিয়।—যে হেতু আমরা অধুনা পুরাতনী হয়ে গেলাম, তাই ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা এরদ্বারা উভয়লোক থেকে পতিতা হলাম, একপ ধনি। বি° ২২ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অতএব সের্যমুচুঃ পঞ্চভিঃ। আশিষঃ বিপ্রাদিশীর্বাদাঃ দীর্ঘমনোরথা বা সত্যাঃ সফলাঃ। সম্যক্ পর্য্যন্তঃ প্রবিষ্টস্য ব্রজস্পতেরিত্তি ব্রজজনানামেব দৃশ্যমিতি ভাবঃ। সুড়র্ভাঃ। পাস্তান্তি নেত্ররসনয়া স্বাদয়িষ্যন্তি। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ‘সুপ্রভাতাত্ত রজনী মথুরাবাসি-যোষিতাম্। পাস্তান্ত্যচ্যাতবজ্রাজ্ঞং যাসাং নেত্রাণি পঙ্ক্তয়ঃ ॥’ ইতি ॥ জী° ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : অতএব পাচটি শ্লোকে ঈর্ষার সহিত বলছেন, আশিষঃ—মথুরাবাসিনীদের বিপ্রাদির আশীর্বাদ বাণী বা দীর্ঘমনোরথ সত্যাঃ—সফল হল। সংপ্রবিষ্টস্য—‘সং’ পুরির ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করে যাওয়া ব্রজস্পতেঃ—কৃষ্ণের।—এমনভাবে প্রবেশ করলেন, যাতে ব্রজজনদের চোখে দৃশ্য হন, একপ ভাব। পাস্তান্তি—মথুরারমণীগণ নেত্র-রসনায় আশ্বাদন করল কৃষ্ণরূপ। অতএব বিষ্ণুপুরাণে—“আজ রাত্রি মথুরাবাসী যোষিৎদের সুপ্রভাত, কারণ তাঁদের নেত্র-পঙ্ক্তি কৃষ্ণের বদনকমল আশ্বাদন করছে।” ॥ জী° ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : হস্ত হস্ত কিমদ্ভুতমিদং অস্মাকং দূরদৃষ্টং মথুরাঙ্গনানাং শুভাদৃষ্টং যুগপদেব ফলতি স্মেত্যাছঃ—সুখমিতি। ইয়ং রজনী পুরযোষিতাং সুপ্রভাতা ব্রজযোষিতান্ত দৃশ্যপ্রভাতা। তাসামাশিষো বিপ্রাদিদত্তা দীর্ঘতরমনোরথা বা সত্যাঃ সফলা অস্মাকন্ত নষ্টা বভূবুঃ। ব্রজস্পতেঃ কৃষ্ণস্য। সুড়র্ভাঃ। অপাঙ্গে নেত্রান্তে উৎকলিতম্মিতং উৎকৃষ্টা রসবাজ্জিকাঃ কলাঃ সম্ভাতা যন্ত তদুৎকলিতং স্মিতমেব রহস্তেঙ্গিতং আসবো মাদকো রসো যত্র তন্মুখং পাসান্তি স্বাপাঙ্গরসনাভিরাশ্বাদয়িষ্যন্তি। বৃক্ধর্মলজ্জা-ভয়াদিকং সহসৈব তাক্তা অসৌজ্জিতমঙ্গীকরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। ততশ্চ সমুচিতসময়ে সম্যক্ প্রকারেণাশ্রুজনা-লক্ষিততয়া প্রবিষ্টস্য মুখমপি সাক্ষাৎ পাসান্তি। বি° ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : হায় হায়, একি অভূত? আমাদের ছুড়ান্য, আর মথুরা-অঙ্গনাদের সৌভাগ্য যুগপৎই ফলবান হচ্ছে, এই আশয়ে বলছেন—সুখং ইতি। এই রজনী

ভাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিত
 গৃহীতচিত্তঃ পন্নবান্ মনস্বাপি ।
 কথং পুনর্নঃ প্রতিমাস্যাত্তবলা
 গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিত্রোদ্রমন্ ॥২৪॥

২৪। অর্থঃ [হে] অবলাঃ পরবান্ (পিতাদি পরতন্ত্রঃ) [তথা] মনস্বী (ধীরঃ) অপি মুকুন্দঃ ভাসাং পুরযোষিতাং মধুমঞ্জু ভাষিতৈঃ গৃহীতচিত্তঃ (বশীকৃতহৃদয়ঃ তথা ভাসাং) সলজ্জস্মিতবিত্রমৈঃ ভ্রমন্ (মৃগসন্) পুনঃ কথং গ্রাম্যাঃ অবলাঃ নঃ (অস্মান্) প্রতিমাস্যতে (প্রত্যাগমিষ্যতি) ।

২৪। মূল্যাবাদঃ : তোমরা কি ভাবছ, আমাদের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসবে, না না তোমরা তত্ত্ব জান না, শোন বলছি—

হে অবলাগণ ! আমাদের প্রাণবল্লভ মুকুন্দ পিতামাতা প্রভৃতির অধীন, তথা ধীরচিত্ত হয়েও সেই মথুরা-যোষিৎদের মৃদু-মধুর কথায় আকৃষ্টচিত্ত ও তাদের সলজ্জ শৃঙ্গার-রসস্বচ্ছক হাবভাবে মুগ্ধ হয়ে পুনরায় গ্রাম্যঅবলা নারী আমাদের কাছে কি করে ফিরে আসবে ?

পুরযোষিৎদের পক্ষে সুপ্রভাত, কিন্তু ব্রজযোষিৎদের পক্ষে দুঃখ-প্রভাত । আশিষঃ- তাদের বিপ্রদত্ত আশীর্বাদ বা দীর্ঘতর মনোরথ সত্যাঃ—সফল হল, আর আমাদের বিফল হল । ব্রজস্পতেঃ— কৃষ্ণের । অপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবন্—কটাক্ষে উৎকৃষ্ট রস ব্যঞ্জিকা কলা সজাত হচ্ছে যে হাসিতে উহাই উৎকলিত স্মিত, যা রহসা-ইঙ্গিতবাহী, ইহা আসবঃ—মাদকদ্রব্য স্বরূপ, এরূপ মুখ পাস্যাস্তি— নিজ কটাক্ষ রসনায় আশ্বাদন করবে মথুরা-নারীগণ । কুলধর্মলজ্জাভয়াদি সহাসাই ত্যাগ করে এর ইঙ্গিত অঙ্গীকার করবে । অতঃপর সমুচিত সময়ে সম্যক্ প্রকারে অগ্ন্যুৎসবের অলঙ্কিতে সহরের ভিতরে প্রবেশ করে যাওয়া এর মুখশানিও সাক্ষাৎ আশ্বাদন করবে । । বি° ২৩ ॥

২৪। প্রীতীকৃত বৈঃ তো° টীকাঃ ভ্রমন্ সর্বং বিস্মরন্ । অগ্ন্যুৎসবঃ । পরবান্ গ্রহীত- চিত্তাভ্যাদেব তৎপরাদীনঃ সন্নিত্যর্থঃ । তথা চ তত্রৈব—‘মথুরাং প্রোপা গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেষ্টিতি নাগর-স্ত্রী কলালাপ-মধু শ্রোত্রেণ পাস্যতি । বিলাসিবাক্যপানেষু নাগরীগাং কৃতাস্পদম্ । চিত্তমস্যা কথং ভূয়ো গ্রাম্যগোপীষু যাস্যতি ॥ ভাবগর্ভস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ । নাগরীগামতীবৈতং কটাক্ষেন্নিতম্বেব চ ॥ গ্রাম্যো হরিরয়ং ভাসাং বিলাস-নিগর্ভৈর্ধৃতঃ । ভবতীনাং পুনঃ পার্থং কয়া যুক্ত্যা সমেষ্যতি ॥’ ইতি পরবান্ গৃহীতচিত্তাভ্যাদেব তৎপরাদীনঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ জী° ২৪ ॥

২৪। প্রীতীকৃত বৈ° তো° টীকাবাদঃ : ভ্রমন্ — মুকুন্দ সব কিছু ভুলে গেলে (ফিরে আসবেন কি করে ?) — [স্বামিপাদ—পরবান্ পিতাদি-পরতন্ত্র হয়েও ভুলে গেল ।] অথবা, পর-বান্ মথুরা-যোষিৎদের দ্বারা গৃহীত-চিত্ত হওয়া হেতু তাদের পরাধীন হতে সব ভুলে গেল । ত্রিবিষ্ণু- পুরাণে সেইরূপই আছে, যথা—মথুরা গিয়ে গোবিন্দ কি করে এই গোকুলে ফিরে আসবে ? নগরঃ

অদ্য ধ্রুবঃ তত্র দৃশ্য ভবিষ্যতে

দাশাহাঁভোজাক্ককৃষ্ণসাত্ততাম্ ।

মাহোৎসবঃ শ্রীরমণঃ গুণাস্পদঃ

দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥২৫॥

২৫। অর্থঃ : অতঃ তত্র শ্রীরমণঃ (লক্ষ্মাঃ আনন্দপ্রদঃ) গুণাস্পদম্ দেবকীসুতঃ দ্রক্ষ্যন্তি তেষাং দাশাহাঁভোজাক্ককৃষ্ণসাত্ততাম্ দৃশঃ (নয়নস্ত) ধ্রুবঃ উৎসবঃ (মহান আনন্দ ভবিষ্যতি) 'যে চ [জনঃ] অধ্বনি তং দ্রক্ষ্যন্তি [তোমামপি ধ্রুবঃ দৃশঃ উৎসবঃ ভবিষ্যতীতি পূর্বোদ্যমঃ]।

২৫। মূলানুবাদঃ : অহো ব্রজজনদের আনন্দ আজ পুরজনের লাভ করবে, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন—

অতঃ এই মথুরার দাশাহাঁ, ভোজ, অক্ক ও সাত্তত যে সকল জন, এবং তৎকালের মথুরা পথের পথিক ও পথবাসী যে সকলজন শ্রীলক্ষ্মীরমণ গুণাস্পদ কৃষ্ণকে দর্শন করবে তাঁদের নয়নের পরমানন্দ হবে নিশ্চয়।

শ্রীদেব কলা-আলাপ-মধু কর্ণদ্বারে আশ্বাদন করবে—বিলাসিষাকা পান করতে থাকলে এঁর চিত্ত নাগরীদের সম্পদ হয়ে উঠবে। কি করে আর গ্রামাগোপীদের কাছে ফিরে আসবে? এই নাগরীদের নিলজ্জ তাবগর্ভ মধুর হাসি, কথা, বিলাসললিত-গমনভঙ্গী, কটাক্ষনিক্ষেপ, — তাঁদের এই সব বিলাস-শৃঙ্খলে বাধা পড়ে যাবে এই গ্রামাহরি। তোমাদের পার্শ্বে কোন যুক্তিতে আসবে? ইতি। পরবান্, এই রমনীদের গৃহীতচিত্ত হওয়া হেতু তাঁদের পরাধীন হয়ে পড়লে কি করে আসবে?। ভী° ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নম্র, দ্বিত্বাণি দিনানি তথা ভবত্ নাম তথাপাশ্বত্মহাকৃষ্টঃ পিত্রা-দিভিষ্ণু পরাবর্তিত আগমিষ্যতীতি চেষ্টো মুখাঃ ন জানীথ তত্ত্বঃ শৃণতেত্যাহঃ — তাসাং মধুতোইপি মঞ্জুভিরতিমধুরৈর্ভাষিতগৃহীতচিত্ত আকর্ষমনাঃ অতএব পরবান্ কলহীনঃ সন মনস্বাপি ধীরোইপি হে অবলাঃ তাদৃশকলালাবণাবলহীনাঃ কথং গ্রামা অশ্বান প্রত্যায়াস্ত্যন্তি নম্র তদপি পিত্রাদীন লোকধর্ময়োরপি বর্জ্যাত্মস্বতা বিবেকবলাদায়াস্ততোবেতাভো বিশিষন্তি — তাসাং সলজ্জস্মিতৈর্বিভ্রমৈর্মদনাংশনৃচকচেষ্টিতৈশ্চ ভ্রমন ভ্রান্তি প্রপ্নবন্ অয়মহো সর্বং বিস্ময়িতব্যেবেতি ভাব। বি° ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : পূর্বপক্ষ আচ্ছা দু'দিন সেখানে থাকুন না, থাকলেই বা কি, অতঃপর আমাদের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ও পিত্রাদির দ্বারা প্রত্যাবর্তিত হয়ে এসে যাবে ব্রজে, এরূপ যদি কোনও গোপী বলেন, এরই উত্তরে, অতঃ গোপী বলছেন—ওহে মুখা, তুমি তত্ত্ব জান না, বলি শোন, এই আশয়ে তাসাং ইতি। মধুমধুভাষিতঃ মধু থেকেও 'মঞ্জু' অতি মধুর কথার দ্বারা গৃহীতচিত্ত — আকর্ষমনা, অতএব পরবান্ — তাদের অধীন থাকায় মনস্বাপি—ধীর হয়েও কি করে আমাদের নিকট ফিরে আসবে? হে অবলা, তাদৃশ কলালাবণাবলহীনা গ্রাম্য আমাদের মনে কেন বৃথা বিশ্বাস

উৎপাদন করছো ? পূর্বপক্ষ গোপী বলছেন, তা হলেও পিত্রাদিকে ও লোকধর্মের পথ স্মরণ করে বিবেক বলে এসে যাবে ঠিকই, অতএব বিশ্বাস কর—এরই উত্তরে অশ্ব গোপী বলছেন, সলজ্জস্মিত-বিশ্রাম্রম্ভম্—তাদের সলজ্জস্মিত ‘বিশ্রমৈঃ’ মদন-আবেশমূচক চেষ্টা দ্বারা ‘ভ্রমন্’ ভ্রান্তি অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে এই গ্রাম্যনারী সকলকে হায়া হায়া ভুলে যাবে এরূপ ভাব ॥বি° ২৪॥

২৫। শ্রীজীব বো° তো° টীকা : গুণানাং গুণজাতীনাং সর্বাস্পদমাশ্রয়ম্, যদা-শ্রয়েণৈব তে সিধ্যন্তি তমিতার্থঃ। কিং বহুনা, সর্বগুণসম্পত্তিহেতু বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রিয়ং লক্ষ্মীমপি রময়িতুং জাতরতিং কর্তুং শীলং যন্তু তমিতি শ্রোত্রিবাক্যম্। দেবকীসুতমিতি ‘প্রাগম্ বহুদেবন্তু’ (শ্রীভা ১০।৮।১৪) ইত্যাদি তৎপুরোহিতবাক্যেন, স চ সা চ তৎপুত্রম্বেবাভিমন্তত ইতি যদ্বা, দেবকী শ্রীযশোদেতি পূর্বমেবোক্তম্। যে চাক্ষুণি বর্তমানাঃ পথিকাস্তদ্বাসিনোহপি লোকাঃ। তথা চ তত্রৈব — ‘ধন্যাস্তে পথি যে কৃষ্ণমিতো যান্তুমবারিতাঃ। উদ্বিগ্নাস্তি পশান্তুঃ স্বদেহং পুলকাচিতম্ ॥ মথুরানগরীপৌরনয়নানাং মহোৎসবঃ। গোবিন্দাবয়বৈর্দৃষ্টৈরতীবাণ্ড ভবিষ্যতি ॥ কো নু স্বপ্নঃ স্বভাগ্যাভিদৃষ্টস্তাভিরধোক্ষজঃ। বিস্তারিতান্তনয়না যা অক্ষ্যন্তানিবারিতাঃ ॥ ইতি ॥ জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব বো° তো° টীকাবুদাদ : গুণাস্পদম্—সকলপ্রকার গুণের আশ্রয়, যাকে আশ্রয় করেই এই গুণসকল দীপ্তি বিশিষ্ট হয়, সেই কৃষ্ণকে (দর্শন করবেন যারা), আর বেশী বলার কি আছে, শ্রীরমণঃ—সর্বগুণসম্পত্তিমন্ত হেতু বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীকেও ‘রময়িতুং’ জাতরতি-করণ-স্বভাব বিশিষ্ট কৃষ্ণ—ইহা গোপীদের শ্রোত্রিবাক্য (অহেতুতে হেতু কল্পনা)। দেবকীসুতম্—কৃষ্ণের নাম-করণ সময়ে শ্রীগর্গমুনি বললেন—‘হে নন্দ তোমার এই পুত্র কোনও সময়ে বহুদেব পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল, তাই তত্ত্বজ্ঞবাক্তিগণ তাঁকে ‘বাহুদেব’ নামে অভিহিত করে থাকেন।’ (শ্রীভা ১০।৮।১৪)।—এই পুরোহিত বাক্যে বিশ্বাস হেতু তাঁদের পুত্রকে নন্দ যশোদা ‘বহুদেব’-পুত্ররূপেও অনুমোদন করেছেন। অথবা, যশোদার আর একটি নাম দেবকী, ইহা পূর্বে বহুস্থানে বলা হয়েছে। দৃষ্টিান্তি যে চ অক্ষুণি—মথুরার পথের মধ্যে তৎকালে বর্তমান পথিক ও পথবাসী জনদের মধ্যে যারা কৃষ্ণকে দর্শন করবে ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে—“ধন্য মথুরা পথ-জন যারা কৃষ্ণকে এই পথে সজ্জন্দে দর্শন করত পুলকাঙ্কিত দেহ ধারণ করবে। মথুরাপুরির নাগরীদের ও তৎপতিদের নয়নের আজ মহোৎসব। গোবিন্দ-অঙ্গ দর্শনে তাঁরা আজ আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠবে—ওহে সখীগণ একি আমাদের স্বপ্ন, অত্যন্ত দুর্ভাগা আমাদের নয়নমণি-কৃষ্ণকে আকর্ষবিস্তৃত নয়নে সজ্জন্দে তাঁরা দেখবে।” ॥জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কিং, ব্রহ্মস্থানামানন্দং পুরস্থাঃ প্রাপ্যাপ্তীত্যাঃ—অচেতি। দশ ইতি জাতৈকত্বম্। দাশার্হদীনাং দশাং মহোৎসবো ভবিষ্যতি যে চাক্ষুণি ব্রহ্ম্যন্তি তেষামপি দশাম্। আশ্রনেপদমাশ্রম্। যদ্বা দশ ইতি দ্বিতীয়া। তেষাং দশো দৃষ্টীর্মহোৎসবো ভবিষ্যতে প্রাপ্যাপ্তি প্রাপ্তার্থ-কোহিৎ ভবতিরাশ্রনেপদী ॥ বি° ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতস্যাকরণস্য নাম ত -

দক্রুর ইত্যাত্তদভীদাকরণঃ ।

মোহসাববাস্তাস্য সুদুঃখিতঃ জনঃ

প্রিয়াং প্রিয়ং লেয়াতি পারমধ্বনঃ ॥২৬॥

২৬। অরম্ভঃ [অক্রুর শপথ্য আছঃ] এতদ্বিধস্ত অকরণস্ত অক্রুর ইতি এতৎ নাম ন অভূৎ। অতীব দারুণঃ যঃ অসৌ সুদুঃখিতম্ জনম্ অনাখ্যাস্ত প্রিয়াং (প্রাণাদপি) প্রিয়ং অধ্বনঃ পারম্ (অতিদূরদেশং) নেয়াতি ।

২৬। মূলানুবাদঃ অক্রুরকে শাপ দিতে দিতে বলছেন—

যে ব্যক্তি একপ নির্দয়, তার অক্রুর [ন+ক্রুর] নাম শোভা পায় না। কারণ অতীব নির্ভুর এ ব্যক্তি আমাদের মতো অতি দুঃখিত জনদের কোনও রূপ আখ্যাস দান না করেই তাদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণকে অগম্য দূরদেশে নিয়ে যাচ্ছে।

২৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ ব্রহ্মজনের আনন্দ আজ পুরজনেরা লাভ করবে। এই আশয়ে, অদ্যোতি। দৃশঃ—[বহুবচন প্রয়োগ] নয়ন সকল—পথিক ও পুরজন সকলের নয়নই জাতীতে এক বলে একসঙ্গে বহুবচনে 'দৃশঃ' পদের ব্যবহার হল। দাশাই ইতি—পুরের দাশাই প্রভৃতির নয়নের মহোৎসব হবে। আর যারা পথে দেখবে তাঁদেরও নয়নের মহোৎসব হবে। অথবা, 'দৃশঃ' দ্বিতীয়ার বহুবচন ধরে অর্থ হবে পুরজন ও পথ-জন সকলেরই দৃষ্টিমহোৎসব হবে। বি° ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাঃ ইতি শব্দেনৈব এতদিত্যস্তার্থস্তোক্তবাৎ ইত্যোতদিত্তি তৈন' লিখিতম্। যবা, ইত্যোতং ইত্যোবমিতাদিপ্রয়োগদর্শনাদোগোবলীবদ-জ্ঞায়েন ন পৌনরুক্ত্যদোষো জ্ঞেয়ঃ। অতীবদারুণঃ পরমক্রুরঃ; কুঃ? তদাহ্ব্য ইতি। অসাধিত দারুণত্বেনানির্বচনীয়ত্বং সূচিতম্। যদ্বা, অসাবয়মিতার্থঃ। প্রত্যক্ষস্থিতোহপীতি অনাখ্যাস্ত পুনরেব ময়া সমানীয় যুযাস্ত সমর্পণীয় ইতি বৃচসাপি। জনমিতি সমান্তেনোক্তেস্তম্মাত্রাপাখ্যাস উচিতঃ, কিমুতাবলারূপস্তোক্তার্থঃ। অতোইচিরাদস্মিন ইবধো ভাবীতি শুশকাভিপ্রায়ঃ। অতোইতীব ক্রুর এব। তথা চ তত্রৈব—'কিং ন বেত্তি নৃশংসোইয়মনুরাগ-পরং জনম্। যেনেয়মঙ্কোরাহ্লাদং নয়ত্যত্র নো হরিম্, ॥' ইতি। অতঃ পরমস্ত অক্রুর ইত্যেব নাম মুক্তমিতি ভাবঃ। অতঃ। যবা, অক্রুর ইতি নাম মা ভূদেব ইত্যেবমতং প্রকারমজ্ঞানমাপি মাকুদিত্যর্থঃ ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকানুবাদঃ 'ইতি' শব্দের দ্বারা 'এতদ' পদের অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় মূলের 'ইতি এতদ' পুনরুক্তি শ্রীধামিপাদ তাঁর টীকায় ধরেন নি। তিনি শুধু 'ইতি' শব্দেরই অর্থ করেছেন 'একপ শোভন' নাম। অথবা, ইত্যোতৎ—'ইতি এব' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায় বলে

অবার্দ্ধধীৰেয় সমাস্থিতো রথঃ

তমব্রহ্মী চ ত্বরয়াস্তি দুর্মদাঃ ।

গোপা অনোভিঃ হুবিমরূপেক্ষিতঃ

দৈবরঃ বোধ্য প্রতিকূলমীহতে ॥২৭॥

২৭। অব্রহ্ম : আনুগ্রহীঃ (কঠিনা ধীৰ্যসা সঃ) এবঃ (কৃষ্ণঃ) রথঃ সমাস্থিতঃ (রথঃ অধিকৃতঃ), তঃ (ত্ৰীকৃষ্ণঃ) অনু (পশ্চাৎ) অমী দুর্মদাঃ (দুষ্টাঃ) গোপাঃ চ অনোভিঃ (শকটৈঃ) ত্বরয়াস্তিঃ (গমনে ত্বরং কুৰ্বন্তি), হুবৈরৈঃ [এতং কৃষ্ণগমনং] উপেক্ষিতঃ, অদ্য দৈবং চ (দৈবমপি) নঃ (অস্মাকম্) প্রতিকূলং ইহতে (আচরতি)।

২৭। মূলানুবাদঃ অহা অক্রুর এই ব্রজে এস নিজ ক্রুরতা সৰ্বত্র সঞ্চারিত করেছে, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন—

আমাদের কান্দতে দেখেও কঠোরচিত্ত কৃষ্ণ রথের সর্বোপরি কোঠায় উঠে গেলেন, তাঁর পিছনে পিছনে দুঃখমত্ততায় শ্রীনাগাদি গোপগণ শকট নিয়ে হরাস্থিত হচ্ছে, আর বৃদ্ধ সকলও এই গমনে বাধা দিচ্ছেন না। অহা আজ দৈবও আমাদের প্রতিকূল আচরণ করছে।

‘গো-বলিবর্দ’। গ্ৰায়ে ইহা পুনরুক্তি নয়, দোষ হয় না বৃদ্ধিতে হবে। অতীবদারুণঃ—পরমক্রুর। কেন? তাই বলা হচ্ছে যঃ ইতি। যঃ আসৌ—এ যে, এইরূপে ‘এ’ শব্দে অক্রুরকে নির্দেশ করাতে সূচিত হচ্ছে, অক্রুরের ক্রুরতার অনির্বচনীয়তা। অথবা, এই সম্মুখের অক্রুর, প্রত্যক্ষ অবস্থিত থেকেও অবাস্তাস্য—সাম্বনা না দিয়ে, যথা—পুনরায় এঁকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে সমর্পণ করা হবে, এরূপ যুখেও একবার না বলে নিয়ে গেলেন। সুস্থিত জলম্—জনকে, ইহা সামান্যভাবে উক্তি, এতে বৃদ্ধা যাচ্ছে, যে কোন ব্যক্তিকেই আশ্বাস দেওয়া উচিত, অবলা আমাদের কথা আর বলবার কি আছে? এই-যে কিছু না বলে নিয়ে যাচ্ছে এতে শিষ্যই প্রীত হবে, তাই দুঃখিত শব্দের আগে ‘সু’ শব্দ দেওয়া হল। এতএব অতীব ক্রুরই। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপই আছে, যথা—“এই নৃশংস ব্যক্তি অনুরাগপর জনকে কি চিনতে পারে না? আমাদের এই চক্রুর আহ্লাদ হরিকে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে।” অতএব পরমক্রুরের ক্রুর নাম যুক্তিযুক্তই, এরূপ ভাব। [আর যা কিছু শ্রীধর] অথবা, এরূপ নাম এ ব্যক্তির কিছুতেই হওয়া উচিত নয়। এ প্রকার অস্ত্র কোন নামও না হোক, এরূপ অর্থ। জী°২৬।

২৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ অক্রুরঃ শপথ্যা আত্মঃ—এতদ্বিশস্ত এতাদৃশস্ত। যথা, এষা বিধা বিধানং কর্ম যন্ত, অতএব নিষ্করণস্ত অক্রুর ইতোত্তমাম মাভুং ন যুক্ত্য ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুরতী-বেতি তস্মাদতঃ পরময়ঃ ক্রুর ইতি নাম্না অভিধেয় ইতি ভাবঃ। পুনরেষ যয়া সমানীয় যুয়ান্ত সমর্পণীয় ইতি বচসাপি জনঃ ব্রজস্বমেকমপি জনমানাশ্চাস্ত সুস্থিতমিতি সুশব্দেন মরিত্যুতাং ব্রজজনানাং বধপাতক-ময়মেব প্রাপ্স্যাতীতি দ্যোতিতম্। প্রিয়াং প্রাণাদপি প্রিয়ং কৃষ্ণং অধ্বনোইন্দ্রদগমাস্য পারং দূরদেশ-মিত্যর্থঃ। বি°১৬।

২৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : অক্রুরকে শাপ দিতে দিতে বলছেন, এতদ্বিধা—[এতৎ + বিধা] এতাদৃশ জনের, বা এইরূপ 'বিধা' কর্ম বার, অকরুণস্য—সে তো নিষ্করুণ, এই নিষ্করুণ জনের 'অক্রুর' 'ক্রুর নয়' নাম হওয়া সমীচীন নয়। এ বিষয়ে হেতু এ অতীব দারুণঃ—অতীব ক্রুর। সুতরাং অতঃপর একে 'ক্রুর' নামেই ডাকা উচিত হবে, এরূপ ভাব। পুনরায় কৃষ্ণকে আমি ফিরিয়ে এনে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব, এরূপ মুখেও জঘৎ—ব্রজস্থ একজনকেও আশ্বাস না দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিরূপ জনকে সুদুঃখিতম্—সুদুঃখিত জনকে, এই 'সু' শব্দের প্রয়োগে এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে; যুতপ্রায় ব্রজজনদের বধপাতকের দোষভাগী এই অক্রুরই হবে। প্রিয়ং প্রিয়ং—প্রাণ থেকে প্রিয় কৃষ্ণকে পারমেশ্বরঃ—আমাদের অগম্য 'পারং' দূরদেশে নিয়ে যাচ্ছে, এরূপ অর্থ। বি° ২৬ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অহো কংসদূতঃ ক্রুর এব, পরমকৃপাকোমলচিত্তঃ শ্রীনন্দ-নন্দনোইপ্যস্মান্ প্রতি পরমকঠিনোইহুদিতি পরমার্জাঃ—অনার্দ্রধীরিতি। যতো রথং সমাগবন্তি উপরি নীড়মাক্রুতঃ। তং রথমহু পশ্যাৎ। কিংবা শ্রীকৃষ্ণমহুবর্ত্তন্তে যে, তেইমী গোপাঃ শ্রীদামাদয়ঃ। অনোভিঃ কৃষ্ণা শীঘ্রং শকটযোজনাদিনা। যদ্বা, তৈঃ সহ বর্তমানাস্তাছারুতা ইত্যর্থঃ। ত্বরয়ন্তি গমনে ত্বরাং কুব্বন্তি। যদ্বা, তমেবাহু অনুক্ষণং গন্তুং ত্বরয়ন্তি, যতো দুর্মদা মহামতাঃ, অথথা বিচারসম্ভবাৎ। জী° ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : অহো, এই কংসদূত তো ক্রুরই হবে, কিন্তু আজ পরমকৃপাকোমল চিত্ত শ্রীনন্দনন্দনও আমাদের প্রতি পরমকঠিন হলো যে, এই আশয়ে পরম আর্তা গোপীরা বলছেন, অনার্দ্রধী ইতি। 'অনার্দ্রধী' কঠোর চিত্ত। কঠোর চিত্ত বলছেন কেন? বলছি এ জন্মে যে সম্যাস্থিত—[সাম্যক + অবস্থিত] রথের সর্বোচ্চ কুঠরীতে উঠে বসল (আমাদের কিছু না বলেই)। তন্নয়নো—[তৎ + অনু + অমী] 'তৎ' রথের 'অনু' পশ্যাৎ। কিংবা শ্রীকৃষ্ণের পিছে পিছে চলতে লাগলেন দামাদি গোপবালকগণ—অনোভিঃ—গরুর গাড়ী করে ত্বরয়ন্তি—তাড়াতাড়ি গাড়ী যোজনা করত। অথবা, ঐ দামাদির সহিত বর্তমান গাড়ীতে উঠে। ত্বরয়ন্তি—গমনে ত্বরা করলেন। বা 'ত্বরয়ন্তি' 'তৎ' কৃষ্ণকে 'অনু' অনুক্ষণ বার বার যেতে তাড়া দিতে লাগলেন ঐ বালকগণ। কারণ তাঁরা দুর্মদা—মহামত, নতুবা বিচার সম্ভব হত। জী° ২৬ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অহো অত্রাগত্যাক্রুরেণ স্বক্রুরতা সর্বত্রৈব সঞ্চারিতেভ্যাঃ—অনার্দ্রধীরস্মান্ রুদতীদৃষ্ট্যপি এব কৃষ্ণঃ অনোভিঃ সহিতা গোপা দুর্মদা ইত্যেবামহো হুগ্ধা মন্ততেবাজনিষ্ট অত্রানাগমিষ্ঠ্যতঃ কৃষ্ণস্য বিরহেণ স্বয়ং যমরয়ন্তি তদপি নানুসন্দধতে ইতি ভাবঃ। স্ববিরৈবু'দ্বৈরপি নিষেধমকুর্বাতিরূপেক্ষিতং স্বজীবিতমিতি শেষঃ। কিঞ্চ দৈবতক্ষেতি। অয়ং ভাবঃ—যদি দৈবযস্মাকমহু-কুলমভবিষ্ণুতদা বিলৈঃ কিঞ্চিদেবামুপদ্রবমুদপাদয়িষ্ঠ্যতেতি তস্মাদায়ুরেব ব্রজস্থানামতঃ পরং নাস্তীতি নিশ্চিন্তম ইতি ভাবঃ ॥ বি° ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : অহো অক্রুর এই ব্রজে এসে নিজ ক্রুরতা সর্বত্রই সঞ্চা-রিত করেছে, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন—

নিবারয়ামঃ সমুপেতা মাধবঃ

কিং বোহকরিষ্যৎ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ ।

মুকুন্দসঙ্গাম্বিম্বিম্বাদুস্ত্যজাদ্-

দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্ ॥২৮॥

২৮। অরয়ঃ [বয়ঃ] মাধবঃ সমুপেতা (সমীপং গতা) নিবারয়ামঃ, নিমেষাঙ্কদুস্ত্যজাং মুকুন্দ সঙ্গাং দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাং নঃ (অস্মাকম্) কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ কিং অকরিষ্যন্ (কিং করিষ্যন্তি) ।

২৮। মূলানুবাদঃ : আমরা লজ্জাদিতে জলাঞ্জলী দিয়ে সাহসে ভর করে মাধবের নিকট গিয়ে তাঁকে হস্ত ধারণ করত গমন থেকে নিবৃত্ত করব ।

যাঁর নিমেষাঙ্কালের বিচ্ছেদ দুস্ত্যজরূপে পূর্বই আমাদের দ্বারা অনুভূত সেই মুকুন্দের সঙ্গ থেকে আমরা দৈববশেই বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হচ্ছি, অতএব এই দীনচিত্তা আমাদের কুলবৃদ্ধগণ আর কি করবে ?

অবার্দ্ধদ্রী-কঠোর চিত্ত । — কারণ আমাদের কাঁদতে দেখেও রথের উপরে উঠে বসল ; এম-কৃষ্ণ, আনোভিঃ-শকট-সহিত ঐদামাদি গোপবালকগণ স্বরাশ্রিত হল তাই বলা হল, দুর্য়দা— অহো এদের কি দুষ্টিমত্ততা জাত হল, এই ব্রজে ফিরে না-আসা কৃষ্ণের বিরহে নিজেরাই যে মরে যাবে তারও হুস নেই, এরূপ ভাব । স্ববিরঃ উপেক্ষিতঃ - অহো বন্ধগোপগণ যেতে নিষেধ করছেন না, নিজেদের জীবন কৃষ্ণকে উপেক্ষা করছেন । আরও দৈবই আজ আমাদের প্রতিকূল— এ কথার ভাব—যদি দৈব আমাদের অনুকূল হত, তা হলে বিপ্লবের দ্বারা এই ব্যাপারে কিছু একটা উপদ্রব উৎপাদন করতেন । সুতরাং অতঃপর ব্রজজনদের আয়ুও আর অবশেষ রইল না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছি, এরূপ ভাব । বি°২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈঃ ভো° টীকাঃ : সোহয়মস্মাভির্বালামারভ্যাননাবৃত্তিনা মনসা বৃত ইতি স চাপ্যস্মাস্তুথৈবান্দীকৃতবানিতি পতির্যেব স্মাৎ । ততঃ সম্প্রত্যস্মান্ পরিত্যজ্য ব্রজনসৌ কথং নিবারণীয়ঃ ? কস্য বা তু সঙ্কোচ ইত্যশয়েনাহঃ নিবারয়াম ইতি । সম্যক্ লজ্জাদিকমপহায় সাহসমালম্ব্য উপ সমীপং গতা ত্রীহস্তধারণ দিনা মাধবঃ নিবারয়ামঃ শীঘ্রমেব নিরারয়িষ্যামঃ । নহু পিতৃদাদানুমতিং বিনা কথং স্বাতন্ত্র্যেণ বৃতোইসৌ ? তত্রাপ্যাহঃ— মাধবমিতি । নূনং লক্ষ্ম্যাপি নিগূঢ়ময়ং বৃতোইস্তুতি সদাচার-প্রশ্নেনায়ং দোষ ইতি ভাষঃ ; স্থাপস্বিগ্নতে চেদং 'এবং ক্রবণাঃ' ইত্যাদৌ । নহু কুলবৃদ্ধাদয়স্ত্বিমৌকিত্যাং দৃষ্টা শাস্তি করিষ্যন্তি, তত্রাহঃ—কিন ইতি । কুলস্য বৃদ্ধা ধর্মপ্রবর্তকাঃ, বান্ধবাঃ স্নেহাদিবন্ধাঃ পিতৃদয়শ্চ ধার্টাদর্শনেন নিশ্চিত-রহস্য-বৃত্তান্তে অপি নোইস্মাকং কিং করিষ্যন্তি ? যতো দৈবেনাপরি-হার্যেণ নিজাদৃষ্টেন হেতুনা যো মুকুন্দসঙ্গস্তং প্রথমদর্শনাদিস্তেনৈব বিধ্বংসিতানি দেহগেহাচ্চাসক্তিতে

বিচালিতানি, তথা যথা-মনোরথং তদপ্রাপ্ত্যা দীনানি চ চেতাংসি যা সাং তাসাম্ । নবতো দৈবেন
তদ্বিযোজনমধুনা ভদ্রমেব কৃতং, তত্স্থধূনাপি তৎসঙ্গাগ্রহন্ত্যজ্যতাং, তত্র সভয়মাচ্—নিমেযেতি । যদ্বা
যুধাকং তে কিঞ্চিদপি ন করিষ্যন্তি, তত্রাহঃ—মুকুন্দেতি । মুকুন্দস্ত সানুরাগেণ কুলবৃদ্ধা দেব্যা
মোচকতান্নান্নস্তস্ত মাধবস্ত সঙ্গাদৈবেন বিধ্বংসিতাঃ, অতএব দীনচেতসো যান্তাসামশ্রাকম্, কীদৃশানুকুন্দ
সঙ্গাং ? নিমিষাক্ষৈহপি দুস্ত্যজ্ঞেন পূর্বমশ্রাভিরনুভূতাদিত্যর্থঃ । অয়ং ভাঃ—যত্সৌ নিবৃত্তঃ শ্রান্তদা, যদি
তৈস্তাজ্যেমহি তদা বনদেব্য ইব বৃন্দাবনৈকশরণা ভূত্বা তং স্থমেব নিষেবেমহি ; যদি দণ্ডেমহি নিরুধ্যো-
মহি চ, তদাপি তন্নিবৃত্তিং দৃষ্টেব ত্রিয়েমহীতি স্থমেব ; যদি ন নিবৃত্তঃ স্যান্তদোৎসর্গসিদ্ধমেব মরণং
স্যাদিতি ন কিমপি তে কুর্য়ান্ততো নিবারয়ামেবেতি ॥ জী° ২৮ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ° তাত° টীকানুবাদ : এজন সেই, যাকে আমরা বাল্যকাল থেকে অনন্ত-
ভাবে মনে মনে বরণ করেছি। সেও আমাদের সেইভাবেই অঙ্গীকার করেছে, এইরূপে পতিই হল নিশ্চয়,
এ-তো অতঃপর এখন আমাদের পরিত্যাগ করত চলে যাচ্ছে, কি করে নিবারণ করা যায় ? কারই বা
সঙ্কোচ, এই আশয়ে বলছেন গোপীরা—নিবারয়াম ইতি । সম্বপেতা—[সম্যক্+উপ+এত্য] লজ্জাদি
তাগ করত সাহস অবলম্বন করে ‘উপ এত্য়’ নিকটে গিয়ে শ্রীহস্তধারণাদি দ্বারা ‘নি+বারয়াম’ শীঘ্র
নিবারণ করব । যদি বল, পিতামাতা প্রভৃতির অনুমতি বিনা কি করে খেচ্ছাচারিণী হয়ে তাঁকে বরণ
করলে ? গোপীরা এরই উত্তর দিলেন, মাদ্রব ইতি—কৃষ্ণকে ‘মাধব’ নামে অভিহিত করে । এর
ধ্বনি, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও অতি গোপনেই একে বরণ করেছেন, কাজেই ইহা সদাচার
সম্মতই, তোমার প্রশ্নই দোষযুক্ত । এরূপ প্রশ্ন উঠতেই পারে না । ইহা শ্রীকৃষ্ণদেব পরবর্তী ৩১ শ্লোকে
স্থাপনও করেছেন ‘এবং ক্রবাণা’ শ্লোকে । আচ্ছা বেশ তো, তবে কুলবৃদ্ধ প্রভৃতি গোপগণতো তোমা-
দের এই ঔকত্যা দেখে শাস্তি দিবে, এরই উত্তরে, কিংনোহকনিম্মাত্—তাঁরা আমাদের করবেনটা কি ?
কুলবৃদ্ধবাক্তবাঃ—কুলের ‘বৃদ্ধ’ ধর্মপ্রবর্তকগণ । ‘বাক্তবা’ স্নেহভোরেবক্কজনেরা ও পত্নাদি আমাদের
ধৃষ্টতা দেখে রহস্য বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই বা আমাদের করবেনটা কি ? কারণ দৈবত— অপরিসার্য
নিজ অদৃষ্ট হেতু মুকুন্দসঙ্গাৎ—প্রথমদর্শনাদিরূপ যে মুকুন্দসঙ্গ তার দ্বারাই বিধ্বংসিত—দেহগেহাদি
আসক্তি থেকে বিচালিতা আমরা, তথা যথেষ্টা তাকে পাওয়ার অভাবে দীনচেতসাম্—দীন চিত্ত
যুতপ্রায় আমরা—এই আমাদের কি করতে পারে কুলবৃদ্ধাদি । যদি বল, দৈবকৃত সেই দেহগেহাদি-
আসক্তি বিমোচন তো অধুনা মঙ্গলরূপেই দেখা দিচ্ছে, কাজেই অধুনাও সেই কৃষ্ণের সঙ্গ-আসক্তি
তাগ করে দেও, এরই উত্তরে, সভয়ে বললেন মুকুন্দ ইতি—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ আমাদের গুহর্তকালও
দুস্ত্যজ্য ।

অথবা, আমাদের তাঁরা কিঞ্চিন্নাত্রও কিছু করবে না । এই আশয়ে গোপীরা বলছেন
মুকুন্দ ইতি—মুকুন্দের সানুরাগে কুলবৃদ্ধা দেবীগণ মুক্তিদাতা-গুণবিশিষ্ট হওয়া হেতু কিছু করবে
না । এই মুকুন্দের নাম মাধব, এর সঙ্গ থেকে দৈববশতঃ বিচ্ছেদ প্রাপ্তা হয়েছি । অতএব দীনচিত্তা

যস্যাবুরাগললিতস্মিতবল্লমম্ব-

লোলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্ ।

নীতাঃ স্ম নঃ ক্ৰণমিব ক্ৰণদা বিনা তং

গোপ্যাঃ কথং রত্নিতরম তামা দুৰন্তম্ ॥২৯॥

২৯। অর্থঃ [হে] গোপ্যাঃ! যস্য অনুরাগললিতস্মিতবল্লমম্ব লীলাবলোক পরিরম্ভণক [এতানি যন্তাং তস্যাং] রাসগোষ্ঠ্যাম্ নঃ (অস্মাভিঃ) ক্ৰণদাঃ (রাত্রয়ঃ) ক্ৰণমিব নীতাঃ স্ম, তং (কৃষ্ণা) বিনা দুৰন্ত তমঃ সু (নিশ্চিতং) কথং অতিতরম অতিক্রান্তাঃ ভবেম।

২৯। মূল্যাবাদঃ : এ ছাড়া অণু কারণেও নিবারণ করব, এই আশা গোপীরা বলছেন—
যাঁর অনুরাগ-মাখা মধুর হাসি প্রভৃতিতে ধ্বনিত রহস্য-সংকেত বাতায় মুখরিত রাসমণ্ডলিতে
আমরা বহু বহু রাত্রিসকল ক্রণকালের মতো অতিবাহিত করেছি, সেই কৃষ্ণকে ছাড়া অকূল বিরহাঙ্গকার-
সমুদ্র কি করে পার হব, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

আমাদের কিছুই হবে না। কিদূশ মুকুন্দ-সঙ্গ থেকে বিচ্ছেদ প্রাপ্তা? নিমেষাধও দুস্ত্যজ্যরূপে পূর্বেই
আমাদের দ্বারা অনুভূত যিনি।

এর ভাব - যদি এ যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়, তখন যদি কুলবৃদ্ধাদি আমাদের ত্যাগ করে, তা
হলে বনদেবীদের মতো বন্দাবনৈক-শরণা হয়ে প্রাণপ্রিয়তমকে সুখেই সেবা করব। যদি দণ্ড দেয়, ঘরে বন্ধ
করে রাখে, তা হলেও তাঁর গমন-বিরতি দেখেই মরে যাব, ইহা সুখই হবে। যদি না গমন-বিরতি
হয়, তবে তার সহিত সম্বন্ধ ধ্বংস হয়ে যাবে, মরেই যাব। তারা কিছুই করবার অবসর পাবে না,
সুতরাং তাকে নিবারণ করতে তার কাছে যাবোই ॥২৯॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : পরস্পরং সংমত্যা সাহসমধিকহাছঃ—নিবারয়ামঃ। সমাপ্তপেতা
বস্ত্রহস্তাকর্ষণাদিনা ভোঃ প্রাণৈকবল্লভ, রথাদবতরাবতর তং শ্রীবধ-কোটিরাগৃহাণেতি বাগ্ভিরপি নিবর্তয়ামঃ।
নম্র, কুলবধুনামস্মাকমোদতিধাষ্টং দৃষ্ট্বা লোকা হসিষ্ঠান্তি রহস্তমুদঘাটিতমালক্য বন্ধবোহপি তাক্ষান্তি
তদ্রাছঃ—কিং নো করিষ্যন্ করিষ্যন্তি। কীদৃশানাং নিমিষাঙ্কমপি ব্যাপ্য তাক্ষমশকাহাং মুকুন্দস্ত সঙ্গা-
দৈবেন বিধ্বংসিতা বিযোজিতা অতএব দীনচেতসশ্চ যান্তাসামস্মাকম্। অর্থ ভাবঃ—যদ্যসৌ নিবৃত্তঃ
শ্রান্তদা যদি বন্ধুভিত্ত্যাজ্যেমহি তদা বনদেব্য ইব বন্দাবনে স্বাস্ত্যাম ইত্যভীষ্টসিদ্ধিরেব; যদি বা দণ্ডোমহি
রুচ্ছেমহি বা তদাপেক্ষাগ্রামস্থিতিজ্ঞানেন সখীজনচাতুর্থ্যপ্রাপিতৈতন্নির্মাল্যচর্বিতাদিনা চ সুখমেব জীবামঃ,
যদি চাসৌ নৈব নিবৃত্তঃ শ্রান্তদোংসর্গসিদ্ধং মরণমস্মাকমন্ত্যবেতি ॥ বি° ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাদের : পরস্পর সাম্যরূপে মন্তব্য করত সাহসের চরম অবস্থায়
গিয়ে বললেন—নিবারণ করব। একেবারে নিকটে গিয়ে বস্ত্র-হস্ত আকর্ষণাদি দ্বারা নিবারণ করব।
বাক্যের দ্বারাও নিবারণ করব, বলব, ও হে প্রাণের বল্লভ, রথ থেকে নাম নাম, তুমি কোটা কোটা

শ্রীবধুভাগী হয়ো না। পূর্বপক্ষ, যদি একুপ প্রশ্ন উঠে, কুলবধু আমাদের এতদূর ধৃষ্টতা দেখে লোকে হাসবে, রহস্য উৎঘাটিত হল, লক্ষ্য করে বন্ধুগণও ত্যাগ করবে, একুপ প্রশ্নের আশঙ্কায় গোপীগণ বলছেন—তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না—কিরূপ আমাদের? মুকুন্দসঙ্গাৎ ইতি—মুকুন্দসঙ্গ থেকে দৈববশতঃ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত অতএব দীনচিত্ত আমাদের। এর ভাব—যদি আমাদের প্রাণনাথ মধুরা যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়, আর তখন যদি বন্ধুগণের দ্বারা ত্যক্ত হই, তা হলে বনদেবীদের মতো বন্দা-বনে পড়ে থাকব, এইরূপেই অভীষ্টসিদ্ধি হবে। যদি বা দণ্ডিত করে, বা ঘরে বন্ধ করে রাখে, তা হলেও একগ্রামে বাস জ্ঞানে এবং সখীজনের চাতুর্যে প্রাপ্ত তার নির্মালা, চর্চিত তাশ্বলাদির দ্বারা স্তুখেই বাচবো—যদি প্রিয়তম নিবৃত্ত না হয়, তবেতো সম্বন্ধ ধ্বংসে মরণতো আমাদের হাতেই আছে। বি° ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব বো° তো° টীকা : অথ নিবারণার্থমুত্ততা অপি বহুবিক্রসংঘটে তস্মিন্ শ্বেবাং প্রবেশ-মদৃষ্টা সভয়মাহঃ—যস্যোতি। রাসোপলক্ষণেন লীলাস্তরমপি জ্ঞেয়ম্। বন্ধুমন্ত্রঃ মধুররহস্যসংকেতবার্তা। স্ম বিস্ময়ে। নু বিতর্কে। তরঙ্গস্য দুষ্করশ্চেনাতিশব্দঃ। যথা রাসক্রীড়াস্থেন বহ্ব্যাপি রাত্রয়ঃ ক্ষণ ইব ভবন্তি স্ম, তথা তদ্বিরহস্থঃ খেন ক্ষণোহপি যুগশতমিব স্তাদতন্তং সহং ন স্তাদিতি ভাবঃ ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব বো° তো° টীকাবুবাদ : অতঃপর নিবারণের জন্য উত্তত হয়েও সেই বহু বিক্রস লোক সংঘটে নিজেদের প্রবেশ বিড়ম্বনা দেখে সভয়ে বলছেন, যাস্য ইতি—যাঁর আলিঙ্গনাদিতে অসংখ্য রাত্রি রাস-সভায় ক্ষণকালের স্থায় কাটিয়েছি, এখন তার অভাবে ছুপ্যার বিরহ-দুঃখ কি করে পার হব।—এখানে ‘রাস’ পদটি উপলক্ষণে প্রয়োগ হয়েছে, এর দ্বারা অনালীলাকেও বুঝানো হয়েছে। বন্ধুমন্ত্রঃ—মধুর রহস্য সংকেত বার্তা। স্ম—বিস্ময়ে! নু—বিতর্কে। আতিতরঙ্গ—তরঙ্গের দুষ্করতা হেতু ‘অতি’ শব্দের প্রয়োগ। ক্ষণমিব ক্ষণদা বহুরাত্রি ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত হল—যথা রাসক্রীড়া-স্থলে বহুবহু রাত্রিও ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত হল, তথা তদ্বিরহস্থঃ ক্ষণ-কালও যুগশতের মতো হয়ে যাবে, তাই সহ্য করতে পারব না, একুপ ভাব। জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : ইতোহপি কারণমিবারয়াম এবোত্যাছ—যস্তানুরাগেণৈব ললিত-স্মিতাদীনি যস্তাং তত্রৈব বন্ধুমন্ত্রঃ রহস্যসংকেতবার্তা। রাস-গোষ্ঠ্যাং রাসোপলক্ষিতক্রীড়ামাত্রসভায়াং নোহিহ্মাভিঃ ক্ষণদা রাত্রয়ঃ ক্ষণমিব নীতাঃ তং কৃষ্ণং বিনা দুঃস্বপ্নং অদৃষ্টপারং তমঃ বিরহাক্রকার দুঃখ-সমুদ্রং নু নিশ্চিতং কথং অতিতরঙ্গম্। যথাস্য সঙ্গস্থেন বহ্ব্যাপি রাত্রয়ঃ ক্ষণ ইবাভুবন্তথৈব বিরহ-দুঃখেন ক্ষণোহিপ্যস্মাকং যুগসহস্রং সদা ভবত্যেব কিন্তু বহ্বী রাত্রীরাগামিনীর্গমন্তিতুং কথং প্রভবিষ্ণাম ইত্যর্থঃ ॥ বি° ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : এ ছাড়া অন্য কারণেও নিবারণ করব, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন, যাপ্যানুরাগ—যাঁর অনুরাগমিশ্রিত মধুর হাসি প্রভৃতি ও বন্ধুমন্ত্র—রহস্যসংকেতবার্তা মুখরিত রাসসভায় বঃ—আমরা ক্ষণদা বহুবহুরাত্রি সকল ক্ষণকালের মতো নীতাঃ অতিবাহিত

যোহুঃকায় ব্রজজনসুখঃ পরীতো-

গোপৈবিশন, ধুররজচ্ছুরিতালকশ্রক্ ।

বেণুঃ কণব, স্মিতকটাক-নিরীক্ষণেন

চিত্তং ক্ষিপোত্যমুদ্রাত বু কথং ভবেম ॥ ৩০ ॥

৩০। অনন্ত : যঃ অনন্তসখঃ অহুঃকয়ে (দিবাবসানে) ধুররজচ্ছুরিতালকশ্রক্ [যস্য সঃ কৃষ্ণঃ] গোপৈঃ পরীতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) বেণুঃ কণব (বাদয়ন) ব্রজং বিশন (প্রবিশন) স্মিতকটাকনিরীক্ষণেন চিত্তং ক্ষিপোতি (সম্মোহয়তি) অমুঃ (কৃষ্ণম্) ঋতে (বিনা) কথং বু (আশঙ্কায়াম্) ভবেম (জীব্যে)।

৩০। মূল্যাবুবাদঃ আরও, আজই সন্ধ্যাবেলায় মরে যাব, এই আশয়ে বলছেন—দিন অবসানে রামসখা কৃষ্ণ বেণুধ্বনি করতে করতে ব্রজপ্রবেশ কালে আমাদের স্তনাদি অঙ্গে তেরছা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এর দ্বারা আমাদের চিত্ত সম্মোহিত করে। এই প্রাণবল্লভ ছাড়া আমরা বাঁচবো কি করে? মরে যাব।

করেছি সেই কৃষ্ণকে ছাড়া তমঃ—বিরহাক্রকার চঃখসমুদ্র দুর্বলত্বম্—যার বুল দেখা যায় না। বু—কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কথং অভিভারহ—কি করে পার হব? কণমিব কণদা—যথা এই কৃষ্ণের সঙ্গস্থলে বহুবহু রাত্রিসকল কণকালের মতো হয়ে গিয়েছিল, তথা এই বিহবুঃ কণকালও আমাদের যুগসহস্র সদা হবে; কিন্তু বহুবহু রাত্রি, এই যা সম্মুখে আসছে তা কাটাও কি করে, একরূপ অর্থ ॥ বি° ২৯ ॥

৩০। অ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অনন্তঃ সঙ্কর্ষণতয়া তদেকনামহাং, শুভ্রবর্ণদেন সাকপ্যা-দনন্তবলহাচ্চ। ব্রজে কৃষ্ণনামান্তরবত্তথা প্রসিদ্ধঃ শ্রীবলদেবস্তস্য সখা, তৎসহিত ইত্যর্থঃ। গোপৈর্দ্বয়সৌঃ পরিতো বেষ্টিতঃ, স্মিতঃ মন্দহাসঃ, কটাক্ষেইপাঙ্গদর্শনঃ তৎপ্রধানঃ নিরীক্ষণং বক্ষোজাদি-নিভালনঃ, তেন চিত্তং ক্ষিপোতি, প্রেমোদ্রেকেন সম্মোহয়তি। বু আশঙ্কায়াম্; অতোইহা স্বয়মেবাত্রত্যা মদ্বিহাংম ইতি ভাবঃ ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। অ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ অনন্ত—এখানে বলরামকে ‘অনন্ত’ নামে অভিহিত করার কারণ, ‘সঙ্কর্ষণ’ তত্ত্বের দিগারে বলরামের একটি নাম অনন্ত। বলরামের মতোই শুভ্রবর্ণ অনন্ত-বলশালী অনন্তদেব। ব্রজে কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন নামের মতোই বলরামের এই অনন্ত নামটি প্রসিদ্ধ। অনন্ত সখঃ—শ্রীবলদেবের সখা, অর্থাৎ এই বলদেবের সহিত বিরাজমান কৃষ্ণ গোপৈঃ—শ্রীদামাদি বয়স্মগণের দ্বারা পরিভো—পরিবেষ্টিত। স্মিতঃ—মন্দহাসি কটাক্ষ-নিরীক্ষণেন—‘কটাক্ষ’ অপাঙ্গ দর্শন অর্থাৎ নয়নকোণে দর্শন—এই কটাক্ষ-প্রধান স্তনাদি নিভালন অর্থাৎ দর্শন—তার দ্বারা চিত্ত ক্ষিপোতি—প্রেমোদ্রেকেন সম্মোহিত করে। তাই বু—আশঙ্কা হচ্ছে এই রাস্তায় পড়েই নিজে নিজেই মরে যাব ॥ জী° ৩০ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং ক্রবাণা বিরহাতুরা ভৃশং

ব্রজস্থিয়ঃ কৃষ্ণবিশকৃমাবসাসঃ

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ শ্বা সুস্বরং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৯ ॥

৩৯। অরয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—এবং ক্রবাণাঃ কথয়ন্ত্যঃ ভৃশম্ (অত্যন্তঃ) বিরহাতুরাঃ কৃষ্ণ-
বিশক্ত মানসাসাঃ ব্রজস্থিয়ঃ লজ্জাং বিসৃজ্য (ত্যাগ্য) [হে] গোবিন্দ [হে] দামোদর [হে] মাধব, ইতি
সুস্বরং রুরুদুঃ শ্বা ।

৩৯। মূলানুবাদঃ এইরূপ বিলাপ করত যখন তাঁরা রথের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন,
তখন উরুস্তম্ভাদি বিরবশতঃ যেতে অসমর্থ হয়ে কঁাদতে লাগলেন, এই আশয়ে শ্রীশুকদেব বলছেন—

এইরূপ বলতে বলতে অতিশয় বিরহাতুরা কৃষ্ণগতচিত্তা ব্রজস্বীগণ লজ্জা ত্যাগ করত ‘হে
গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !’ বলে উচ্চস্বরে করুণভাবে কঁাদতে লাগলেন ।

৩০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কৃষ্ণাদৈব সায়াং মরিশ্চাম ইত্যাহঃ—য ইতি । অহঃ ক্ষয়ে দিনাবসানে
অনন্তস্য রামস্য সখা ব্রজং বিশন্ কণয়ন নিরীক্ষণং বক্ষোজাদিনিভালনং তেন চিত্তং ক্ষিপোতি সম্মো-
হয়তি । অগুং কৃষ্ণমুতে কথং ভবেম জীবমেতি । অহ সায়াং তত্তদ্বদি ন ভবিষ্যতি তদা কা খলু
জীম্ভিং ধারয়িতুং পারয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ বি° ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ আরও, আজই সন্ধ্যাকালে মরে যাব, এই আশয়ে বলছেন,
য ইতি । অহঃক্ষয়ে দিন-অবসানে অনন্তসখঃ রামের সখা । বেগুং ধনলং ব্রজং বিশলং—
বেগুধনি সহকারে ব্রজে প্রবেশ করতে করতে নিরীক্ষণং—স্তনাদি নিরীক্ষণ করেন, এর ভাণা আমা-
দের চিত্তং ক্ষিপোতি—চিত্ত সম্মোহিত করেন । অমুম্বর্তে—এই কৃষ্ণছাড়া কথং ভবেম (আজ
সন্ধ্যায়) কি করে বাঁচব । আজ সন্ধ্যায় যদি এই নিরীক্ষণ প্রাপ্তি না হয়, তবে কি করে জীবনধারণ
করতে সক্ষম হব ? ॥ বি° ৩০ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : অথ ভৃশং বিরহাতুরাশ্চেন বিশেষবিলাপশক্ত্যা শোকোদ্বীপক
তন্মামবিশেষৈরেব বিলেপুৰিতাত্ৰাহ—এবমীদৃশং ভৃশং ক্রবাণা ইত্যাহদপি তাদৃশমূচুরিতি জেয়ম্ । তত্র
হেতুর্বিবরণাতুরা বিবশাঃ ; তত্রাপি হেতুর্ব্রজস্থিয়ঃ সহজপ্রেমরসময়তেন প্রসিক্তা ইত্যর্থঃ ; অতএব কৃষ্ণে
বিশক্তানি প্রেমশা সক্তানি মানসানি যাসাং তাঃ, অতএব লজ্জাং হিত্ব সুস্বরং করুণোচ্চস্বরেণ রুরুদুঃ,
শ্বা পাদপুরণে । তচ্চ প্রেমার্ভেরশক্ত্যা । কথং রুরুদুঃ ? হে গোবিন্দ, দামোদর মাধবেত্যেবম্ ।
অত্র গোবিন্দেতি—গোকুলেন্দ্র স্মরণাত্মাং বিনা গোকুলমিদং সর্বং ক্ষণাদেব বিনষ্টকর্তীতি সূচয়ন্তি । দামো-
দরেতি নাম শ্রীব্রজের্থ্যাঃ স্বকৃতানুতাপ স্মারকং, ততস্তাং বিনা তস্যাস্তস্য স্মরণেন সম্প্রতি কীদৃগবস্থা

ভবিষ্যতীতি ব্যঞ্জয়ন্তি। মাধবেতি—‘জয়তি তেইধিকং জন্মনা ব্রজ’ (শ্রীভা ১০।৩১।১) ইত্যনেন, ‘সতত-
মুরসি সৌম্য শ্রীর্বধুঃ সাকমাস্তে’ (শ্রীভা ১০।৪৭।২০) ইত্যনেন চ নিজসম্ভাবনানুসারেণ তয়া শ্রীনারায়ণ-
প্রিয়য়্যাপি গুঢ়ং বৃত ইতি পরমসন্মায়কস্বং যোগ্যমেবান্মহানুরাগ-বিষয়ো জাত ইতি স্মরণেন হস্ত
কথমস্মাকমধুনা কালক্ষেপণং ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়ন্তি। মানায়ীং নারায়ণ প্রিয়ামপি ধুনোতি, ভাব-
বিশেষেণ কম্পয়তীতি নিকৃষ্টিশ্চাত্র প্রস্তুতোপযোগিনী জ্ঞেয়া। ঈশস্মাপি তব বিচ্ছেদে বয়ং বা কথং
জীবেম? মরণে চ হা পুনর্দৃষ্টব্যো নাসীদিতিকথনয়ন্তি। চকারোহনুভুতানামেষামপি নামময়-করণ পরি
দেবিতানাং সমুচ্চয়ে ॥ জীঃ ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : অতঃপর অতিশয় বিরহে কাতর হওয়া হেতু
বিশেষবিলাপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে শোকোদ্বীপক-কৃষ্ণের নামবিশেষ ধরেই বিলাপ করতে লাগলেন
গোপীগণ, এই আশয়ে শ্রীশুকদেব বলছেন—

এবং ভৃশংক্রবাতা—ঈদৃশ বিস্তর বলতে বলতে—এতক্ষণ গোপীদের যে সব বিলাপ বিবৃত হল
তা ছাড়াও আরও অনেক তাদৃশ বিলাপবাক্য উক্ত হয়েছে, একপ বৃক্তে হবে। এর হেতু বিরহাতুরা—
তারা বিরহে বিবশ হয়ে পড়েছিলেন। আরও আছে এক হেতু, এরা যে ব্রজস্থিয়ঃ—সহজ প্রেমরস-
ময় বলে জগতে প্রসিক্ত। অতএব কৃষ্ণবিষমকৃত্যমানসাঃ—প্রেমে কৃষ্ণেতে আসক্তচিত্ত। অতএব লজ্জা
ত্যাগ করে সুম্মদ্রং—করণ উচ্চস্বরে শুধু কাঁদতে লাগলেন প্রেমাতীতে—আর কথা বলার শক্তি
হারিয়ে যাওয়া হেতু। কি বলে কাঁদতে লাগলেন? এরই উত্তরে, গোবিন্দ দামোদর মাদ্রব ইতি।
গোবিন্দ—এই নামটি উচ্চারিত হল, গোকুল-রাজকে স্মরণ হেতু, এতে স্মৃতিত হল, রাজা বিনা
সর্বগোকুল ক্ষণকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হবে, দামোদর—একদিন শ্রীব্রজেশ্বরী কৃষ্ণকে দামে উদরে বন্ধন
করেছিলেন, সেই দিন থেকে কৃষ্ণের নাম হল দামোদর—এই নামটি তদবধি যশোমার স্বকৃতকর্মের
অনুতাপ স্মারক—অতএব হে কৃষ্ণ বুঝে দেখ, তোমা বিনা যশোমার ঐ নামের স্মরণে সম্প্রতি কি
অবস্থা হবে। মাদ্রব—(শ্রীভা° ১০।৩১।১) শ্লোকে গোপীগণ বলছেন, “হে কৃষ্ণ ব্রজে তোমার আবির্ভাব-
কাল থেকে লক্ষ্মীদেবী বৃজধাম অলঙ্কৃত করে বিরাজমান আছেন।” এই শ্লোক প্রমাণে, এবং
(শ্রীভা° ১০।৪৭।২০) “লক্ষ্মীদেবী ষাঁর সহচরীরূপে বক্ষোদেশে বিরাজমান আছেন, সেই কৃষ্ণের কাছে
আমাদের নিয়ে যাবে কেন?” এই সব শ্লোক প্রমাণ হেতু, নিজ সম্ভাবন অনুসারে সেই নারায়ণ-
প্রিয়াদ্বারাও তুমি গুঢ়ভাবে বৃত। তাই বলছি, পরমসংনায়ক তুমি আমাদের মহানুরাগের যোগ্য-
বিষয়রূপেই অবিতৃভূত হয়েছে, — এইসব কথা মনে পড়ায় হায় হায়, কি করে যে আমাদের সময়
কাটছে, তাতো বুঝতেই পারছি, ইহাই ধ্বনি এখানে। [মা+ধব] ‘মা’ লক্ষ্মীনামক নারায়ণ-প্রিয়াকেও
‘ধব’ (ধুনোতি) প্রাপ্তির উৎকর্ষায় প্রস্তুত করে দিচ্ছ? এইরূপ নিকৃষ্টিও এখানে প্রস্তুত বিষয়ের
উপযোগী, একপ বৃক্তে হবে। ঈশ্বর হলেও অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান থাকলেও তোমার বিচ্ছেদে
আমরা বাঁচব কি করে। মরণেও যে হায় হায় পুনরায় আর দেখতে পাব না, একপ ধ্বনি।

শ্রীণামেবং রুদন্তীভান্মুদিত সবিভবঃ ।

অক্রুরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥৩২॥

৩২। অবয়ব : অথ সবিভরি (সূর্য্যো) উদিত [সতি] কৃতমৈত্রাদিকঃ (কৃতং সঙ্কোপাসনং তদা-
দিকং কর্ম যেন সঃ) অক্রুরঃ এবং রুদন্তীনাং শ্রীনাং [অনাদৃত্য] রথং চোদয়ামাস (চালয়ামাস) ।

৩২। মূলানুবাদ : অনন্তর শ্রীঅক্রুর সূর্য্যউদয়ে শুভলগ্নে সঙ্ক্যাবন্দনাদি কর্ম সমাপন পূর্বক
রোদনপরা গোপনারীদের অনাদর করেই রামকৃষ্ণকে নিয়ে রথ হাঁকিয়ে দিলেন ।

এই সব নামের সঙ্গে আরও অনেক নামময় করণ বিলাপ করা হয়েছে, যা শ্লোকশেষে ইতি
শব্দে বুঝানো হয়েছে ॥ জী°৩১ ॥

৩১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : এবং বিলপ্য কৃষ্ণং রথাদবতারয়িতুং সংহতা এব যদা গন্তং
প্রাপ্তা। স্তদোরুস্তস্তাদিবিঘ্নবশাদসামর্থ্যে সতি কেবলং রুদন্তুরেবেত্যাহ—এবমিতি । বিরহপীড়য়া আতুরাঃ
একমপি পদং গন্তং স্পষ্টাক্ষরতয়া বক্তৃকাসমর্থ্যঃ, হে গোবিন্দ, ইত্যনেনাস্মাকং গা মনশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়-
বৃত্তিগবীঃ পরঃসহস্রা বিন্দ লভস্ব ত্বংসঙ্গ এব গচ্ছন্তীরেতাঃ কৃপয়া গৃহাণ স্বীয়মনোবৃষভেদ্রেণ সহ সঙ্গ-
ময্য রক্ষ ন তূপেক্ষস্ব, দেহান্তস্মাকং ত্বংসঙ্গাযোগ্যত্বাদুর্ভগা অত্রৈব পঞ্চতং প্রাপ্যাস্তি, যদি ত্বং
নাগমিষ্যসীতি বিজ্ঞাপনা । কিঞ্চ, শ্রীবদান্ জিঘৃক্সি চেদগৃহাণ যন্তা প্রেয়া দামবন্ধনমপি স্বীকৃতবান-
ভূস্তাং মাতরং শ্রীব্রজেশ্বরীং মা জহি, যদি পরশ্চত্বং নায়াস্তুসি তদা সা সর্বথা মরীচ্যতীতি মাতৃহতাস্ত
মা গৃহাণেতি হে দামোদরেতি পদেন বিজ্ঞাপনা । হে মাধবেতি ত্বামস্মাকং মা খলু ধবঃ, কিন্তু সখা
ভবসি । যদি ধবোইভবিষ্যস্তদা অস্মাতু তব সন্তস্তুবাং স্ববন্তুনাং পালনে জ্বালনে বা নৈবাদিদোষং
প্রাপ্যাসঃ ; কিন্তু বয়ং পরদ্রব্যানি ভবামোহতোইত্মান্নাশনিবন্ধনং দোষং মাঙ্গীরথা ইতি বিজ্ঞাপনা
ছোতীতি ॥বি°৩১ ॥

৩১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : এইরূপ বিলাপ করত কৃষ্ণকে রথ থেকে নামিয়ে আনার
জন্তু যখন তাঁরা দল বেঁধে রথের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন, তখন উরুস্তস্তাদি বিঘ্নবশে যেতে অসমর্থ
হলে কেবল কাঁদতে লাগলেন, এই আশয়ে শ্রীশুকদেব বলছেন, এবং ইতি ।

বিরহাতুর - বিরহপীড়য়া আতুর, এক পাও চলতে স্পষ্টাক্ষরে কথা বলতে অসমর্থ । হে
গোবিন্দ—এই সম্বোধনের দ্বারা কৃষ্ণকে জানালেন, আমাদের ‘গা’ শতসহস্র মনচক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি-
সমূহকে ‘বিন্দ’ লাভ কর, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই গমনপর এই গোপীসকলকে কৃপা পূর্বক গ্রহণ কর
অর্থাৎ নিজমনোরূপ বৃষশ্রেষ্ঠের সহিত মিলন ঘটিয়ে রক্ষা কর, উপেক্ষা কর না । আমাদের দেহ
যদি তোমার সহিত মিলনের অযোগ্য হওয়ায় ভাগ্যহীনা আমাদের কাছে না আস, তবে এখানেই
পঞ্চহপ্রাপ্ত হব । আরও, শ্রীবদভাগী যদি হতে চাও হও, কিন্তু যাঁর প্রেমে দামবন্ধনও স্বীকার
করেছিলে, সেই মাতা ব্রজেশ্বরীকে বধ করো না । যদি পরশু তুমি না আস, তবে নিশ্চয়ই তিনি

মরে যাবেন। তাই বলছি মাতৃহত্যাভাগী হয়ো না — ‘হে দামোদর’ সম্বোধনে একপই জানাল কৃষ্ণকে গোপীরা। হে মাদ্রব — ‘হে লক্ষ্মীপতি’ এই সম্বোধনে কৃষ্ণকে জানালো, তুমি আমাদের পতি নও, কিন্তু সখা বটে। যদি পতি হতে, তবে আমাদের উপরে তোমার সত্ত্ব সম্ভব হওয়া হেতু নিজ বস্তুর পালনে বা জ্বালনে অতি দোষভাগী হতে না; কিন্তু আমরা তোমার পক্ষে পরদ্রব্য, অতএব আমাদের নাশ-নিবন্ধন দোষভাগী হবে, এ হয়ো না, একপই ব্যঞ্জনা এখানে ॥ বি° ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ° তৈ° টীকা : এবমুক্তপ্রকারেণ রুদতীরপি শ্রীয়োহনাদৃত্যোতি অক্রুরস্তা-
পরোধো ধ্বনিতঃ। স্বতঃ সর্বৈবেরবানুকম্প্যানাং তত্রাপি তাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণপ্রেমণা তথা রুদতীনাং ব্রজশ্রীণাং,
কথমপি সাস্তনমনপেক্ষ্য প্রস্থানাং; অতস্তাভিরপি তদপরাধঃ মহা প্রাপ্তভুত — ‘যোহিসাবনাশাস্ত’
(শ্রীভা ১০।৩৯।২৬) ইতি; শ্রীবিষ্ণুপুরাণেইপি — ‘অক্রুরঃ ক্রুরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান্। এবমার্তাস্থ
যোষিংস্থ ন ঘৃণা কশ্চ জায়তে ॥’ ইতি। অতএব শ্রীগোকুলমহিমজ্ঞাস্ত তদপরাধস্ত ফলমক্রুরস্ত বক্ষ্য-
মাণে শ্রমস্তুক-প্রসঙ্গে-মত্বন্তে। সূর্য উদিত এবৈতি সন্নগ্নাতপেক্ষয়া রথং ভ্রাতৃত্যাং তাভ্যামারুচমিতি
শেষঃ ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবৃত্তাদ : এবং রুদন্তীতাম্ — উক্তপ্রকারে বিলাপ করে
কাদতে থাকলেও শ্রীদের অনাদর করে চলে গেলেন, এইরূপে অক্রুরের অপরাধ ধ্বনিত হল। স্বতঃই
সকলের ঠারাই অনুকম্পার যোগা, এর মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তথা ক্রন্দনপরা ব্রজশ্রীদের
কিঞ্চিংমাত্রও সাস্তন অপেক্ষা না করে প্রস্থান হেতু অপরাধ — সূতরাং এই ব্রজশ্রীরাও সেই অপরাধ
ধরে নিয়ে পূর্বে (শ্রীভা° ১০।৩৯।২৬) শ্লোকে “যে ব্যক্তি আমাদের মতো অতিদুঃখিত জনকে আশ্বাস
প্রদান না করে কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে, তার নাম অক্রুর না হয়ে ক্রুর হওয়াই উচিত।” এই বলে
শাপ দিচ্ছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে — “ক্রুর হৃদয় অক্রুর শীঘ্র অশ্ব হাকিয়ে নিয়ে চলল। আমাদের
মতো একপ আত্মজনদের প্রতি কার না কৃপা হয়? অতএব যারা গোকুল-মহিমা জানেন, তাঁরা মনে
করেন, এই অপরাধের ফলেই অক্রুরের বক্ষ্যমান সামন্তক মণির প্রসঙ্গে অপবাদ, কাশীবাস ইত্যাদি
ঘটেছে। উদিত সবিভরি — শুভলগ্নাদি অপেক্ষা করে সূর্য উদয়ে রামকৃষ্ণ রথে উঠে বসলে রথ চালিয়ে
দিলেন ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : শ্রীণামিত্যনাদরে বষ্টী। ভো মাতরঃ, ক্ষমধ্বং পরাধীনস্ত রাজ-
সেবকস্ত মমাপরাধমেঘোহিমব কৃষ্ণমানীয় সমর্পয়িষ্যামীত্যাস্বাসনাকরণমেবানাদরঃ। অত এতদনাদর-
লক্ষণাপরাধফলমক্রুরস্ত শ্রমস্তুকপ্রসঙ্গে কৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখং দ্বারকাত্যাগং দুর্ঘণশো বারাগসীবাসঞ্চ ভাবুক-
ভক্তবিশেষাঃ কেচিন্মত্বন্তে; কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবতং তদাদিকং স্নানসন্ধ্যোপাসনাদিকং কর্ম যেন সঃ অত্র
গোপীবীলাপাধিনিমগ্নসম্পূর্ণচৈতন্যদেব মুনিরা তাৎকালিকবুজেশ্বরীবিলাপবর্ণনমিতি কেচিং। ধর্মহোংসব-
দর্শনসোৎকর্ষমনা বালকোহয়ং স্বপিত্রা সঠৈব যাতি যথা সময়ং পিত্রৈব ভোজয়িষ্যমাণঃ পিতুরঙ্ক এব
সুখং শয়িষ্যমাণ একদিনং তত্র স্থিত্বা পরশ্বঃ পুনঃ স্বপিত্রা সঠৈবায়ান্ততি কাত্র চিন্তেতি পুরজ্ঞাতি-

গোপাস্তম্ভসজ্জন্তু বন্দাদ্যাঃ শকটেষুতঃ ।

আদায়াণায়বঃ ভূরি কুস্তাব্ গোবসসম্ভূতাব্ ॥ ৩৩ ॥

গোপাশ্চ দয়িতাঃ কৃষ্ণমবুজ্যাবুরঞ্জিতাঃ ।

প্রত্যাদেশঃ ভগবতঃ কাজ্জন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥ ৩৪ ॥

৩৩। অর্থঃ : ততঃ নন্দাদ্যাঃ গোপাঃ ভূরি গোবসসম্ভূতান্ (ঘৃতাভিঃ পূর্ণান্) কুস্তান্ উপায়ণম্ আদায় শকটে: তং (শ্রীকৃষ্ণং) অবসজ্জন্তু (অবগচ্ছন) ।

৩৪। অর্থঃ : গোপাঃ চ দয়িতাঃ (প্রিয়ং) কৃষ্ণং অবুজ্য (কিয়দূরে সঙ্গে গচ্ছা) অরঞ্জিতাঃ (তৎকৃত নিরীক্ষণাদিনা কথঞ্চিৎ আনন্দিতা সত্য:) ভগবতঃ (কৃষ্ণস্য) প্রত্যাদেশঃ কাজ্জন্ত্যঃ অবতস্থিরে (স্থিতাঃ) ।

৩৩। মূল্যাবাদঃ : অনন্তর নন্দাদি গোপগণ রাজার জন্তু ঘৃতাди পূর্ণ বহুবহু কুস্ত ভেট নিয়ে শকটযোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করলেন ।

৩৪। মূল্যাবাদঃ : গোপীগণও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন পূর্বক তাঁর সপ্রেম কটাক্ষে আনন্দিত হয়ে প্রত্যাহারের আকাজক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন ।

গোপৈশ্চ নন্দাদিভিঃ মুহুরাখাসিতায়াস্তস্তান্দা নাতিশোক ইত্যন্তে প্রাঃ ॥ বি° ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুত্যাগ টীকাবাদের : স্বীণাম্—স্বীদের (অনাদরে বস্তু)—ওগো মাঠাকরুণ, পরাধীন রাজসেবক আমার এই অপরাধ ক্ষমা করতে আজ্ঞা হোক, আমিই কৃষ্ণকে এনে আপনার হাতে সমর্পণ করব, এরূপ আশ্বাস না দেওয়াই অনাদর । পরে এই অনাদর-লক্ষণ অপরাধ ফলেই অক্রুরের সামন্তকর্মণি প্রসঙ্গে কৃষ্ণবিচ্ছেদদুঃখ, দ্বারকা ত্যাগ, বদনাম ও বারানসী বাস হয়েছিল, এরূপ কোনও কোনও ভাদুক ভক্তবিশেষ মনে করেন । কৃত্যমিত্রাদিকং—[মৈত্রম্=মিত্রদৈবতং=দৈহিকং] স্নানসন্ধ্যা-উপাসনাদি দৈহিককার্য সমাপন করেই (রথ চালিয়ে দিলেন) । এখানে গোপীবিলাপে সম্পূর্ণ নিমগ্ন চিন্তিতা হেতুই শ্রীশুকদেব তৎকালিক ব্রজেশ্বরী মা যশোদার বিলাপ বর্ণন করতে পারেন নি, এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন । অতঃ কেউ কেউ বলে থাকেন—ধনুর্ঘণ্টমহোৎসব-দর্শনোৎকর্ষমনা আমার এই বালক নিজ পিতার সঙ্গেই যাচ্ছে, যথা সময়ে পিতাই একে খাওয়াবে, পিতার কোলেই সুখে ঘুমাবে—একদিন মাত্র ওখানে থেকে পরশুই পুনরায় নিজ পিতার সঙ্গেই ফিরে আসবে, এখানে চিন্তার কি আছে? এইরূপে বয়স্কা ব্রজমহিলাগণের দ্বারা, গোপগণের দ্বারা এবং নন্দাদির দ্বারা বার বার আশ্বাসিত মা যশোদার তখন অতিশোক হয় নি । বি° ৩২ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ°তো টীকা : ত রথমঘষজ্জন্তু পশ্চাদগচ্ছন, বিবিধশঙ্কাছাকুলচিন্তায়াং । আত্মশঙ্কেন সন্নন্দাদয়শ্চ । তত ইত্যনেন স্মৃতিতে বিলম্বে হেতুঃ উপায়নং রত্নাভ্যন্তমদ্রব্যং কুস্তাশ্চ ; এবং যাত্রামঙ্গলমপি স্মৃতিতম্ ॥ জী° ৩৩ ॥

ভাস্তথা তপ্যতীবীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদুভয়ঃ ।

সান্তু যামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥৩৫॥

৩৫। অন্নমঃ : তদা যদুভয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপ্রস্থানে তথা তপ্যতীঃ তাঃ বীক্ষ্যঃ সপ্রেমৈঃ আয়াশ্চে ইতি দৌত্যকৈঃ (দূতবাকৈঃ) সাস্ত্রয়ামাস ।

৩৫। মূল্যাবুবাদঃ : যত্নপতি শ্রীকৃষ্ণ তার প্রস্থানকালে সেই গোপীগণকে অত্যন্ত সন্তাপ করতে দেখে 'শীঘ্রই আসছি', বলে প্রেমপূর্ণ দূতবাক্যে বার-বার সাস্ত্রনা দান করলেন ।

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : তন্ম্ অবুসজ্জন্তু—সেই রথের পিছে পিছে চললেন গোপগণ,—বিবিধ শঙ্কাদিতে আকুলচিত্ত হওয়া হেতু। বন্দাদ্যা—এখানে 'আদি' শব্দে নন্দের বড় ভাই সন্নন্দ প্রভৃতি। ততঃ—একটু পরে, এই পদে সূচিত বিলম্বে হেতু—নানাবিধ রাজভেট গ্রহণ, যথা উপায়বৎ—রত্নাদি উত্তমদ্রব্য কুম্ভাব্—গোরসপূর্ণ কলস, এবং যাত্রার মঙ্গলঘট ইত্যাদি ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : প্রত্যাদেশঃ গমনে বৈমুখ্যোন্মাক্রুরবচনাদিখণ্ডনম্ । যদ্বা, দূতাদি-দ্বারাবধিকরণার্থ-নিজবিজ্ঞপ্তিবাক্যস্ত প্রতিবচনমিত্যর্থঃ । অবতস্থিরে দূরতন্তদ্দৃষ্টিবিষয়ে পরমোচ্চদেশে সাবধানতয়া স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব বো° তো° টীকাবুবাদঃ : প্রত্যাদেশঃ—[শ্রীজী°ক্রম°—প্রত্যুত্তর], গমনে বিমুখতা জানিয়ে অক্রুর-বচনাদির খণ্ডনরূপ কৃষ্ণের প্রত্যুত্তর আশায় দাঁড়িয়ে রইলেন গোপীগণ । অথবা, কৃষ্ণের মনেরভাব নিশ্চয়করণের জন্য দূতাদিদ্বারা গোপীরা যে তাঁকে বন্দাবন ছেড়ে না-যাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তার উত্তর পাওয়ার জন্য গোপীরা অবতস্থিরে—দূরে থেকে কৃষ্ণের দৃষ্টির বিষয় যাতে হওয়া যায়, এরূপ একটি অতি উচ্চ স্থানে সাবধানে দাঁড়িয়ে রইলেন ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ : অনুরজিতাঃ কৃষ্ণেন রথস্থেনৈব পশ্চিমাভিমুখীভূয় স্বপ্রেয়সীনাং নির্গচ্ছতঃ প্রাণানালক্ষ্য ভোঃ প্রাণৈকবল্লভা, মা খিণত, এষোইহমেতান্ বঞ্চয়িত্বা যুগ্মাংসগ্নিধিমগ্ন্যামী-তার্থদ্যোতকেন নিরীক্ষণেন কিঞ্চিদানন্দিতাঃ । ততশ্চোর্বাদিজাড্যে কিঞ্চিন্নিহতে সতি গোপ্যশ্চতি যথা গোপা আনন্দেন রথমহুব্রজন্তি স্ম, তথা গোপ্যশ্চ দয়িতং অনুব্রজ্য প্রত্যাদেশক কাক্ষন্ত্যঃ অবতস্থিরে নয়নকৃতমাখ্যাসং যথা প্রাপুস্তথা বচনকৃতমপি তমভিলষন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ : অনুরজিতা—আনন্দিতা, কৃষ্ণ রথের উপরে আসীন থেকেই গোপীদের দিকে যার ফিরিয়ে নিজ প্রেয়সীদের প্রাণ কণ্ঠগত হয়েছে দেখে—'ওগো প্রাণৈক-বল্লভাগণ, ছুঃখ কর না, এদের বঞ্চনা করে এই আমি তোমাদের কাছে এলাম বলে' এইরূপ অর্থ দ্যোতক দৃষ্টিপাতের দ্বারা কিঞ্চিৎ আনন্দিত করলেন । অতঃপর গোপীদের উরু-আদির জাড্য কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হলে গোপ্যশ্চ—যথা গোপগণ আনন্দে রথের পিছনে পিছনে চললেন, তথা গোপীগণ

দয়িতের পিহনে পিহনে গিয়ে তাঁর প্রত্যাশা দেখে তাঁদের বিলাপের প্রত্যুত্তর পেতে আকাঙ্ক্ষা করত দাঁড়িয়ে রইলেন তার দৃষ্টির মধ্যে যথা নয়নকৃত আশ্বাস পেয়েছেন, তথাই তাঁর বচনকৃত আশ্বাসও অভিলষ্য করত। বি° ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ কেচিৎ যদেবং ব্যাচক্ষতে, দূতদ্বারক-সন্দেশে স্বরূপৈরায়াস্তামি ন তু স্বয়মিতি, তদসং : ইতি-শব্দস্ত সর্বান্তে নির্দেশাভাবাৎ তদপ্রতিপত্তেঃ, সন্দেশমাত্রাগমেনে প্রত্যুত তাসাং পরমক্ষোভাপত্তেঃ, ‘আগমিষ্যতাদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ’ (শ্রীভা ১০।৪৬।৩৪) ইত্যনেন পরমাপ্ত-দূতস্ত শ্রীমদুদ্ববস্ত বাক্যেন চ তদুচ্ছিত্তেঃ। দৌত্যকৈর্গোপ্যতয়া বারম্বারং বহুভিদূতগচনৈঃ সপ্রেমৈ-বিবিধ-শপথাদিপূর্বকং স্নেহময়ৈর্ন তু সঙ্কলৈরিতার্থঃ। যদুত্তম ইতি সম্প্রতি তন্মাত্মভিত্ত্যৈব তদ্রক্ষা-নিশ্চয়াং গমনে হেতু। আয়াসো ইতি—বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বিতে তত্র লট-প্রয়োগোইপি : তচ্চ দন্তবক্রবধানস্তরং সিদ্ধমিতি পাদ্যোত্তরখণ্ডং, মূলদ্বারস্তঞ্চ তত্রৈবোদাহরিশ্রুতে। জী° ৩৫॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ আয়াসো ইতি—‘আয়াসো’ এই আসছি। কেউ কেউ যে বলেন, দূতমুখে বার্তার মধ্য দিয়ে স্বরূপের ক্ষুণ্ণিত্তে ‘আগমন’ বলাই এখানে উদ্দেশ্য, সাক্ষাৎভাবে নিজের উপস্থিতি নয়। এরূপ অর্থ কিন্তু নির্দিষ্ট, কারণ ‘ইতি’ শব্দটি সর্বশেষে না থাকায় ওরূপ অর্থ টেকে না। যদি বলা যায় ‘আয়াসো’ এই খবরটাই মাত্র এসেছিল, কতদিন পরে সেই আগমন হবে, তা বলা হয় নি, তাতেও কিন্তু তীব্রবিরহ তাপ গোপীদের চিত্তে জাত হত, — শ্রীউদ্ববের বাক্যও — “অল্পকাল পরেই অচ্যুত আসবে” (শ্রীভা° ১০।৪৬।৩৪), ঐসব অর্থ নস্তাৎ হয়ে যেত। দৌত্যকঃ—[বহুবচন] দূত মুখে মুখে, গোপনে বারবার বহু দূতমুখে প্রেরিত বচনে সাপ্রায়ঃ—বিবিধ শপথাদি পূর্বক স্নেহময় বচনে, কপট বচনে নয়, সান্ত্বয়াম্যাস—সান্ত্বনা দান করলেন। যদুত্তম—যদুপতি, পতির পক্ষে তার অধীনস্থদের পালন করাই স্বাভাবিক—কাজেই এখানে এই পদটি শ্রীশুকদেব ব্যবহার করলেন, কৃষ্ণ সম্প্রতি তার অধীনস্থ যজ্ঞদের নিশ্চয়ই পালন করবেন, এই অভিপ্রায়েই—তার মথুরাগমনে ইহাই হেতু। আয়াসো—এই আসছি, ‘বর্তমান সামীপ্যে বর্তমানবৎ’ নিয়মানুসারে লট-বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে। —দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে এসেছিলেন—পাদ্যোত্তর খণ্ডে ইহা পাওয়া যায়। যথা—“কৃষ্ণোইপি তং হৃদ্বা যমুনামুদীর্ঘ নন্দব্রজং গতা ইত্যাদি”। জী° ৩৫॥

৩৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ তপ্যাতীং সন্তপ্যমানাঃ। যদুনাং পালনে প্রবৃত্তমতিহাং যদুত্তমঃ। দৌত্যকৈর্দূতবাক্যৈঃ। কর্মণি যুগ্ধং। বহুবচনেন যথা তাসাং প্রবোধো ভবতি তথা বহুপ্রকারৈস্তদ্বি-শ্বাসোৎপাদকশপথশতসহিতৈরিতার্থঃ। ক প্রত্যয়েনানুকম্পাব্যঞ্জকৈঃ। সপ্রেমৈঃ সপ্রেমভিরিতি। যথা যুগং মাং বিনা বিভিন্নধৈর্য্যাস্তথৈবাহমপি বিদীর্ণহৃদয় এব পরাধীন এব ভবতীনাং স্মিতমধুরকটাক্ষ-মাস্বীকং ত্রিজগতিচ্ছলভং স্বধীরসনয়া লিহনৈব জীবন্ পুরীং যামি, যজ্ঞং পরশ্চো নাগমিষ্যামি তদা যুগ্মহৃৎ যুগপদেব প্রাণান্ ধতুং ন প্রভবিষ্যামঃ। যদি বা পরমায়ুঃ প্রাবল্যাদাশাবন্ধাচ্চ জীবিত্য-

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণু রথস্য চ ।

অবুপ্রস্থাপিতান্নানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। অর্থঃ : যাবৎ রথস্য কেতু (ধ্বজঃ) আলক্ষ্যতে (দৃশ্যতে) যাবৎ রেণু চঃ [দৃশ্যতে] অনু-
প্রস্থাপিতাশ্চনঃ (কৃষ্ণপশ্চাৎ প্রেরিতাঃ চিত্তানি যাভিঃ তাঃ গোপাঃ) লেখ্যানি ইব উপলক্ষিতাঃ (সমীপে
-ইপি লৌকৈঃ দৃষ্টাঃ) ।

৩৬। স্ফল্যাবাদঃ : এতেও গোপীদের সত্ত্ব প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু শাস্তি হল না, তাই
বলা হচ্ছে,—

যতক্ষণ পর্যন্ত রথের পতাকা লক্ষণে, যতক্ষণ পর্যন্ত রথচক্রোথ ধূলিকণা লক্ষণে কৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ
দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণানুগতমনা গোপীগণ দাঁড়িয়ে রইলেন পটে আঁকা ছবির মতো,
লোকের দ্বারা সেরূপই দৃষ্ট হতে লাগলেন ।

মস্তদপি তজ্জীবনং মরণকোটিতোইপ্যতিকষ্টমিত্যাদি প্রেমামৃতমক্ষিতৈরিতার্থঃ । আয়াস্তে আয়াস্তামি
পরম্ আগমনপ্রকারস্তুপরিষ্টাছ্যাখ্যাস্ততে ॥ বি° ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিষ্মবাথ টীকাবুদাদঃ : তপ্যাতীর্বাঙ্ক্য - গোপীরা সন্তাপ করছেন দেখে । যদুভৃত্তঃ -
এখন যদুদের পালনে প্রবৃত্তমতি হয়েছেন, তাই বলা হল 'যদুভৃত্ত' যদুপতি । দৌত্যাকঃ- দূতবাক্য-
সমূহের দ্বারা, এই বহুবচন প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, যাতে গোপীদের প্রবোধ হয় সেইরূপে বহুপ্রকার
তাদের বিশ্বাস-উৎপাদক শতশত শপথ-সংযুক্ত বাক্যে সান্ত্বনা দান করলেন । 'ক' প্রত্যয়ের দ্বারা এই
দূতবাক্য যে অনুকম্পা মিশ্রিত তাই বুঝানো হল । আয়াস্যো - শীঘ্রই আসব, এরূপ বললেন,
সাপ্রায়ঃ - সপ্রেম বাক্যে, যথা—হে গোপীসকল ! তোমরা যেমন ধৈর্যহারা হয়েছ তেমনই আমিও বিদীর্ণ-
হৃদয় হলেও পরাধীন যে, আমি তোমাদের ত্রিজগততুল্য হাসিমাখা মধুর কটাক্ষমধু নিজ বুদ্ধিরূপ
রসনায় লেহনেই জীবনধারণ করত মথুরাপুরী যাচ্ছি, যদি আমি পরম না ফিরে আসি, তা হলে
তোমরা ও আমি যুগপৎ উভয়েই প্রাণধারণ করতে পারব না । যদি বা পরমায়ুর প্রাবল্যে ও আশা
বদ্ধহেতু বাঁচি, তাহলেও সেই জীবন মরণকোটি থেকেও অধিক কষ্টপ্রদ হবে, ইত্যাদি প্রেমামৃত
মিশানো বাক্যে সান্ত্বনা দান করলেন ॥ বি° ৩৫ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তথাপি তাঙ্গা সদ্যঃ প্রাণরক্ষৈবাভূং ন তু শাস্তিরিত্যাহ -
যাবদতি । আলক্ষ্যতে কিঞ্চিল্লক্ষণেনেদৃশ্যতে ইত্যর্থঃ । তাবত্তং রথং রেণুকাহু পশ্চাৎ প্রস্থাপিতা-
শ্চান উপলক্ষিতাঃ লৌকৈঃ সমীপে দৃষ্টা ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদাদঃ : এতেও গোপীদের সদ্য প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু
শাস্তি হল না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যাবদ্ ইতি । যাবদ্ আলক্ষ্যতে - যতক্ষণ পর্যন্ত রথের
ধ্বজাদি লক্ষণে কিঞ্চিৎ দেখা যাচ্ছিল । তাবৎ সেই রথ ও রথচক্রোথিত ধূলিকণার অবু—পিছে

তা নিরাশা নিববৃত্তুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে

বিশাকা অহনী নিবুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। অন্নয়ঃ [অথ] গোবিন্দবিনিবর্তনে (গোবিন্দস্য বিশেষণ মথুরাগমনোন্মুখ্যং বিনৈব নিবর্তনে) নিরাশাঃ তাঃ (গোপ্যঃ) নিববৃত্তুঃ (ন্যবর্তন্তঃ) প্রিয়চেষ্টিতং গায়ন্ত্যঃ অহনী নিন্যুঃ (বর্তয়ামাসু)।

৩৭। মূল্যাবাদঃ : অতঃপর মথুরা গমন পথ থেকে গোবিন্দের ভ্রজে ফিরে আসা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সেই স্থানে থেকে ফিরে এসে অতিশোকে কাতর হয়ে প্রিয় কৃষ্ণলীলা গান করতে করতে কোনও রকমে দিন-রাত্রি কাটাতে লাগলেন।

পিছে প্রস্থাপিতা আত্মনো—যাঁদের দ্বারা চিত্ত প্রেরিত হয়েছে সেই গোপীগণ অর্থাৎ কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ উপলক্ষিতা—লোকের দ্বারা নিকটেই দৃষ্ট হতে লাগলেন, চিত্রের মতো। জী^০ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : আলক্ষ্যতে কিক্লিষ্টকর্ণেনেষদৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। গচ্ছন্তঃ কান্তমু প্রস্থাপিতা আত্মনো মনাংসি যাভিস্তাঃ। অতএব লেখ্যানি চিত্রাণীব উপ সমীপেহপি লক্ষিতা লোকৈঃ দৃষ্টাঃ ॥ বি^০ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ : আলক্ষ্যতে—ধ্বজাদিলক্ষণে কৃষ্ণকে কিঞ্চিং দেখা যাচ্ছিল। আবু—গমনপর কান্তের পিছে পিছে প্রস্থাপিতা—প্রেরিতা আত্মনো—মন যাঁদের সেই গোপীগণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণানুগতম্। অতএব লেখ্যানি—পটে আঁকা ছবির মতো লোকের দ্বারা নিকটেই দৃষ্ট হতে লাগলেন তাঁরা। বি^০ ৩৬ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : অতো গোবিন্দস্য বিশেষণ মথুরাগমনোন্মুখ্যং বিনৈব নিবর্তনে নিরাশাঃ, কিন্তু ততঃ আগমন এব সাশাঃ, সতো নিবৃত্তা ইত্যর্থঃ, আয়াস্য ইতি তেনোক্তবাং। তথৈবাহ—প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য চেষ্টিতং ‘তস্মান্নচ্ছরণং গোষ্ঠম্’ (শ্রীভা ১০।২৫।১৮) ইত্যাদিলক্ষণং তত্তৎপ্রতিজ্ঞাপালকং চরিতমায়স্য ইত্যন্ত প্রমাণরূপং গায়ন্ত্যো বিশাকা আশাচ্ছেদজাতেন মর্মপর্যন্ত-ভেদকেন প্রিয়বিচ্ছেদঃ জানন্ত্যস্তদুঃখাশঙ্কালক্ষণেন শোকেন রহিতাঃ সদোহনী নিত্যরদর্শনদুঃখাতিশয়ং বিষহ্য গময়ামাসুঃ, অত্রথা ক্ৰমপি নাগমিষ্যন্নিত্যর্থঃ। যথৈব স্বয়ং শ্রীভগবতা বক্ষ্যতে—‘ধারয়ন্ত্যতি-কুচ্ছেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন। প্রত্যাগমনন্দৈশৈর্বল্লব্যো মে মদাভিকাঃ’ (শ্রীভা ১০।৪৬।৬) ইতি, শ্রীমদুদ্ভবেন চ—‘গায়ন্তি তে বিশদকর্ম গৃহেষু দেব্যো, রাজ্ঞাং স্বশক্রবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ। গোপ্যশ্চ’ (শ্রীভা ১০।৭১।৯) ইত্যাদি। অহনী রাত্রাহনী ইত্যর্থঃ; তদ্বিশেষস্ত লীলাস্তোত্রাদৌ বর্ণিতঃ ॥ জীঃ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈঃ তো^০ টীকাবুবাদঃ : গোবিন্দবিনিবর্তনে—গোবিন্দের বিশেষভাবে মথুরা-গমন উন্মুখতা ব্যতিরেকে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে। নিববৃত্তুঃ—গোপীরা তৎক্ষণে ফিরে চললেন,

ভগবাবপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রুরঘূতা নৃপ।

রথেন বায়ুবোগেন কালিন্দীমঘবশিবীম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৮। অর্থঃ : [হে] নৃপ, রামাক্রুরঘূতঃ ভগবান্ অপি বায়ুবোগেন রথেন অঘনাশিনীং কালিন্দীং সম্প্রাপ্ত।

৩৮। মূল্যাবাদঃ : অতঃপর গোপীদের মতোই কৃষ্ণেরও প্রিয়জন প্রেমাদ্রুতা স্বভাবে আর্তি জাত হলেও তাঁ গোপন করত অবশ্য কর্তব্য বোধে মথুরার দিকেই যেতে লাগলেন এই আশয়ে — হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সেই দুঃখ সহন অক্ষমতায় বায়ুবোগে রথ চালিয়ে অনন্তনাগ প্রদেশ সংযুক্ত পাপনাশিনী যমুনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

‘শীঘ্রই আসবো’ এই কথা কৃষ্ণ বলাতে। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—গোবিন্দবিনিবর্তনে—গোবিন্দের বিশেষ কাজে মথুরাগমন ব্যতিরেকে ব্রজস্থিতি বিষয়ে নিরাশাঃ—নিরাশা, কিন্তু আগমন বিষয়ে ‘শীঘ্রই আসবো’ এই আশা নিয়ে প্রত্যাশিত, অতএব শোক রহিত।] (শ্রীভা° ১০।২৫।১৮) শ্লোকে একুপ উক্ত হয়েছে, যথা—“আমিই যার রক্ষা কর্তা, ঈশ্বর আমার পাল্য বলে যা স্বীকৃত, সেই ব্রজ আমি নিজ অসাধারণ শক্তি বলে রক্ষা করব। ইহাই আমার নিত্যকালের ব্রত।” ইত্যাদি লক্ষণ সেই সেই প্রতিজ্ঞাপালক কৃষ্ণলীলা, যা ‘শীঘ্র আসবো’ এই কথার প্রমাণস্বরূপ, তা গাইতে গাইতে বিশোকা—আশাভঙ্গজাত, মর্মপর্যন্ত ভেদক, ও জ্ঞানগম্য প্রিয়বিস্ফেদ দুঃখাশঙ্কার ভাববিশিষ্ট শোক ত্যাগ করলেন গোপীগণ তৎক্ষণাৎ। অহনী শিব্যঃ—অদর্শন-দুঃখাতিশয় কোনও রকমে সহ্য করত দিন অতিবাহিত করলেন। অতথা ক্ষণকালও কাটতো না, একুপ অর্থ। এই রূপই স্বয়ং কৃষ্ণও বলেছেন, যথা—“মদাঙ্গিকা গোপীগণ আমার ‘শীঘ্র ফিরে আসব’ এই কথার উপর নির্ভর করত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করে আছেন।” শ্রীউদ্ধবও বলেছেন—‘হে প্রভো! গোপীগণ যেকুপ শঙ্খচূড় বধ, আত্মপরিত্রাণ, নক্স থেকে গজরাজের বিমোচন ইত্যাদি আপনার বিমল চরিতগান করেন।’ ইত্যাদি। অহনী—রাত্রিদিন। এর বিশেষ তো লীলা-স্তোত্রাদিতে বর্ণিত আছে। জী° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিষ্মবাত্র টীকাঃ : গোবিন্দস্ত বিনিবর্তনে নিরাশাস্তাস্ততঃ স্থানান্নিববৃত্তুঃ স্বয়মেবাসৌ সর্বান বঞ্চয়িত্বা নিবর্তিত্যত ইতি যা আশা আসীৎ সা নষ্টেত্যর্থঃ। বিশিষ্টশোকবত্য এব অহনি দে নিহাঃ। অহনী ইত্যর্থম্। অহনীত্যাঃ ইত্যেকে ॥ বি° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিষ্মবাত্র টীকাবুবাদঃ : মথুরার রাস্তা থেকে গোবিন্দের ব্রজে ফিরে আসা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সেই স্থান থেকে নিববৃত্তুঃ—ফিরে এলেন। —কৃষ্ণ নিজেই সকলকে বঞ্চিত করে ফিরে আসবেন, এই যে আশা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল; — তাঁরা বিশোকা—বিশিষ্ট শোকে কাতর হয়েই দু-দিন কাটালেন ॥ বি° ৩৭ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অথ তাসামিব প্রিয়জনপ্রেমাদ্রুতা-স্বভাবেন সকলশ্রুতি-
স্মৃতি গীতস্ত শ্রীকৃষ্ণস্তাপি আৰ্ত্তিজাতৈব, কিন্তু গান্ধীৰ্য্যেণৈব গোপিতা ; দৌত্যকৈরিতি বহুবচনেন তদা-
বেশশূচনাং। গমনং আবশ্যক-কার্যাবিশেষার্থমেবেত্যাহ—ভগবানপীতি। সোইপি তদুঃখদর্শনাক্রমতয়া
বায়ুবেগেন তদ্বৎ শীঘ্রতয়া চালিতেন রথেন কালিন্দীমনন্ততীর্থপ্রদেশাবচ্ছিন্নাং সমাক্ প্রাপ্তঃ। কীদৃশীম্ ?
অথানি অহোহুঃখব্যসনানি নাশয়তীতি তাং, নিজবিরহতাপ-মাশনী সা ভবেদিতি বুদ্ধ্যবেত্যর্থঃ। নহু
তদুঃখং ন তত্র স্পষ্টং দৃষ্টং, তত্রাহ—রামেতি। তৎসঙ্কোচান্নিগূহিতমিতি ভাবঃ। নহু তর্হি ব্যাজেনাপি
কথং ন নিবৃত্তঃ ? তত্রাপ্যাহ—রামেতি। শ্রীবস্তুদেবাদি-ত্ৰাণাগ্রহিণা তদ্যুগল-সঙ্গেন তস্তাপি তদা-
বশ্যককর্তব্যতা-ভাবোদীপনাদিতি ভাবঃ। কালিন্দী প্রাপ্তিশেষঃ মধ্যাহ্নে ; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘গচ্ছন্তো
জবিনাশেন রথেন যমুনাটটম্। প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রুরজনাৎ দর্শনাঃ ॥’ ইতি। অতএবাশ্রুতং তৎসঙ্গেন
গন্তুং ন শক্তাঃ। তত্র তদানীং নন্দীশ্বরগিরিসন্নিহিতঃ শ্রীনন্দনিলয় ইতি প্রসিদ্ধাবপি যতপি তাদৃশ-
বেগস্ত রথস্ত তাবান্ বিলম্বো ন সম্ভবতি, তথাপ্যসৌ মুহূর্ত্তাদিদ্ধারা শ্রীগোপিকাসাযনবাহুল্যেন বৃক্ষা-
বৃত্ততয়া রথগমনে কোটিলোম চ জ্ঞেয়ঃ ॥ জী° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : অতঃপর এই ব্রজগোপীদের মতোই সকল
শ্রুতিস্মৃতি-গীত কৃষ্ণেরও প্রিয়জন-প্রেমাদ্রুতা স্বভাবে আর্তি জাত হল, কিন্তু গান্ধীৰ্য্যের দ্বারা তা গোপন
করা হল। পূর্বশ্লোকের ‘দৌত্যকৈঃ’ এইরূপ বহুবচন প্রয়োগে অর্থাৎ বার-বার দূতমুখে প্রবোধ দানে
গোপীদের প্রতি তাঁর আবেশ বুঝা যাচ্ছে। মথুরাগমন তো কার্যবিশেষের জন্য অবশ্য কর্তব্য,
এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ভগবানপি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সেই দুঃখসহন অক্রমতায় বায়ুবেগের
মতো অতি বেগে রথ চালিয়ে কালিন্দীম্—অনন্তনাগপ্রদেশ-সংযুক্ত যমুনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।
কিদৃশ যমুনা ? অঘর্ষাশিলীঃ—পাপহুঃখ ও বিবিধ কামজ দোষ নাশিনী, এই যমুনা নিজবিরহতাপ দূর
করে দিবে, এই বুদ্ধিতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আচ্ছা, গোপীবিরহ দুঃখ তো কৃষ্ণের ক্ষেত্রে
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, এরই উত্তরে রাম ইতি—বড় ভাই রাম ও অক্রুরের সঙ্কোচে গোপন করে
রাখা হয়েছে। আচ্ছা, কোনও ছলে কেন-না তিনি মথুরা গমন থেকে নিবৃত্ত হলেন ? এর উত্তরেও.
রাম ইতি—শ্রীবস্তুদেবাদের ত্রাণ-আগ্রহী রামাক্রুর যুগলের সঙ্গে তাঁরও তখন অবশ্যকর্তব্যতা-ভাব
উদীপন হেতু নিবৃত্ত হলেন না। এই যমুনায় উপস্থিতিও মধ্যাহ্নকালেই হয়েছিল—ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে
পাওয়া যায়, যথা—‘বেগবান অখচালিত রথে মধ্যাহ্নসময়ে রাম অক্রুর-কৃষ্ণ যমুনাতে গিয়ে পৌঁছলেন।’
অতএব নন্দাদি অন্য সকলে তাঁদের সঙ্গে যেতে পারল না। সেই সময়ে ব্রজে শ্রীনন্দালয় ছিল
নন্দীশ্বর পর্বতের উপরে সংস্থাপিত, ইহা প্রসিদ্ধ থাকায় যদিও তাদৃশ বেগবান রথে ঐ যমুনাতে
পৌঁছতে এতটা সময় লাগা সম্ভব নয়, তথাপি কৃষ্ণ মুহূর্ত্ত দূতাদি দ্বারা শ্রীগোপীকাদের সাযন
দিতে থাকায় এবং বৃক্ষাবৃত রাস্তায় রথ আঁকাবাঁকা চলা হেতু এই বিলম্ব, এরূপ বুঝতে
হবে। জী° ৩৮ ॥

তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্ ।

বৃক্ষমণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥৩৯॥

অক্রুরস্তাবুপায়ন্তা নিবেশ্য চ রথোপরি ।

কালিন্দ্যা হৃদয়াগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥৪০॥

৩৯। অন্নয়ঃ : তত্র উপস্পৃশ্য (আচম্য) মণিপ্রভং মৃষ্টং (বিমলং) পানীয়ং পীত্বা বৃক্ষমণ্ডম্, (বৃক্ষসমূহং) উপব্রজ্য (সমীপমাগত্য) সরামঃ রথম্ আবিশৎ (আরুরোহ)।

৪০। অন্নয়ঃ : অক্রুরঃ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) উপায়ন্তা (অনুজ্ঞামাদায়) রথোপরি নিবেশ্য চ কালিন্দ্যাঃ হৃদং আগত্য বিধিবৎ স্নানং আচরৎ।

৩৯। মূলানুবাদঃ : সেখানে তিনি আচমনান্তে ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল পান করত বৃক্ষ-রাজির সমীপে আগমন করত বলদেবের সহিত রথে আরোহন করলেন।

৪০। মূলানুবাদঃ : যমুনাতটে গিয়ে কৃষ্ণের নিজস্ব পরম মধুর বৈভবসিন্ধুতে অক্রুরের অবগাহন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অহো শ্রীব্রজদেবীদের মনোক্ষোভ জন্মানো হেতু সেরূপ হয়নি, যেরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণের হয়েছিল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে তিনটি শ্লোক —

অক্রুর মহাশয় শত্রুভয়ে শঙ্কিত হয়ে রামকৃষ্ণকে রথের অন্তর্দেশে ঢুকিয়ে বসিয়ে রেখে তাঁদের আঞ্জা নিয়ে যমুনার হৃদে এসে যথাবিধি স্নান করতে লাগলেন।

৩৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : উপস্পৃশ্য আচম্য আবিশৎ আরুরোহ ॥ জী°৩৯ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : উপস্পৃশ্য—আচমন করত। আবিশৎ—আরোহণ করলেন।

৪০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অহো শ্রীব্রজদেবী-মনোক্ষোভাৎ। কিল তদাপ্যক্রুরস্ত তন্নি-জপরমধুরবৈভবাবগাহিতা যথা ব্রহ্মাদের্জাতা, তথা ন জাতেত্যাহ—অক্রুর ইতি ত্রিভিঃ। তাবুপায়ন্তা অনুজ্ঞাপ্য। রথোপরিতি সুখোপবেশার্থং কালিন্দ্যা হৃদমনন্ততীর্থম্। তীরমিতি কচিৎ পাঠঃ ॥জী°৪০॥

৪০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : যমুনাতটে গিয়ে কৃষ্ণের নিজস্ব পরমমধুর বৈভব-সিন্ধুতে অক্রুরের অবগাহন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অহো শ্রীব্রজদেবীদের মনোক্ষোভ জন্মানো হেতু সেরূপ হয় নি, যেরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণের হয়েছিল, এই আশয়ে অক্রুর ইতি তিনটি শ্লোকের অব-তারণা—উপায়ন্ত—রামকৃষ্ণের আঞ্জা গ্রহণ, করে রথোপরি ইতি—তাঁদের রথোপরি সন্নিবেশিত করলেন, সুখে উপবেশনের জন্য। কালিন্দ্যা হৃদম্—অনন্ত তীর্থ। ‘তীরম’ পাঠও কোথাও কোথাও দেখা যায়। জী° ৪০ ॥

৪০। শ্রীবিপ্লবাত্ম টীকা : রথোপরি নিবেশ্যেতি সুখোপবেশার্থং শত্রুভ্যঃ শঙ্কয়া বা ॥বি°৪০ ॥

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

তাবেব দদৃশৎক্রুরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥ ৪১ ॥

তৌ রথাস্তৌ কথাস্মিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ ।

তর্হিষ্মিৎ স্যন্দনে বন্ত ইত্যান্মজ্য বাচয়ত সঃ ॥ ৪২ ॥

তত্রাপি চ যথাপূর্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ ।

নামজ্জন্দর্শনং যান্ন ঘৃষা কিং সলিলে তাম্নাঃ ॥ ৪৩ ॥

৪১। অন্নয়ঃ : অক্রুরঃ তস্মিন্ সলিলে (কালিন্দী-হৃদসলিলে) নিমজ্জ সনাতনং ব্রহ্ম (বেদ-মাতৃরূপায়া গায়ত্রীঃ) জপন্ [তত্র সলিলাভ্যন্তরে] সমন্বিতৌ (মিলিত বিগ্রহৌ) তৌ এব রামকৃষ্ণৌ দদৃশে (দৃষ্টবান্) ।

৪২-৪৩। অন্নয়ঃ : আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্যা) স্তুতৌ রথাস্তৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) ইহ (জলমধ্যে) কথং স্তেঃ ? যদি রথাদবরুহ আগতৌ তর্হি ষ্মিৎ [তদা] স্যন্দনে (রথেন স্তঃ ইতি (এতদ্বিচিন্ত্য)) সঃ (অক্রুরঃ উন্নজ্জ্য (জলাৎ উখায়) তত্রাপি চ [রথে] সঃ (অক্রুরঃ) যথাপূর্বং আসীনৌ বাচষ্ট (অপশ্যৎ অথ) সলিলে মে (মম কতুঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ যং দর্শনং [জাতং তং] কিং ঘৃষা (ইতি নিরপয়িতুম্)) সঃ (অক্রুরঃ) পুনঃ এব ন্যমজ্জং (জলমগ্ন অভবৎ) ।

৪১। মূলানুবাদঃ : অক্রুর মহাশয় যমুনা হৃদ জলে মগ্ন হয়ে বেদমাতৃরূপা গায়ত্রী জপ করতে করতে সেই জলের মধ্যে সেই রামকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ দেখলেন ।

৪২-৪৩। মূলানুবাদঃ : বসুদেব পুত্রদ্বয় তৌ রথোপরিই ছিল, তবে এখানে এল কিরূপে ? তা হলে তাঁরা কি রথে নেই, এরূপ বিচার করত অক্রুর জল থেকে উঠে এসে তাঁদিকে পূর্ববৎ রথে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে চিন্তা করলেন, উঁহাদের যে জলমধ্যে দেখলাম, তা কি মিথ্যা—ইহা নিশ্চয় করার জন্য পুনরায় জলমগ্ন হলেন অক্রুর মহাশয় ।

৪০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : রথোপরি বিবেশ্য ইতি—রামকৃষ্ণকে রথোপরি উত্তম-রূপে প্রবেশ করিয়ে বসিয়ে অক্রুর যমুনায় গেলেন—তাঁদের স্তূথে উপবেশনের জন্ত, বা শত্রু ভয়ে এরূপ করলেন । বি° ৪০ ॥

৪১। শ্রীজীব টীকাঃ : সনাতনমিতি বিশেষণং তত্র ভক্তিবিশেষে কারণম্, সমন্বিতৌ পূর্ববদেক-ত্রৈব বর্তমানৌ ॥

৪১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : [শ্রীসনাতন—অক্রুর জলে নেমে বেদমাতৃ রূপা গায়ত্রী জপ করলেন—অথবা 'সনাতনং ব্রহ্ম' নারায়ণ নারায়ণ জপ করলেন । যাঁদের আজ্ঞানুসারে যমুনায় এসেছেন, যাঁদের রথোপরি বসিয়ে এসেছেন, সেই তাঁদের একত্র সম্মিলিত অবস্থায় দেখতে

ভূয়ন্তত্রাপি সোহদ্রাক্ষীং স্তূয়মানমহীশ্বরম্ ।

সিন্ধাচারণগন্ধর্বৈরস্মুরৈব তকন্ধারৈঃ ॥ ৪৪ ॥

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্ ।

নীলাশ্বরং বিসম্ভেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৪-৪৫। অশ্বরঃ : সং (অক্রুরঃ) তত্র (জলমধ্যে) ভূয় অপি নতকন্ধারৈঃ সিন্ধাচারণগন্ধর্বৈঃ অস্মুরৈঃ স্তূয়মানং সহস্রশিরসং সহস্রফণমৌলিনং নীলাশ্বরং বিসম্ভেতং (মৃগাল শুভ্রবর্ণং) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ) শ্বেতম্ ইব (কৈলাশ পর্বতম্ ইব) স্থিতং দেবং অহীশ্বরম্ (অনন্তম্) অদ্রাক্ষীং ॥

৪৪-৪৫ ঘৃণাবাদ : পুনরায়ও সেই জলমধ্যে অক্রুর মহাশয় দেখতে পেলেন, অবনতস্কন্ধ সিন্ধা-চারণ-গন্ধর্ব-অস্মুরগণের দ্বারা স্তূয়মান, সহস্রমস্তক, ফণা ও কিরীটযুক্ত, নীলবসন পরিহিত, মৃগালতুল্য শ্বেতবর্ণ, চূড়াযুক্ত কৈলাস পর্বত সদৃশ আনন্তদেবকে ।

পেলেন জপ করতে করতে ঐ যমুনা জলের ভিতর]। সমান্তরং ব্রহ্ম—‘ব্রহ্ম’ শব্দের পূর্বে ‘সমান্তর’ বিশেষণটি দেওয়ার কারণ, অক্রুরের দাস্তভক্তিবিশেষ। সমম্বিতো—পূর্ববং একত্রেই বর্তমান। [শ্রীবলদেব—অক্রুর যে রামকৃষ্ণকে জলে দেখলেন, এর কারণ তার মনে যে ভয় ছিল, তা দূর করা]। জী°৪১॥

৪১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : স্বমন্ত্রধোয়রূপাদপ্যদ্বুতং রূপমীক্ষিতম। ব্রজেহক্রুরেণ তত্রৈব নিষ্ঠামপ্যাপ চেতসঃ। তাং চ্যাবয়ন্ ব্রজবধূমন্তহতোঃ পুরাতনীম্। নিষ্ঠামেবাণয়ন্ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠং তমদর্শয়ং ॥ বি° ৪১ ॥

৪১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : ব্রজে অক্রুর স্বমন্ত্রধোয় রূপ থেকে এক অদ্বুত রূপ দেখলেন। তথায় নিষ্ঠাও প্রাপ্ত হলেন। তা ছাড়িয়ে, ব্রজবধূমন্তমূল থেকে পুরাতনীমন্ত্রে নিষ্ঠা প্রাপ্ত করিয়ে কৃষ্ণ তাঁকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করালেন ॥ বি°৪১ ॥

৪২-৪৩। শ্রীজীব বৈ°তো° টীকা : তাবিতি যুগাকম্। ইহ জলে, ইতীতি এতদ্বিচিন্ত্যো-ত্যাঃ। তত্রাপি চ শ্রুতনেইপি যথা পূর্বমাসীনো ব্যচষ্টেতি পূর্ববর্ণাশ্রয় ॥

ততশ্চ পুনরেব পুনশ্চাক্রুরো হুমজ্জং। তত্র হেতুঃ দর্শনমিতি। মে মম কর্ভুভূতস্ত, তয়োঃ কর্ভুভূতয়োঃ সলিলে যদদর্শনং, তং কিং স্মৃষেতীতি-শঙ্কেনাশ্রয়ঃ ॥ জী°৪২-৪৩ ॥

৪২-৪৩। শ্রীজীব বৈ°তো° টীকাবুবাদ : ‘তো ইতি’ দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা হবে। ইহ—জলে। ইতি—এইরূপ বিচার করে। তত্রাপি চ—রথের উপরেও পূর্বের মতোই উপবিষ্ট ব্যচষ্ঠ—দেখলেন।

অতঃপর পুনরৈব—পুনরায়ও অক্রুর লামজ্জং—যমুনাজলে ডুব দিলেন। এ বিষয়ে হেতু দর্শনম্ ইতি। মে—আমা কর্ভু অর্থাৎ আমি যে ভয়োঃ—তাঁদিকে যমুনা জলে দেখলাম, তা কি মিথ্যা,

এইরূপ চিন্তা করে পুনরায় ভুব দিলেন ॥ জী° ৪১-৪৩ ॥

৪৪-৪৫ শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : শ্রীভগবাস্তু স্বীয় পরমমধুরবৈভবমনবগাহমানঃ তং প্রতি নিজাংশলক্ষণং শ্রীবিষ্ণুমেবানুভাবিতবানিত্যাহ— ভূয় ইত্যাদি ত্রিভিঃ। তত্র ভূয় ইতি যুগাকম্। ভূয়স্তত্রাপি তত্রৈব হৃদেইহীশ্বরমদ্রাক্ষীং, ন তু পূর্ববৎ কৃষ্ণরামৌ। সৈন্ধেঃ স্বশিগ্ধরূপৈঃ সনকাদিভিঃ ; ভুজঙ্গপতয়ো বিবৃতা বৈষ্ণবে— ‘বৃতং বাসুকিরন্তাতৈর্মহদ্ভিঃ পবনাশিভিঃ’ ইতি। অনুরৈঃ প্রহ্লাদ-প্রভৃতিভিঃ, নতেতি সৰ্ব্বাং বিশেষণম্ ॥

দেবং জগৎপূজ্যম্, মৌলিনমিতি ত্রীহাদিহাদিনিঃ। সহস্রং ফণা মৌলয়শ্চ কিরীটানি বিতন্তে যস্মিন্, শ্বেতং শ্বেতাঙ্গি কৈলাসমিতার্থঃ। টীকায়াং কয়লকন্দস্থ গুণালে তাৎপর্যম্ ॥ জী° ৪৪-৪৫ ॥

৪৪-৪৫ শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় পরম মধুর বৈভব-অনবগাহমান অক্রুরের প্রতি নিজাংশলক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর অনুভূতি দান করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— ‘ভূয় ইতি’ তিনটি শ্লোকে। এব মধ্যো ‘ভূয় ইতি’ যুগল শ্লোকের এক সঙ্গে ব্যাখ্যা। ‘ভূয়স্তত্রাপি’— পুনরায় সেই হৃদেই ভগবান্ অনন্তদেবকে দেখতে পেলেন, পূর্ববৎ কৃষ্ণরামকে নয়। ‘সিদ্ধৈঃ— স্বশিগ্ধরূপ সনকাদি দ্বারা স্তু্যমান। সর্পপতিদের বিবরণ বৈষ্ণবে এরূপ আছে, “কদ্রপুত্র সপ’রাজ বাসুকি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত অনন্ত ভগবান্।” অস্মারঃ—প্রহ্লাদ প্রভৃতি দ্বারা। নতকঙ্করৈঃ— ‘নতকঙ্কর’ এই বাক্য সিদ্ধাদি সকলেরই বিশেষণ। ॥ জী° ৪৪-৪৫ ॥

৪৪-৪৫ শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : দ্বিতীয়ে নিমজ্জনে তু তং স্বাংশং শ্রীবিষ্ণুং তন্মত্তোপাস্তদৈবতং দর্শয়ঃস্তত্রৈব তন্মনোনিষ্ঠাং ধারয়িতুং তংপরিকরানানখশিখং তদ্রূপমপি সাক্ষাদনুভাবয়ামাস। মদীষ্টদেবো বৈকুণ্ঠনাথ এব বসুদেবগৃহেবতীর্ণ ইতি জ্ঞাপয়ামাস চ। ভূয় ইতি ত্রয়োদশভি তত্র দ্বাভাং বলদেবাংশং শেষং বর্ণয়তি—সহস্র ফণামৌলয়ঃ কিরীটানি চ বিতন্তে যস্য তম্। ত্রীহাদিহাদিনিঃ শৃঙ্গৈঃ শিখরৈঃ শ্বেতং কৈলাসমিব। “দদৃশুঃ ব্রহ্মণো লোকং যত্রাকুরোইধ্যগাং পুরে” তত্র “ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠ” মिति স্বাশ্বি ব্যাখ্যানাং। “বৈকুণ্ঠেইপি যথা শেষ” ইতি ভাগবতানুতবা ক্যাক্ত জলেইক্রুরো বৈকুণ্ঠ-মেবাপশ্যাদিতি প্রাচঃ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

৪৪-৪৫ শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : দ্বিতীয় বার যমুনায় নিমজ্জনে অক্রুরকে তাঁর মত্তোপাস্ত দেবতা স্বাংশ শ্রীবিষ্ণুকে দেখালেন, তৎপর সেখানেই তাঁর মনোনিষ্ঠা ধারণ করাবার জন্য তাঁর পরিকর-গণের আপাদ মস্তক, এবং তাঁর রূপ সাক্ষাৎ অনুভব করালেন। এবং তাঁর ইষ্টদেব বৈকুণ্ঠ-নাথই বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ, এরূপ জানালেন— ‘ভূয় ইতি’ ১৩টি শ্লোকে।

এর মধ্যে এই ছটি শ্লোকে বলদেবের অংশ শেষদেবকে বর্ণন করছেন— সহস্রফণামৌলিবয়, সহস্র ফণা ও ‘মৌলয়ঃ’ কিরীট সমূহ সমন্বিত শৃঙ্গৈঃ— শিখর সমন্বিত শ্বেতমিব— কৈলাশের মতো বিরাজমান। (শ্রীভা° ১০/২৮/১৬) শ্লোকে ‘ব্রহ্মণো লোকং’ বাক্যের অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদ করেছেন

ভাস্যাংসঙ্গে মলশ্যাম্ পীতকৌশেয়বাসসম্ ।

পুরুষঃ চতুর্ভুজঃ শান্তঃ পদ্মপত্রাক্ষণক্ষণম্ ॥৪৬॥

চারুপ্রসন্নবদনঃ চারুহাসনিরীক্ষণম্ ।

সুক্রমসং চারুকর্ণঃ সুকোপোলাকৃণাধরম্ ॥৪৭॥

ধবলপীবরভুজঃ তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্ ।

কম্বুকণ্ঠঃ নিম্ননাভিঃ বলিমৎপল্লবোদরম্ ॥৪৮॥

বৃহৎকটিতটশ্রোণি-করভোরুদ্রয়াধিতম্ ।

চারুজাবুগুং চারুজজ্বাযুগলসংযুতম্ ॥৪৯॥

তুঙ্গগুলাক্ষাণনখ-ব্রতদীপ্তিভিঃ তম্ ।

ববাস্তুলাকুষ্ঠদলোবিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥৫০॥

৪৬-৫০। অন্নম্ : তস্য (অহীশ্বরস্য) উৎসঙ্গে (ক্রোড়দেশে) ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং শান্তং পদ্মপত্রাক্ষণক্ষণং চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণং সুক্রমসং চারুকর্ণং সুকোপোলাকৃণাধরং প্রলম্ব-পীবরভুজং (লম্বমান স্থলবাহুং) তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ং (উন্নতো ঋক্কৌ যস্য সচর্মো উরসি যস্য সচ তং) কম্বুকণ্ঠঃ নিম্ননাভিঃ বলিমৎপল্লবোদরং বৃহৎকটিতটশ্রোণি-করভোরুদ্রয়াধিতং (“মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য বহিঃ” রিতঃমরঃ) চারুজাবুগুং চারুজজ্বাযুগলসংযুতং তুঙ্গগুলাক্ষাণনখ-ব্রতদীপ্তিভিঃ (ঈষদ্রুতৌগল্ফো অরুণাঃ নখাঃ তেষাং ‘ব্রাতঃ’ সমূহঃ তস্য দীপ্তিভিঃ কাস্তিভিঃ) বৃতং [তথা] নবাস্তুলাকুষ্ঠদলৈঃ বিলসৎ পাদপঙ্কজং ।

৪৬-৫০। মূলানুবাদ : সেই অহীশ্বর অনন্তদেবের কুণ্ডলীকৃত দেহার্ধে নীলমেঘের স্থায় শ্যামবর্ণ, পীতকৌশেয় বসন পরিহিত, শান্ত পদ্মপত্রের স্থায় অরুণনয়ন চতুর্ভুজ ব্রহ্মাণ্ডস্থায়ী ভগবানকে দর্শন করলেন—

তঁার মুখকমল সুন্দর ও প্রসন্ন, দৃষ্টিপাত মনোহর হাসিতে উজ্জল, ভ্রুযুগল সুন্দর রেখাঙ্কিত, নাসিকা উন্নত, কর্ণদ্বয় সুন্দর, গালদুটি মাধুর্যখনি এবং অধর অরুণবর্ণ।

তঁার ভুজদ্বয় আজামূলধী ও স্থূল, বক্ষোদেশ উন্নত, কণ্ঠ শব্দের স্থায় রেখা দ্বয় যুক্ত, নাভী গভীর ও নিম্ন, উদর বলিভয়ে শোভন।

তঁার বৃহৎকোমর, নিতম্বদেশ ও করভতুল্য উরুদ্বয় সুবিশাল, হাঁটুদ্বয় চারুতায়ভরা, জজ্বাযুগল (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত) সুবিশাল।

তঁার পায়ের গোড়ালি ঈষৎ উন্নত, নখচয় অরুণ কিরণচ্ছটায় দীপ্ত; পাদপদ্মযুগল অতিশয় কমনীয় অঙ্গুলি ও বুদ্ধাকুষ্ঠদলে শোভমান।

‘বৈকুণ্ঠ’, এই হেতু এবং শ্রীভাগবতায়ুতে ‘বৈকুণ্ঠেহপি যথা শেষ’ এরূপ বাক্য থাকা হেতু অত্র দ্বিতীয় বার জল মধ্যে বৈকুণ্ঠেই শেষদেবকে দর্শন করলেন। এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন।

শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ৪৬। অথ দ্বাদশকং তস্তাহীশ্বরস্তোৎসঙ্গে তদানীং লীলায় সুখ-
মাসীনমিতি জ্ঞেয়ম্। ‘তস্তোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং শ্রীবৎসচ্ছাদিতোরসম্। পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং সুপবিষ্টং
দদর্শ হ॥’ ইতি শ্রীবৈশম্পায়নেনোক্তেঃ। অতএব কুণ্ডলীকৃত্যেতি তৈব্যাখ্যাতম্। পুরুষং ব্রহ্মাণ্ডান্ত-
র্যামিনো রূপবিশেষম্ ; স্পষ্টয়িত্যুচ্যতে চ—‘নতোহস্ম্যাং হাম্’ (শ্রীভা° ১০।৪০।১) ইত্যাদিনা। শাস্ত্র-
ঘোরতাত্ত্ব্যভাবেন মনোনয়নানন্দকরমিত্যর্থঃ। পদ্মপত্রবৎ প্রাপ্তে অরুণে ঈক্ষণে যন্ত তম্। জী° ৪৬

৪৭। চারু স্ত শব্দেয়োমুহুর্ত্তির্যদা যদদৃশ্যত, তদা তস্মৈবাতিশয়স্তেনানুভূয়তেতি বোধনায় ॥জী° ৪৭॥

৪৮। শ্রীরত্র রেখারূপা, প্রেয়সী-তৎসখীরূপে অগ্রে বক্ষ্যতে চ, কল্পুবজ্রিরেখকণ্ঠম্ ॥জী° ৪৮॥

৪৯। কটিরেব তটং বিস্তীর্ণতাং ; শ্রোণিরত্র তদগ্রভাগঃ, তয়োবৃহৎ স্থৌল্যম্; ‘মণিবন্ধাদাক নিষ্ঠংকরস্ত
করভো বহিঃ’ উরুদ্বয়স্ত তৎসাদৃশ্যং যথাযথং স্থূলত্বেন ক্রমনিম্নত্বেন চ, অদ্বিত-সংযুতাদিপদং তৎসৌন্দর্য্যা-
তিশয়ব্যাঞ্জনায়াপূর্ব্বমিত্যর্থঃ। তত্তদ্ব্যঞ্জয়তি। জী° ৪৯॥

৫০। নব শব্দেন সৌকুমার্য্যং, তেন চ নবদলবদারুণ্যং লক্ষ্যতে, নবানি যান্ত্রঙ্গুল্যাতিরূপাণি দলানি,
তৈরিত্যি বৈপরীত্যেন রূপকং চাতিশয়িত্যর্থম্। অত্র কচিদ্ব্যুৎক্রমেণ বর্ণনেন তদ্ব্যুৎক্রান্তেব ভ্রমণং বোধ-
য়িত্বা লোভাকুলতা বোধ্যতে ॥ জী° ৫০ ॥

৪৬-৫০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবৃত্তাদি : অতঃপর দ্বাদশ শ্লোক ভাস্যোৎসঙ্গে — সেই
সর্পরাজের ফণপ্রান্তভাগে তদানীং লীলায় সুখে উপবিষ্ট, একরূপ বসতে হবে। একরূপ বলা হল,
শ্রীবৈশম্পায়নের এই উক্তি থাকা হেতু, যথা— “তার উৎসঙ্গে অর্থাৎ কুণ্ডলীকৃত দেহার্ধে ঘনশ্যাম,
শ্রীবৎসচ্ছাদিত বক্ষ, পীতাম্বর-ধর বিষ্ণু সুখে উপবিষ্ট, একরূপ দেখলেন।” অতএব ‘কুণ্ডলীকৃত’
একরূপ ব্যাখ্যা শ্রীধর করলেন। পুরুষঃ—ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্ধ্যামী রূপ বিশেষ—(শ্রীভা° ১০।৪০।১) শ্লোকে
ইহা স্পষ্টও করা হয়েছে—“তুমি অখিলের কারণ, মহাদিরও কারণ, আদি নির্বিকার স্বরূপ পুরুষ
নারায়ণ” ইত্যাদি। শাস্ত্রঃ—ভয়ঙ্কর মূর্তি না হওয়ায় মনোনয়নানন্দকর। পদ্মপত্রারূপেক্ষণম্—
পদ্মপত্রের মতো অরুণবর্ণ চক্ষু।

এই যে ‘চারু’ ও ‘স্ত’ শব্দদ্বয়ের মুহুর্ত্ত উক্তি, তা যখন যা দেখাছেন তখন তারই ‘আতিশয়া’
যে অক্রুরের দ্বারা অনুভূত হতে থাকল, তাই বুঝাবার জন্ত।

শ্রিয়ম্—বক্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রেয়সী, এখানে রেখারূপা। অগ্রে উক্তও হয়েছে। কল্পু—শব্দের
মতো ত্রিবলিরেখাযুক্ত কণ্ঠ।

কটিই যেন তট—তীরভূমি, বিস্তীর্ণ বলে একরূপ বলা হল, শ্রোণি — নিতম্বদেশ, এ দুইই
বৃহৎ—স্থূল। করভ মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত করের বহির্ভাগঃ, উরুদ্বয় করভসদৃশ—যথা-
যথ স্থূল ও ক্রম নিম্নতা প্রাপ্ত বলে ॥ মূলের ‘অদ্বিত’ ‘সংযুত’ প্রভৃতি পদ তৎসৌন্দর্য্যাতিশয় ব্যাঞ্জনার
জন্য, অর্থাৎ সেই সেই অঙ্গের অপূর্ব্বতা প্রকাশের জন্ত।

নবাবলি—‘নব’ শব্দে অঙ্গুলির কমণীয়তা বুঝানো হল। আরও এর দ্বারা নবপত্রের মতো

সুমহাহঁমণিব্রাত-কিরীটকটকাদঃ ।

কটীসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনুপুরকুণ্ডালঃ ॥ ৫১ ॥

ব্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।

শ্রীবৎসবক্ষসং ব্রাজংকৌস্তভং বনমালিনম্ ॥ ৫২ ॥

৫১-৫২ অন্নয়ঃ সুমহাহঁমণিব্রাত-কিরীটকটকাদৈঃ কটীসূত্র-ব্রহ্মসূত্র (যজ্ঞোপবীতং) হারনুপুর-কুণ্ডলৈঃ ব্রাজমানং (শোভমানং) পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ শ্রীবৎসবক্ষসং ব্রাজংকৌস্তভং (শোভমানঃ কৌস্তভঃ যন্ত তম্) বনমালিনং ।

৫১-৫২ মূলানুবাদঃ এইরূপে সর্বাঙ্গের বর্ণন করবার পর ভূষণাদির বর্ণন করা হচ্ছে—

মহামূল্য মণিখচিত শিরোভূষণ, বলয়, বাহুভূষণ, কটীসূত্র, যজ্ঞোপবীত, হার, নুপুর ও কুণ্ডলাদিতে শোভমান, দক্ষিণ করে লীলা কমল ধারণে মনোজ্ঞ, অবশিষ্ট তিন করে শঙ্খচক্রগদা ধারণে দৃপ্ত, বক্ষদেশে শ্রীবৎস লাঞ্জে রম্য, দীপ্ত কৌস্তভে ও বনমালায় সুশোভন সেই ভগবানকে দেখলেন ।

তারুণ্যতা লক্ষিত হল । আরও কচি পাতার মতো অঙ্গুলি না বলে, এই যে অঙ্গুলির মতো কচি পাতা বলা হল, এতে বিপরীত ভাবে উপমা হওয়ায় অঙ্গুলির কোমলতার আতিশয্য বুঝা যাচ্ছে । কখনও ক্রমবিপর্যয়ে অঙ্গের বর্ণনে হেতু অক্রুরের দৃষ্টির সেইরূপ চালনা-বোধ জন্মিয়ে তাঁর লোভা-কুলতা বুঝালেন । জী^১ ৪৬-৫০ ॥

৪৬-৫০ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ কৃষ্ণাংশং নারায়ণং বর্ণয়তি—তস্ত উৎসঙ্গে কুণ্ডলীকৃতদেহার্ধে বিলোক্যোত্যোক্তাদেশেন শ্লোকেনাশ্রয়ঃ । তুঙ্গাংশং উরুস্থলশ্রিয়শ্চেতি দ্বয়োঃ কর্মধারয়েণৈকপদং বলয়স্তির্ঘড়িয়া রেখাঃ সন্তি যস্য তৎ বলিমং তচ্চ পল্লববৎ অশ্বখদলসদৃশমূদরং যস্য তৎ ॥ বৃহদ্ব্যাং কটিতটশ্রোণিভ্যাং করভসদৃশোরুদ্বয়েন চ অদ্বিতম্ । কটিতটং নিতম্বঃ । শ্রোণিঃ “কটিঃ শ্রোণিঃ ককুদ্বতী ।” “মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করোভ বহি” রিত্যমরঃ । তুঙ্গগুল্ফেতি গুল্ফস্য তুঙ্গতা ঈষন্মাত্রৈব ব্যাখ্যেয়া অতিসৌকুমার্যাং নবা অঙ্গুল্যঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চ তে এব দলানি তৈঃ শোভমানে পাদপঙ্কজে যস্য তম্ । বি^১ ৪৬-৫০ ॥

৪৬-৫০ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণের অংশ নারায়ণকে বর্ণনা করা হচ্ছে, ‘তস্য উৎসঙ্গে’ অর্থাৎ ‘কুণ্ডলীকৃত দেহার্ধে’ থেকে ‘বিলোক্য’ ইতি—এই একাদশ শ্লোক এক সঙ্গে অদ্বিত ।

তুঙ্গাংশোরুদ্বয়শ্রিয়ম্, — উন্নত স্বন্ধ ও বক্ষস্থল-শোভা—কর্মধারয় সমাসবদ্ধ হয়ে একপদ । বলিয়ং ইতি—চর্মতরঙ্গরেখা এবং পল্লববৎ—অশ্বখপত্র সদৃশ উদরবিশিষ্ট ।

তাঁর বৃহৎ কটিতট-শ্রোণির সহিত করভসদৃশ উরুদ্বয় সুবিন্যস্ত ! ‘কটিতট’ নিতম্ব । ‘করভ’ মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠঙ্গুলি পর্যন্ত করের বহির্ভাগ ॥

তুঙ্গগুল্ফ ইতি—উন্নত গোড়ালি, ঈষৎমাত্র উন্নতই ব্যাখ্যা করণীয় । অতি কমনীয় হওয়া হেতু নবা ইতি—অঙ্গুলিচয় ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দলে শোভমান পাদপঙ্কজ বিশিষ্ট বি^১ ৪৬-৫০ ॥

সুবল্লবন্দপ্রমুখঃ পার্শ্বদৈঃ সনকাদিভিঃ ।

সুরেশৈঃ ব্রহ্মরূদ্ৰাদৈঃ নবভিঃ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রহ্লাদনারদবসু-প্রমুখভাগবতোত্তমৈঃ ।

স্তূয়মানং পৃথগ্ভাবৈর্বচোভিরম্যভ্যভিঃ ॥ ৫৪ ॥

৫৩-৫৪। অম্লয়ঃ অমলাভিঃ (নির্মলাস্তঃকরণৈঃ) সুনন্দ নন্দপ্রমুখৈঃ সনকাদিভিঃ [চ] পার্শ্বদৈঃ, সুরেশৈঃ (সুরশ্রেষ্ঠৈঃ) ব্রহ্মরূদ্ৰাদৈঃ, নবভিঃ দ্বিজোত্তমৈঃ চ (মরীচিঃ অত্রিঃ অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ভৃগুঃ বশিষ্ঠঃ দক্ষঃ ইতি নবভিঃ প্রজাপতিভিঃ) প্রহ্লাদ-নারদ বসুপ্রমুখৈঃ ভাগবতোত্তমৈঃ পৃথক্ ভাবৈঃ বচোভিঃ স্তূয়মানং ॥

৫৩-৫৪। মূলব্রবাদঃ অক্রুরের দৃষ্ট শ্রীভগবানের পরিবার সমূহ বলা হচ্ছে—

নির্মলাস্তঃকরণ সুনন্দ, নন্দ প্রমুখ পার্শ্বদগণ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মরূদ্ৰাদি সুরেশ্বরগণ, মরীচি প্রমুখ নয়জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এবং প্রহ্লাদ নারদ-বসু প্রভৃতি উত্তম ভাগবতগণ— এই সকলের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত উত্তম বচনে স্তূয়মান হচ্ছেন সেই ভগবান্ ।

৫১-৫২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অধুনা ভূষণাদিকমাহ— স্তমহাহেতি দ্বাভ্যাম্ । স্তমহাহ-শব্দেন পরমশ্রেষ্ঠত্বং, কটিসূত্রেত্যাদীনামপি স্তমহাহাদিকত্বং জ্ঞেয়ম্, তাদৃশকিরীটাদিভিঃ প্রাজ্ঞমানম্ ; যদা তৈস্তৈর্বিশিষ্টং, স্বভাবতস্ত সূর্য্যকোটিবদ্ভাজ্ঞমানম্ । পদ্মস্ত পৃথগ্ভক্তিরনায়ুধত্বাৎ করসম্বন্ধেনোক্তির-হ্যত্রাপ্যঙ্গ তদ্ধারণসম্ভবাৎ ॥

৫১-৫২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাব্রবাদঃ এখন ভূষণাদির কথা বলা হচ্ছে, ‘স্তমহাহ’ দুটি শ্লোকে। ‘স্তমহাহ’ অতি মূল্যবান, এই শব্দে পরমশ্রেষ্ঠতা বুঝাচ্ছে। ‘কটিসূত্র’ ইত্যাদিও যে পরম-মূল্যবান, তাও বুঝানো হল। তাদৃশ কিরীটাদি দ্বারা শোভমান অথবা, সেই সেই ভূষণের দ্বারা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত, কিন্তু স্বভাবতঃই কিরীটাদি বিনাই সূর্য্যকোটিবৎ দীপ্ত সেই বিগ্রহ। ‘শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা’ এই রূপে একসঙ্গে বলাই রীতি, কিন্তু এখানে যে পদ্মের পৃথক উক্তি, তার কারণ এটি শঙ্খ-চক্র-গদার মতো অস্ত্র নয়, এটি হল লীলা-মাধুর্যের জন্তু ধারণ— অত্ৰ তিনটি হাতেই শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণই সম্ভব, না বলা থাকলেও। জী° ৫১-৫২ ॥

৫৩-৫৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ পরিবারানাং-সুনন্দেতি ত্রিভিঃ । তত্র পার্শ্বদাঃ সেবকত্বাৎ সর্বান্তরঙ্গাঃ সনকাদ্যা ভক্তত্বেইপি সেবাংশরাহিত্যেন ততো বহিরঙ্গাঃ, নিক্রামত্বেন ভগবৎ-স্বরূপানুভবিত্বেন চাত্তোভ্যোইন্তরঙ্গাঃ ব্রহ্মাত্তেযু ব্রহ্মরূদ্ৰয়োর্বস্ত তস্ত তদগুণত্বেইপি জগদধিকারংশাভিমানাভাসমন্ভাবেন ততো বহিরঙ্গতাদর্শকত্বম্ অত্বে তু বহিরঙ্গা এব। মরীচিরত্র্যাঙ্গিরসো পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুভৃগুবশিষ্ঠো দক্ষশ্চেতি নব প্রজাপত্যো ব্রহ্মাত্তপেক্ষয়া নৃনজ্ঞানাদিত্বেন বহিরঙ্গা এব, প্রহ্লাদাদয়স্তত্ত্বাহাণ্ড্যত্বেইপি সর্ববতন্তং পরিবারসহিতস্ত তস্ত দৈন্যোনোপাসকভিমানিতয়া বহিরেব প্রায়স্তিষ্ঠন্তীতি সর্ববহির্গণিতাঃ, এষাং দিঙ-নিয়মশ্চাগমানু-

সারাং; যথা—পার্বদাঃ পূর্বাদ্যষ্টষপি দিক্, সনকাদ্যাঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাদ্যা উর্বাদিযথাষং দশদিক্। দেবস্ত দক্ষিণভাগে বা, মরীচাদ্যা বামে, প্রহ্লাদাদয়ঃ সম্মুখে, নারদস্ত সম্মুখোর্ধ্ব ইতি। এতে চ, নিত্যাবরণরূপতাং প্রাপক্ষিকানামীশরূপা জ্ঞেয়াঃ; যথোক্তং পান্নোত্তরখণ্ডে—‘নিত্যাঃ সর্ব পরং ধ্যায়ি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ তে বৈ প্রাকৃতনাকেইশ্বরনিত্যাস্ত্রি-দশেশ্বরঃ ॥’ ‘তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত’ (শ্রীমহাবা) ইতি বৈ শ্রুতিরিতি। অত্ভৈঃ। তত্র শ্রেষ্ঠৈরিত্যমলাভিরিত্যাস্থার্থঃ। অবিদ্যমানং মলং দোষো যত্রৈতি, পক্ষে—পৃথগ্ ভাবৈরিতি বচো-বিশেষণমেব কৃতং; তথাপি বক্তৃষেব তাৎপর্যম্। অথামলাভ্য-রিতি পরিবারস্ত বিশেষণং, তেন চ সর্বোষামেবাভি প্রায়াণাং যুক্ততমং ব্যক্তম্ ॥ জী° ৫৩-৫৪ ॥

৫৩-৫৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদাদ : অক্রুরের দৃষ্ট শ্রীভগবানের পরিবার সমূহ বলা হচ্ছে—সুন্দ ইতি তিনটি শ্লোকে। এর মধ্যে পার্বদাঃ—সুন্দ-নন্দ প্রমুখ পার্বদগণ সেবক হওয়া হেতু সকলের মধ্যে অন্তরঙ্গ। সনকাদি—ভক্তভাব থাকলেও সেবা-অংশের অভাব থাকায় সুন্দ প্রভৃতি থেকে বহিরঙ্গ, কিন্তু নিকামভাব থাকায় ভগবৎস্বরূপের অনুভবী বলে অত্ভৈর থেকে অন্তরঙ্গ। ব্রহ্মরুদ্ৰাদ্যাঃ—ব্রহ্মাদির মধ্যে ব্রহ্মা-রুদ্ৰ দুইজনের বস্তুতঃ (সনকাদির যে যে গুণ দেখান হল) সেই সেই গুণের অধিকারী হলেও জগদাধার-অংশের অভিমান-আভাস থাকায় সনকাদির থেকে তাঁদের বহিরঙ্গত্ব দর্শিত হল। মরীচি আদি অগ্নি ঋষিদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা তো বহিরঙ্গই—মরীচি-অত্রি-অঙ্গিরস-পুলস্ত-পুলহ-কৃতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ, এই নয়জন প্রজাপতি ব্রহ্মাদি অপেক্ষা জ্ঞানে ন্যূন হওয়া হেতু বহিরঙ্গ। প্রহ্লাদ ইতি—প্রহ্লাদাদি সেই সেই মহাগুণের অধিকারী হলেও দৈন্তে সর্বতং পরিবারের সহিত বিরাজমান সেই ভগবানের উপাসক অভিমান বশে বহির্দেশেই প্রায় থাকেন, কাজেই সর্ববহির্দেশেই গণিতা হলেন। আগম অনুসারে এদের দিকনিয়ম বলা হচ্ছে এখন, যথা—পার্বদগণ পূর্বাদি অষ্টদিকে। সনকাদি পিছনে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উর্বাদি দশদিকে, বা দক্ষিণ দিকে। মরীচাদি বামে। প্রহ্লাদাদি সম্মুখে নারদাদি সম্মুখে, উর্ধ্বে। আরও এঁরা সব নিত্য আবরণরূপ হওয়া হেতু এই জগতের জনের সম্বন্ধে ঈশ্বররূপ, একরূপ বৃত্তে হবে—পান্নোত্তর খণ্ডে একরূপই বলা আছে, যথা—পরমধামে অগ্নি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁরা সকলেই নিত্য। আর এই প্রাকৃত স্বর্গে সব অনিত্য দেবতা-ঈশ্বর। [স্বামিটীকা—শ্রেষ্ঠৈর্বচোভিঃ পৃথগ্ ভাবৈঃ বচোভিরিত্যিবা] স্বামি-টীকার ‘শ্রেষ্ঠ’ শব্দের অর্থ অমলাভ্য অর্থাৎ যেখানে দোষের বিद्यমানতা নেই সেই তাঁদের দ্বারা পৃথগ্ ভাবৈঃ—বিশেষ কথার দ্বারা স্তুতঃ। অথবা, এই ‘অমলাভ্য’ বাক্যটি ‘পরিবারের’ বিশেষণ—এতে এই ‘অমলাভ্য’ বাক্যটি ‘সুন্দ নন্দ’ থেকে সকলের সঙ্গেই অগ্নিত হওয়াই এখানে বক্তব্য ॥ জী° ৫৩-৫৪ ॥

৫৩-৫৪ শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : পৃথগ্ ভাবৈরিতি পার্বদৈঃ স্বামিভেন সনকাত্বে ব্রহ্মভেন ব্রহ্মাত্বেঃ পরমেশ্বরভেন মরীচাত্বেঃ প্রজাপতিপতিভেন প্রহ্লাদাত্বে রিষ্টদেবভেন তত্র বস্তুকপরিচরঃ অত্র পার্বদাঃ পূর্বাদ্যষ্টষপি দিক্ সনকাদ্যাঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাদ্যা দক্ষিণে ভাগে মরীচাদ্যা বামে প্রহ্লাদাদ্যাঃ সম্মুখে। নারদঃ সম্মুখোর্ধ্ব এতে চ সর্ব এব নিত্যঃ। প্রাপক্ষিক ব্রহ্মাদ্যা এতদ্ ব্রহ্মাদি বিভূতয়ো জ্ঞেয়া। যত্নতং

শ্রিয়া পুষ্ঠ্যা গিরা কান্ত্যা কীৰ্ত্যা তুষ্টিয়ালায়াজ্জয়া ।

বিদ্যায়াংবিদ্যায়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥ ৫৫ ॥

৫৫। অন্নয়ঃ [শ্রাদয় স্বরূপভূতাঃ তত্র] শ্রিয়া (সম্পদঃ সম্পাদয়িত্র্যা) পুষ্ঠ্যা (শরীরশ্চ পুষ্ঠিদাত্র্যা) গিরা (সরস্বত্যা) কান্ত্যা, কীৰ্ত্যা, তুষ্ঠ্যা, ইলয়া, উজ্জয়া, বিদ্যায়া, অবিদ্যায়া, শক্ত্যা, মায়য়া চ নিষেবিতা ।

৫৫। মূল্যাবুদাঃ আবরণরূপে যে সকল শক্তি বিদ্যমানা তাঁদের কথা বলা হচ্ছে—

শ্রী অর্থাৎ ‘সম্পদ বিধায়িনী’ প্রভৃতি স্বরূপভূতা শক্তি—এর মধ্যে ঐশ্বর্য, বল, জ্ঞান, শোভা, যশ, বৈরাগ্য, ভূ, লীলা-বিদ্যা-অবিদ্যা ও মায়্যা—এই শক্তি সকলের দ্বারা নিষেবিত হচ্চেন সেই ভগবান্ ।

পাদ্যোত্তরখণ্ডে “নিত্যাঃ সৰ্বে পরে ধ্যায়ি যে চাংশে চ দিবৌকসঃ । তে বৈ প্রাকৃতনাৰ্কেশ্বিন্ননিত্যাশ্চি-
দিবৈশ্বর্য” ইতি ॥ বি° ৫৩-৫৪ ॥

৫৩-৫৪ শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদাঃ পৃথক্ ভাবঃ— ভিন্নভিন্ন ভাবযুক্ত উত্তম কথায় স্তুত হচ্চেন—পার্বদঃ—পার্বদগণের দ্বারা প্রভুরূপে । সনকাদিভিঃ—সনকাদি দ্বারা ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাদ্যঃ—ব্রহ্মাদি দ্বারা পরমেশ্বররূপে । নবভিষক্ত দ্বিজোত্তমঃ—মরীচি প্রমুখ নয়জন দ্বিজ শ্রেষ্ঠের দ্বারা প্রজাপতি-রূপে প্রহ্লাদাদ্যঃ প্রহ্লাদাদি দ্বারা ইষ্টদেব রূপে । —শ্লোকের ‘বহু’ উদ্ভূত । পার্বদগণ পূর্বাদি অষ্টদিকে, সনকাদি পিছনে, ব্রহ্মাদি দক্ষিণে, মরীচাদি বামে প্রহ্লাদাদি সম্মুখে । নারদ সম্মুখ ভাগে—এরা সকলেই নিত্য । প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাদি এই নিত্য ব্রহ্মাদির বিভূতি, একরূপ বৃত্তিতে হবে । —ইহা পাদ্যোত্তর খণ্ডে উক্ত আছে— “পরমধামে অগ্নি যে সকল দেবতা আছে, তাঁরা সকলেই নিত্য । আর এই প্রাকৃত স্বর্গে সব অনিত্য ত্রিদশেশ্বর ।” বি° ৫৩-৫৪ ॥

৫৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা আবরণরূপেণ চ বর্তমানাঃ শক্তীরাহ— শ্রিয়েতি । তৈর্য্যাখ্যা তন্ । তত্র হ্লাদিনী স্বরূপানন্দানুভাবিনী, সন্ধিং চিত্রপা স্বরূপভূতমহাশক্তিঃ, সৈব হি শক্তি-শব্দশ্চ প্রথম-প্রবৃত্তিহেতুর্মায়াতিরিক্তা চ তয়া মহালক্ষ্ম্যাখ্যা তদন্তরঙ্গ্যাঃ নিষেবিতঃ, তয়া তৎসম্পর্শাৎ; তদুক্তম্—‘হ্লাদিহা সন্ধিদান্নিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ’ ইতি । সন্ধিদিত্যস্যাংস্তে জ্ঞানমিত্যাধিকা টীকা কেনচিদবুদ্ধৈব কল্পিতেতি লক্ষ্যতে । মায়য়া চ বহিরঙ্গয়া নিষেবিতঃ, চ-শব্দেন গোণতা-ব্যাক্তেস্তয়া তদসম্পর্শাৎ; তদুক্তম্ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিব্রহ্মোক্তা সর্ববাসংস্থিতৌ । হ্লাদতাপকরী মিশ্রা তয়ি নো গুণবর্জিতৌ । ইতি ; তথা দ্বিতীয়ে (৫।১৩) চ—‘বিলজ্জমানয়া যশ্চ স্মাতুমীক্ষাপথেইমুয়া’ ইত্যাদি । অনয়োরেব যুষ্টিভেদাঃ শ্রাদয়ঃ প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকভেদেন দ্বিবিধভাভাসাং জাত্যা ত্বেকত্বং বিবক্ষিতম্ । তত্র শ্রীঃ সম্পদঃ সম্পাদয়িত্রী । পুষ্টিঃ শরীরশ্চ, গীর্বাচঃ, কান্তিঃ শোভায়াঃ, কীৰ্ত্তির্ঘণসঃ, তুষ্টিরন্তঃকরণস্য, ইলা ভূবঃ উর্জা লীলায়াঃ, বিদ্যা যথার্থজ্ঞানস্য, অবিদ্যা তদজ্ঞানস্য তচ্চ কচিৎপ্রেম্ণাপি ভবতীতি হ্লাদিনী বৃত্তিরপি । এতদ্ব্যপলক্ষণভেদাৎ অপি জ্ঞেয়াঃ ; তদুক্তম্ পাদ্যোত্তরখণ্ডে এব—‘এবঃ পরং পদে নিত্যমু-
ক্লেহ’রিপারায়ণৈঃ দিব্যাভিন্নহিষীভিষ্চ রাজতে বিভূরীশ্বরঃ ॥’ ইতি ॥ জী° ৫৫ ॥

বিলোকা সুভৃশং প্রীতা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ।

হৃদ্যত্ববুরূহা ভাব-পরিক্লিষ্টান্নালোচনঃ ॥ ৫৬ ॥

গিরা গদগদয়াস্তৌম্যে সত্ত্বমালম্বা সাত্ত্বতঃ ।

প্রণয়া ঘূর্ণ্যংবহিতঃ কৃতাজ্জলিপুটঃ শীতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অত্র নৃন সংবাদো নাম উবচল্লিংশোধ্যায়ঃ

৫৬-৫৭ । অন্নয়ঃ [এবমুত] বিলোকা হৃৎশং প্রীতঃ পরময়া ভক্ত্যা যুতঃ হৃদ্যত্ববুরূহঃ (উদ্বিগ্নতানি 'তনুরূহানি' লোমানি যস্য সং) ভাবপরি ক্লিষ্টান্ন লোচন (প্রীতিতিশয়েন আত্মঃ 'আত্মা' চিত্তং লোচনে চ যস্য সং) সাত্ত্বতঃ (অক্রুরঃ) সত্ত্বঃ (ধৈর্য্যঃ) আলম্বা ঘূর্ণ্য (শিরসা) প্রণয়া অবহিতঃ (সাবধানঃ) কৃতাজ্জলিপুটঃ [সন্] গদগদয়া গিরা শনৈঃ অস্তৌম্যে (স্তবান্) ।

৫৬-৫৭ । ঘূর্ণ্যবুবাদঃ ভগবানকে এই অবস্থায় দর্শন করত শ্রীঅক্রুর মহাশয় পরম প্রীত ও পরম ভক্তি-যুক্ত হলেন, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল। মিরতিশয় প্রীতিবশে তাঁর চিত্ত ও নয়নযুগল আত্ম হয়ে উঠল। তিনি ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক মাথা ঘুরিয়ে প্রণাম করলেন। অতঃপর সাবধানে কৃতাজ্জলিপুটে গদগদ বাক্যে ধীরে ধীরে স্তব করতে লাগলেন।

৫৫ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুঝাদঃ আবরণরূপে যে সকল শক্তি বিদ্যমানা, তাঁদের কথা বলা হচ্ছে 'শ্রিয়া ইতি'। [শ্রীষামিপাদ—বিদ্যা ও অবিদ্যা জীবের মুক্তি ও বন্ধনের হেতু। মায়া হল বিদ্যা-অবিদ্যার কারণ। 'শক্ত্যা'—হ্লাদিনী ও সন্ধিং (জ্ঞান) শক্তিদ্বারা নিষেবিত।] স্বামি-টীকার 'হ্লাদিনী' স্বরূপানন্দ-অনুভাবিনী আর 'সন্ধিং' চিত্তরূপা স্বরূপভূতা মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই শক্তি শব্দের প্রথম উৎপত্তি হেতু মায়া থেকে ভিন্ন। এই মহাশক্তি নামক তদন্তরঙ্গ শক্তিদ্বারা নিষেবিত, তাঁর সহিত কৃষ্ণস্পর্শ হেতু। —শাস্ত্র-উক্তি "হ্লাদিনীর সহিত সন্ধিদালিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর।" স্বামিটীকায় 'সন্ধিদ' শব্দের পর 'জ্ঞান' শব্দটি অধিক থাকায় কোনও লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ এসে গিয়েছে মনে হয়। মায়য়া চ -বহিরঙ্গ মায়াদ্বারা নিষেবিত। —এখানে 'চ' শব্দে গোপতা প্রকাশের হেতু এই মায়ার সহিত শ্রীভগবানের স্পর্শের অভাব। —শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে, যথা— "হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সন্ধিং—এই ত্রিবিধ শক্তি সর্বাবস্থানভূত তোমাতেই অবস্থিত। হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা বিধায়িনী) সাদিকী, তাপকরী (অর্থাৎ) বিষয়বিয়োগে মানসিক তাপদায়িনী তামসী) এবং মিশ্রা (বিষয়জন্যা রাজসী) —এই তিনটি শক্তি তোমাতে নেই, তুমি প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণ বর্জিত বলে।" তথা (শ্রীভা° ২।৫।১৩) শ্লোকে "মায়া শ্রীভগবানের সম্মুখে দৃষ্টিপথে অবস্থান করতেও বিলজ্জমানা" ইত্যাদি। অন্তরঙ্গশক্তি ও বহিরঙ্গ মায়া-এ দু-এর মূর্তিভেদ হল 'শ্রী' প্রভৃতি। এঁরা প্রাপঞ্চিক-অপ্রাপঞ্চিক ভেদে দ্বিবিধ হওয়া হেতু এঁদের জাতিগতভাবে একই বলাই অভিপ্রেত। এর মধ্যে শ্রীঃ—সম্পদ সম্পাদনকারিণী শক্তি। পুষ্টি—শরীরের পুষ্টিবিধানকারিণী শক্তি। গীঃ—বাকশক্তি। কান্তিঃ—শোভাশক্তি কীৰ্ত্তিঃ—যশের শক্তি।

ভূমিঃ—অন্তঃকরণের তৃষ্ণা। ইলা—ভূশক্তি। উর্জা—লীলা শক্তি। বিদ্যা—যথার্থ জ্ঞানের শক্তি।
অবিদ্যা—সেই অজ্ঞানের শক্তি।—এই সকল শক্তি দ্বারা নিষেবিত। এই যা বলা হল এ উপলক্ষণে,
একপ আরও অল্প শক্তিও আছে, যথা পাদোত্তর খণ্ডে—“এইরূপে বৈকুণ্ঠে নিত্যমুক্ত হরিপরায়ণ
দিব্যমহীশরণের সিঁহিত বিভূ ঈশ্বর বিরাজমান।” জী° ৫৫ ॥

৫৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : শ্রিয়েতি—শ্রাদয়ঃ স্বরূপভূতাঃ, তত্র শ্রীরৈশ্বর্যঃ, পুষ্টিবলঃ, গীর্জাণং,
কান্তিঃ শ্রীঃ, কীর্তির্গণঃ তৃষ্টিবৈরাগ্যং ইতি ষড়্ভগ-শব্দবাচ্যাঃ শক্তয়ঃ। ইলা ভূশক্তিঃ সন্ধিগাথ্যা, অন্তরঙ্গা
যন্তা বিভূতিঃ পৃথ্বী উর্জা লীলাশক্তিরন্তরঙ্গা যস্যা বিভূতিভূলৌকস্থা তুলসী বিদ্যাবিদ্যে জীবানাং মুক্তি
সংসৃতিহেতু বহিরঙ্গে শক্তির্মহালক্ষ্মী হলাদিশ্চন্তরঙ্গা মায়া বিদ্যাবিদ্যায়োমূলভূতাবহিরঙ্গা চকারাভদধীন
জীবশক্তি-তটস্থা এতাভিনিতরাং সেবিতম্ ॥ বি° ৫৫ ॥

৫৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : শ্রীয়া ইতি—শ্রীপ্রভৃতি স্বরূপভূতা তার মধ্যে ‘শ্রী’ ঐশ্বর্য, পুষ্টি
বল ‘গী’ জ্ঞান ‘কান্তি’ শোভা, ‘কীর্তি’ যশ, ‘তৃষ্টি’ বৈরাগ্য—এইরূপ ‘ষড়্ভগ’ শব্দ বাচ্য শক্তি সমূহ।
ইলা—সন্ধিনী নামক ভূশক্তি অন্তরঙ্গা, যার বিভূতি হল এই পৃথিবী। উর্জা লীলা শক্তি, অন্তরঙ্গা যার
বিভূতি হল এই ভূলোকের তুলসী। বিদ্যাবিদ্যে—জীবের মুক্তি ও সংসার হেতু বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়। শক্তি
—মহালক্ষ্মী ‘হলাদিনী’ অন্তরঙ্গা। মায়া—বিদ্যা অবিদ্যার মূলভূতা বহিরঙ্গা। চ—‘চ’ কার হেতু
অধীন জীবশক্তি তটস্থা—এত সবার দ্বারা বিশেষবিতম্—নিত্যকাল সেবিত। বি° ৫৫ ॥

৫৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : বিলোকোতি তৈবীখ্যাতম্। তত্রাখ্যাহারেন ব্যাচষ্টেইংকৃষ্ণেইসা-
বিদ্যাাদি; যথোক্তং বৈষ্ণবে—‘বল কৃষ্ণা তদাক্রুরঃ প্রতাভিজ্জায় বিস্মিতঃ’ ইতি। তস্মান্নুভব এতাবানের
বিচারস্থখিকো ভবিষ্যতি। ‘অদ্ভুতানীহ যাবন্তি’ ইত্যাদি দ্বাভ্যাম্ ॥

৫৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : বিলোক্য—[শ্রীধামিপাদ—বৈকুণ্ঠনাথকে দেখে অক্রুর
মহাশয় অত্যন্ত প্রীত হলেন। —আমাদের কৃষ্ণই এই যাকে দেখলাম, সেই পরমেশ্বর, ‘আমাদের কৃষ্ণই’
ইহা জেনো। ‘এই যা দেখলাম, ইহা আমাদের কৃষ্ণই’, এত কথা মূলে না থাকলেও অর্থসঙ্গতির
জন্তু উহা ধরে নিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে শ্রীধামি-টীকায়। —যথা বৈষ্ণবে উক্ত রয়েছে, ‘এই সেই’
এরূপ অনুভূতিতে অক্রুর বিস্মিত হলেন।’ —এতদূর পর্যন্তই অক্রুরের অনুভব — বিচার অংশ হল
অধিক, যথা ‘অদ্ভুত’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। জী° ৫৬ ॥

৫৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : সত্বঃ ধৈর্য্যম্, রুদ্ধকণ্ঠঃ শনৈরেব ॥ জী° ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : সত্ত্বমালম্ব্য—ধৈর্যধারণ করত। শনৈঃ—কণ্ঠকক হয়ে
যাওয়াতে ধীরে ধীরে স্তুতি করতে লাগলেন— ॥ জী° ৫৭ ॥

শ্রীরাধাচরণনুপূরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছ দীনমণি কৃত

দশমে একোনচত্বারিংশো অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।